সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ

গীতাভিনয়

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
যোড়াসাঁকো,

সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ

গীতাভিনয়

শ্রীরামদুর্ল্লভ কাব্য-বিশারদ-প্রণীত

(শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ভাণ্ডারীর প্রতিষ্ঠিত
আদি আর্য্য সারস্বত নাট্য সমাজে অভিনীত)

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো
১৩৩৩

এতৎ গ্রন্থকারের কৃত

ভীষ্ম বিজয় ১।০

ভার্গব-বিজয় ১॥০

পুষ্কল-মোচন ১।০

পাঞ্চালী ১॥০

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
Printed by L. M. Roy, Lalit press.
8, Ghose Lane, Calcutta.

1926

উৎসর্গ

বাঁকুড়া, জোলাইডিহি পরগণার অধিপতি

রাজা শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল সিংহ

মহোদয়ের করকমলযুগলে

আমার এই নাট্যগ্রন্থ

সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ

ক্ষুদ্র উপহার স্বরূপ

সাদরে সমর্পণ

করিলাম।

ভূমিকা।

কবিকুল-রবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত অদ্ভুত রামায়ণে সহস্রস্কন্ধ রাবণের বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি, নিকষারই গর্ভজাত দশস্কন্ধ রাবণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। অগস্ত্যমুনির আগমনে একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বয়ং সীতাদেবী এই রাবণের বিষয় বিবৃত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত মহাভারতের মধ্যেই যেমন গীতাপর্ব্ব, অথচ যেমন পৃথগ্ ভাবে সন্নিবেশিত আছে। অদ্ভুত রামায়ণও সেইরূপ রামায়ণ হইতে পৃথগ্ ভাবে বিন্যস্ত; মহর্ষি বাল্মীকি উভয়েরই রচয়িতা। লঙ্কায় দশস্কন্ধ, অহোলঙ্কায় শতস্কন্ধ—পুষ্করে সহস্রস্কন্ধ রাবণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই বীরত্ব অসাধারণ। বিস্তরেণালং—

৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩
শ্রীশ্রীরামনবমী।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

দেবগণ।—শিব। ব্রহ্মা। যম। কুবের। ধর্ম্ম। নন্দী (শিবানুচর)।

মুনিঋষিগণ—নারদ। বশিষ্ঠ। অগস্ত্য। ভৃগু। শুক্র। বিশ্রবা।

রাম	...	...	অযোধ্যাধিপতি।
লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন	...	...	ঐ ভ্রাতৃগণ।
শতামোদ	...	...	ঐ ভাগিনেয়।
বিভীষণ	...	...	লঙ্কাধিপতি।
সুগ্রীব	...	...	কিষ্কিন্ধ্যাপতি।
হনুমান্	...	...	রামভৃত্য।
রাবণ (সহস্রস্কন্ধ)		...	পুষ্করাধিপতি।
বিরাধ	...	...	ঐ পুত্র।
মাল্যবান্	...	...	ঐ মাতামহ।
কালযবন, হিরণ্যবাহু	...	...	ঐ সেনাপতিদ্বয়
সরভ	...	...	ঐ পার্ষদ।
ভদ্রমুখ	...	...	রাজশ্যালক।

মতিচ্ছন্ন, গন্ধর্ব্বগণ, যমদূতগণ, বিষ্ণুদূতগণ, বানর ও ভল্লুকশিশুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সীতা	...	...	রামের পত্নী।
সুলোচনা	...	...	রাবণের পত্নী।
সূর্পণখা	...	...	রাবণের ভগিনী।
সাধিকা	...	...	ভৈরবী।

দয়া, নিয়তি, নিদ্রাদেবী, ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী চিত্রা গোলোকের সহচরীগণ, অপ্সরাগণ, ভৈরবীগণ, ডাকিনী-যোগিনীগণ প্রভৃতি।

সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ।

প্রস্তাবনা।

স্বর্গপথ।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। লীলাময় শ্রীহরি কখন্ যে কি ভাবে লীলাপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন, অনন্ত অনন্ত কাল ধ'রেও—মহীয়সি কল্পনাকে সহচরী ক'রেও তার গূঢ়ত্ব অনুসন্ধান করা যায় না। যতই ভাবি, ততই যেন অবসন্ন হ'য়ে পড়ি, ততই যেন তার গভীরত্বে প'ড়ে জ্ঞানহারা হ'তে হয়। কিন্তু জ্ঞানহারা হ'লেও কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মনঃপ্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, কি ব্রহ্মানন্দ সুখে চিত্ত বিভোর হ'য়ে ওঠে, সেই ভাব—সমাধিস্থ যোগী সমাধিক্ষেত্রেই অনুভব কর্‌তে পারেন, আর কারও সাধ্য নাই। একদিন আমি শ্রুতিমধুর শ্রুতি মূর্চ্ছনায় বীণাযন্ত্রে স্বর সংযোগ ক'রে হরিগুণগান কর্‌তে কর্‌তে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখি, ভগবান্ এক অভিনব মোহন বেশে তমালতল প্রসারি রত্নমণ্ডলে সমাসীন। দেখেই প্রেমপুলকিত দেহে বাহুযুগল প্রসারিত ক'রে পাদপদ্মে পতিত হ'য়ে বল্‌লেম যে, ভগবন্! এ আবার কি বেশ? এমন মানস-মোহন মূর্ত্তি ত একদিনও দেখি নাই। ভক্তানুগ্রহকারিণ্! কোন্ ভক্তকে চরিতার্থ কর্‌বার জন্য এই বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তিতে বিরাজ কর্‌ছেন? অমনি দয়াময় দাসকে দয়া ক'রে বল্‌লেন যে, "নারদ! আমি এই সর্ব্বপাপতাপ-ভঞ্জন রামরূপে ধরায় অবতীর্ণ হব। তা' না হ'লে আর পাপীতাপীর

উদ্ধার হবে না। রত্নাকর নামে কোন মহাপাপী জীবনে এত পাপানুষ্ঠান করেছে যে, কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদিতে তার পাপ-ধ্বংসের কথা দূরে থাক্‌, কোন দেবতা বা কোন তীর্থ, তার পাপ মোচন কর্‌তে পার্‌বে না; এমন কি আমার অসংখ্য নাম অসংখ্য মূর্ত্তিও সেই মহাপাপীর পাপ মোচনে অপটু। নারদ! সেইজন্যই আমি এই লোকনিস্তারণ রামরূপে অযোধ্যায় দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হব।" অহো-হো! কি দয়াময়! কি পতিত বৎসল! কি ভয়ত্রাতা! কি ভবতারণ! আজ সেই মহাপাপী দস্যু চোর রত্নাকর রাম নাম শুনে সর্ব্বপাপমুক্ত হ'য়ে মহাকবি বাল্মিকী ব'লে পরিচিত হলেন। সেই লোকোত্তর পুরুষ লোকচরিত্রের অনুকরণ ক'রে অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে প্রজাবৎসল হ'য়ে প্রজাপালনে যত্নবান্ কত লীলাই না কর্‌লেন! ভুষণ্ডি কাকের সঙ্গে যে বিরাট লীলার বিকাশ করেছিলেন, তা ভাব্‌তে গেলে ভয়ে ও বিস্ময়ে মোহিত হ'তে হয়। আর তবে পাপী, তাপীর ভয় কি? পাপ তাপ আধি ব্যাধি দূর কর্‌বার জন্যই করুণাময় পরমপিতা রাম আখ্যা ধারণ করেছেন। রাজা দশরথ যে দিন ভ্রমক্রমে অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুকে শব্দভেদী শরে বধ ক'রে ব্রহ্মহত্যার ভীষণ পাপে প্রপীড়িত হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বশিষ্ট মুনির পুত্র বামদেব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন যে, মুনিকুমার! আমায় ব্রহ্মহত্যা পাপ হ'তে নিস্তার করুন, তাই শুনে বামদেব মুনি রাজাকে রাম নাম প্রদান কর্‌লেন; অমনি পাপমুক্ত দশরথ রাহুমুক্ত নিষ্কলঙ্ক। শশধরের মত আবার লোক শ্রীধারণ কর্‌লেন। তা হ'লে এমন পতিত-পাবন নাম আর নাই, এমন পরমদয়াল পতিত-পাবন অবতারও আর হয় নাই। আর হবেও না। সংসারতাপদগ্ধ জীব! তোমাদের আর কোন ভয় রবে না, প্রেমানন্দে রামনাম বল্‌তে পার্‌লেই অনায়াসে পরিত্রাণ পাবে। এস—এস, ভাই সব! আর কোন জ্বালায় জ্বল্‌তে হবে না। এস, জ্বালানিবারণ রামনাম ব'লে সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করি।

গীত।

পাপী তাপী কে আছিস্ ভাই, আয়রে সকলে।
সর্ব্বপাপ হবে মুক্ত রামদেবের নামটি নিলে
রাম সীতার নাম থাকিতে,
পাপে ভয় কি আর মহীতে,
অন্ধ, কুষ্ঠ, দীন-দুঃখী আয় ডাকি আয় কুতূহলে॥
ভক্তিভরে ডাক্‌লে পরে,
পার হ'য়ে যায় পারাবারে,
হয় না যেতে, হয় না আস্‌তে
দুঃখ পেতে এই ভূমণ্ডলে॥

প্রভুর কোন্ লীলাই বা ভয় বিস্ময়করী নয়? আজ আবার যে, বাল্মিকীর অদ্ভুতোত্তর কাণ্ডে ভয়ানকাদ্ভুতে ভয়-বিস্ময় স্থায়ী ক'রে প্রকৃতির উদ্বোধন কর্‌বেন, তাই দেখ্‌বার জন্তই নারদ স্বর্গ হ'তে শুভযাত্রা ক'রেছে। জয় মা জনকনন্দিনীর জয়! ও মা! রামবল্লভে! দেখো মা, তোমাদের ভক্ত বিরাধের যেন দুরাচার সহস্রস্কন্ধ কোন অনিষ্ঠ কর্‌তে না পারে। মা রামবল্লভে! তবে পুষ্করেই চল্‌লেম। রাবণপুত্র বিরাধকে তারকব্রহ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি ব'লে অহর্নিশি তার নিকটে থেকে পরম প্রীতি অনুভব করি; তাই, মা! অযোধ্যায় যাই না। দেবি! এই শুভযাত্রায় যেন সর্ব্বশুভনাশিনী শ্রীমূর্ত্তি তোমার দর্শন কর্‌তে পাই। মঙ্গলময়ি! জীবের মঙ্গল ক'রো, মা! জয় জনকনন্দিনীর জয়! জয় জনকনন্দিনীর জয়! জয় জনকনন্দিনীর জয়!

[প্রস্থান।

গীত।

জয় জয় জয় জনক-নন্দিনী।
চতুর্ব্বদন বদনপদ্ম চতুর্ব্বেদ-বন্দিনী॥
গোলোকে গোপিনী সঙ্গিনী,
রাম-রাস-রঙ্গিনী,
লোকমাতা ত্রিলোকলোকপালিনী॥
মঙ্গল কর মঙ্গলময়ী, জগন্মঙ্গলকারিণী,
শান্তিনীরে ভাসমান হই যেন দিবা রজনী॥

সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ।

প্রথম অঙ্ক।

দধিসমুদ্র মধ্যবর্ত্তী পুষ্করদ্বীপ রাজসভা।

কোষোন্মুক্ত অসি হস্তে কালযবন ও হিরণ্যবাহুর প্রবেশ।

কাল। নগরপাল হিরণ্যবাহুর ভুজবলে সুরক্ষিত এ পুষ্করদ্বীপ, তবে এ আকস্মিক অনর্থপাত কেন?

হিরণ্য। মহারাজ সহস্রাক্ষ যে পুষ্করের অধিপতি। আপনার মত মহাবীর কালযবন, যে বিশ্বসম্রাট্‌ রাবণের মুখ্য সেনাপতি, আমি যাঁর নগরের শাসনকর্ত্তা, কঙ্কর ও সরভ যে রাবণের মুখ্য পার্ষদ, সে রাবণের রাজ্যে এ অনর্থপাত হয় কেন?

কাল। এ প্রশ্নের উত্তরস্থানীয় তুমি, আমি স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তা।

হিরণ্য। বল্‌তে পারি না, এ আকস্মিক ঘটনার মূলভিত্তি কে?

কাল। তা হ'লে নগররক্ষার ফল কি? বিশ্ববিজয়ী রাবণের গৌরব কি?

হিরণ্য। আমি কি আর সে গৌরব নষ্ট কর্‌তে বসেছি?

কাল। কে না বল্‌বে? কে এমন এই রক্ষঃপুরে পরিণামদর্শী বল্‌বে না যে, নগরপাল হিরণ্যবাহুর শৈথিল্যে এ উৎপাতের সূচনা নয়!

হিরণ্য। এই শাণিত খড়্গ কি কেবল হিরণ্যবাহুর কর-ভূষণ মনে করেছেন? আমি সর্ব্বদাই সজ্জিত, একটি দিনও আমার চক্ষে পতিত হ'ল না, কে সেই অনর্থকারী?

সরভের অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজা সহস্রস্কন্ধ রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। দৈব, হিরণ্যবাহু! দৈব। দেবতার মায়া আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। ভীরু দেবকুল ষড়্‌যন্ত্র ক'রে আমার প্রাণে মনস্তাপের বহ্নি জ্বে'লে দেবার উপক্রম করেছে।

[সকলের গাত্রোত্থান]

হিরণ্য। অভিবাদন করি, মহারাজ! বল্‌তে লজ্জা হয়, আমার চক্ষে ধূলি দিয়ে কে এমন সাহসিক কর্ম্মে পদার্পণ করে?

কাল। নিশ্চয়ই কোন মায়াবী দেবতা, দেবগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হ'য়ে আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে প্রস্তুত।

রাবণ। কালযবন! তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত, পুষ্করের একমাত্র গৌরব তুমি। রাবণের ভুজবীর্য্যকে লোকে যতই প্রশংসা করুক্ না কেন, সে কেবল তোমারই বীরত্বের প্রশংসা। কালযবন যার মুখ্য সেনাপতি, কালযবন যার মিত্র, কালযবন যার প্রাণের সঙ্গী, সে কি কাউকে ভয় করে?

কাল। স্বীকার কর্‌লেম, মহারাজ! কালযবন যতদূর মহারাজের কৃপালাভ কর্‌তে পেরেছে, তা কল্পনার অতীত। কিন্তু এ প্রশংসায় সুখ কোথা, মহারাজ?

হিরণ্য। বৈরনির্য্যাতন না ক'রে বীর-হৃদয়ে সুখ, শান্তি কোথা?

সরভ। মহারাজ! যদি একবার কৃপা ক'রে আমায় ইন্দ্রাদির সম্মুখীন হ'তে বলেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাদের ধূর্ত্তপণা গোপন থাক্‌বে না।

কাল। সময়ের বলে বলীয়ান্ হ'য়ে দেবতাকুল বৈরতায় বদ্ধপরিকর, নৈলে যারা চিরদিন নীরব নিদ্রিত, আজ তারা জেগে ওঠে?

হিরণ্য। প্রকৃত তত্ত্ব কি? কুমার কি স্বেচ্ছায় বা কারও শিক্ষায় রাম রাম বল্‌তে অভ্যাস করেছে? না মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগ? তাই বা এই অশ্রুত নাম অভ্যাস করেছে।

কাল। রোগের সাধ্য কি যে, পুষ্করবাসীর অঙ্গ স্পর্শ করে? রোগ ত দেবতার ভৃত্য, প্রভুরাই যখন ভীত, তখন ভৃত্যের সাধ্য কি?

হিরণ্য। আর প্রভুর অনুমতি পেলে ভৃত্যও সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে!

কাল। পারে বটে। মূল কারণ সেই ধূর্ত্ত দেবকুল, নিশ্চয়ই এখন তাদের প্রতিবিধান কর্ত্তব্য হয়েছে।

রাবণ। রামটা কে? দেবতা না গন্ধর্ব্ব না যক্ষ না প্রেত? দেবতার ইতিহাসে ত রাম নাম শুন্‌তে পাওয়া যায় না, তবে সেটা কে?

কাল। দেবতার শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাদের মধ্যে কেউ নয় ত?

রাবণ। তাদের মধ্যেই কেউ হবে, তাদের মধ্যে মায়াবী বিষ্ণু, তারই বুঝি ষড়্‌যন্ত্র! নিশ্চয়ই এ বিষ্ণুর কৌশল। বুঝ্‌লে, কালযবন?

কাল। মহারাজের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কে না বিশ্বাস কর্‌বে? কপটীর কপটতায় রক্ষঃকুল চিরদিনই বিধ্বস্ত হ'য়ে যাচ্ছে, এতদিন ধ'রে তার সন্ধান কর্‌ছি—এতদিন ধ'রে তার কার্য্যকলাপ দেখে আস্‌ছি, তবু তাকে চিনে ওঠা ভার হয়েছে। ধন্য মায়াবী বিষ্ণু, দেবতার মধ্যে তার মত ধূর্ত্ত মায়াবী আর কেউ নাই।

রাবণ। সহস্রস্কন্ধ সহস্রস্কন্ধের সঙ্কেতে সহস্রবার তা স্বীকার কর্‌বে। তার মত মায়াবী দেব দানবের মধ্যে কেউ আর হয় নি,—আর হবেও না। আমি কতবার তার সম্মুখীন হয়েছি, কতবারই তাকে বধ কর্‌বার জন্য

মহা মহা অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি, তথাপি তার প্রকৃত তত্ত্ব কি, তা বুঝে উঠ্‌তে পারা যায় নি। কেউ বলে, সে বৈকুণ্ঠে থাকে, কেউ বলে গোলোকে, কেউ বলে ক্ষীরোদে, কেউ বলে স্বর্গে, কেউ বলে তীর্থে, কেউ বলে পাতালে, কেউ বলে সে সর্ব্বত্র, কেউ বলে সে বিরাটব্যাপী, কেউ বলে সে বিশ্বরূপী। কিন্তু আমি যা দেখ্‌ছি বা দেখেছি, কেউ মিথ্যা বলে না। তাকে দেখ্‌লে তাতে সবই সম্ভব ব'লে বোধ হয়। সে পুরুষ সাধারণ নয়।

গীত।

সে পুরুষ, সে পুরুষ নয় সাধারণ,
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর।
কভু সাকার, কভু নিরাকার, কভু বেদ বিধির পার॥
কেউ বলে সে সর্ব্বগামী কেউ বলে সে অন্তর্যামী,
কেউ বলে সে জগত স্বামী তিনি সর্ব্ব মূলাধার॥
যে একবার দেখেছে তারে, কভু তায় ভুলিতে নারে,
তার প্রাণে প্রেমনীর ঝরে, আনন্দে হয় তদাকার॥
কি সুন্দর অভিরাম, নব দুর্ব্বাদল শ্যাম,
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম, সুচারু সংসার সার॥

রাবণ। শোন শোন, কালযবন, শোন, হিরণ্যবাহু, শোন শোন, সরভ! শোন্‌বার বস্তু তার নাম বটে, দেখ্‌বার বস্তু তার রূপ বটে; তার রূপ, তার গুণ, তার আকার, তার নাম যতই ভাবি, ততই যেন আরও দেখি—আরও শুনি ব'লে ইচ্ছা হয়। কিন্তু শত্রু, সহ্য হবে কেন? তার শত্রুতা রক্ষঃপ্রাণে পাষাণবৎ অঙ্কিত। কল্পনাতেও মোছে না, কবির কল্পনাতেও ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

কাল। পুনর্ব্বার স্বর্গ আক্রমণ করা হ'ক, এখনকার সুযুক্তি এই।

রাবণ। এইবার সহসা ক্ষান্ত হব না, বিষ্ণুকে এইবার বধ না ক'রে আর পুষ্করে প্রত্যাগমন হব না। বিশেষতঃ সেই পবন বেটাকে লণ্ডভণ্ড কর্‌তে হবে! শুনেছি, সেই বেটাই বায়ুরোগের অধিপতি; পবনই বল, ইন্দ্রই বল, আর যমই বল, সকলেই সেই বিষ্ণুর বলে বলবন্ত, আজ তাকে সমূলে উচ্ছেদ কর্‌ব। চল, কালযবন, অনেকদিন দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করি নি, অনেকদিন তাদের কাতরকণ্ঠে ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং শব্দ শুন্‌তে পাই নি, আজ তোমাদের সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এ সংসারে হয় বিষ্ণুই জীবিত থাক্‌বে, নয় মহাবীর সহস্রস্কন্ধ গোলোকের অধীশ্বর হবে। চল চল, আর বিলম্ব সয় না, বাহিনী সজ্জিত কর।

উন্মাদিনীবেশে সাধিকার প্রবেশ।

সাধিকা।—

গীত।

ভাব্‌ছ কি ব'সে, সুখের স্বপন
কভু কি আমার ভাঙিবে না।
দেখ মিলে আঁখি, সময়ের পাখী
ডাকিছে, ঘুমাতে দেবে না॥
মোহ ঘুম ঘোরে হ'য়ে অচেতন,
সারা নিশা গেল মেল না নয়ন,
দেখ আঁখি মেলি, ওই যায় চলি,
বাধা দিলে সে ত রবে না॥
যাবার সময় সবে যায় চ'লে
সংসার মোহিনী খেলাটি ভুলে,
মণি হারাইয়ে, কাচ নিয়ে গিয়ে,
ভুলেছি বলিতে ভুলে না॥

সাধের জ্যোছনা ফুটিবে না আর;
সে ভীষণ পথ বড়ই আঁধার,
কিসে পাবে পথ, বড়ই বিপদ,
বিপদ্‌বারণে স্মর না ॥

রাবণ। কে তুমি উন্মাদিনী? কা'র আজ্ঞায় এখানে এলে? দেখ দেখ, হিরণ্যবাহু, কে এ? কোথা হ'তে এল?

সাধিকা। হোঃ—হোঃ হোঃ হোঃ!
পাগ্‌লী আমি পাগ্‌লীর মেয়ে বেড়াই শ্মশান মাঝে।
পাগল বাবার পাগ্‌লা নামে এই ভূতের সাজ সাজে॥
বুঝ্‌লে বাবা? বুঝ্‌বে কি?
খালে প'ড়ে পা গেছে তোর বিষম কাঁটা ফুটে।
সারাদিনটে কাটাইলি কেবল ছুটে ছুটে॥
মুখভরা হাসি তোর বুকভরা বল।
রবে না রাবণ চিরদিন যেমন ক'রেই চল্‌॥
হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!
সং সেজে রং দেখ্‌ছ সবে বাজী ভোর হ'ল।
যেতে হবে ব'সে আছ কি করেছ বল॥
বামুন কেটে স্ত্রীলোক কেটে মুনির পাড়া মেরে।
ব'সে আছ চুপটি ক'রে অন্ধকার ঘরে॥
ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কালসাপ মার্‌বে চোট্‌ শিরে।
মর্‌বি ঘরে ঘুরে ঘুরে কামড় নিয়ে ফিরে॥
ফিরাও মতি, বাপধন মোর, বল সীতারাম।
ঝর্‌ঝরে তোর তকৃতকে বাপ্‌ তবেই পরিণাম॥
নৈলে বিষম আঁধার বিষম আঁধার পথ পাবি নে খুঁজে।

হাঁ ক'রে ব'সে আছ চোখ দুটিকে বুজে ॥
হয় না সময় সময়খেকো, রয়েছ কার আশে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্‌রে চেয়ে শিয়রে শমন ব'সে ॥
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।
শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম ॥
বুঝ্‌লে খোকা, তাইত বলি বল সীতারাম।
হবে শীতারাম বাছা, হবে শীতারাম ॥

কাল। যা কখন পুষ্করে দেখি নাই, আজ তা স্বচক্ষে দর্শন কর্‌লেম; মহারাজ! বুঝি বা কোন দুঃসময় এসে দেখা দেয়!

রাবণ। তাইত তাইত, কালযবন! ঐ দেখ—ঐ দেখ, ঐ—ঐ—ঐ।

রক্তাক্ত ত্রিশূল হস্তে ষোড়শী ভৈরবীগণের প্রবেশ।

ভৈরবীগণ। [নৃত্যসহ]—

গীত।

বম্ বম্ বম্ বম্ ববম্ ববম্ ববম্ ববম্
ববম্ ববম্ বম্।
পাগল বাবার পাগল করা
বল রামের নাম ॥

রাবণ। দেখ দেখ, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ত্রিশূলহস্তা রক্তাম্বরা নর-কপাল করে কি উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য!

কাল। তাইত যৌবনে যোগিনী! হায়, অভাগিনী বামাকুল, কার কুমন্ত্রণায় তোমরা আজ উন্মাদিনী—পথের কাঙ্গালিনী?

ভৈরবীগণ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

রামের নামটি নিলে ভবের বন্ধন রবে নাকো আর,
অনায়াসে মায়ানদী হয়ে যাবে পার,

তবে কেন হায় ভাব অনিবার—
হোঃ হোঃ হোঃ! হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।
ডঙ্কা মেরে চল্‌রে চল্‌ কাজের কথা শোন্‌ ॥

সাধিকা। আয়, সঙ্গিনী সোহাগিনী যোগিনী জীবন বালা।
তেমনি ক'রে নাচের ঘরে ঘুরাও হাড়ের মালা ॥
কালা পাবে সই এমনি ভাবে সাধন কর তার।
বৃন্দাবনের বনে গিয়ে গাঁথ্‌ব ফুলহার ॥

ভৈরবীগণ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

যেমন পাপের পাপী হ'ক্‌ না পাপের ভয় কি তার,
রামের নামে পাপী তাপী সবার নিস্তার,
তাইতে স্বয়ং শিব স্বয়ং নামে সোঽহং করে সার,
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ——হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
সমান সবাই অধিকারী কেউ নহে তার কম ॥
দয়ার অবতার পতিতপাবন রামের সমান নাই,
ভাবের ঘরে ভাবুক হ'য়ে ভব জানে ভাই,
বাজের ভাবনা, কাজের নয় রে, তায় পড়ুক্‌ তোর ছাই,
ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ব'সে কর কি? ব'সে কর কি?
ডুবল তপন ভাঙ্‌ল খেলা চিন্‌লে না কেমন ॥

সাধিকা। গালভরা হাসি আজকের মত হেসে নাও সবে।
যমের বাড়ী রাত্তির শেষে কাল্‌কে চ'লে যাবে ॥

ভৈরবীগণ।— নৃত্য গীত।

ঝন্‌ ঝনা ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনৎ ঝনৎ ঝনৎ ঝনৎ
ঝন্‌ ঝনা ঝন্‌ ঝন্‌।
বাজাও নূপুর তালে তালে
আমার কথা শোন্‌ ॥

এখন থেকে সাধ্‌লে পরে সাধা হবে শেষ,
রামচাঁদে ভক্তি দিয়ে সাজ্‌বে গোপীর বেশ,
ষোল হাজার ষোল শত ষোলেতে বিশেষ
আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই বাত সাঁচ্চা,
যখন যেমন সময় হবে তখন নে রে তেমন ॥
সীতামাই রাধা হবে, কৃষ্ণ হবে রাম,
পূর্ণরামে পূর্ণপ্রেমে পূর্ণ হবে কাম,
এখন যেমন, তখন তেমন, দুর্ব্বাদল শ্যাম;
তবে চক্‌চকে, আর খস্‌খসে,
দেখে দেখে দেখে তায় যাব হেসে,
বল্‌ব তখন নাগর বঁধু, কেহে তেমন ঠাম ॥

[সাধিকা ও ভৈরবীগণের প্রস্থান।

রাবণ। দেখ্‌লে দেখ্‌লে, কালযবন, দেখ্‌লে, হিরণ্যবাহু, কি এ সব? দেবতার চক্র নয়?

হিরণ্য। নিঃসন্দেহ, মহারাজ, দেবতার চক্র! দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিশ্চয়ই এ রকম বাতুলে পুষ্কর আচ্ছন্ন করবে।

কাল। আজ্ঞা দিন্, হে পুষ্করনাথ!
যাব একা যুঝিতে অমরে।
চতুরঙ্গ সেনা কিংবা সৈন্য মহারথী
নাহি মম প্রয়োজন;
মাত্র একা যাইব ত্রিদিবে।
দেখিব কেমনে বিষ্ণু রাখে দেবকুল,
আজি অমরের দল নির্ম্মূল করিব।
চক্র করি পুষ্করেতে ঘটায় অনর্থ,
নেচে গেল বামাকুল পাগলিনী বেশে;

বিশেষতঃ রাজপুত্র বিরাধ সুমতি
রাম নামে ক্ষিপ্তপ্রায় কাঁদে দিবানিশি ;
কে তারে পাগল করে ?
এখনও বেঁচে আছে এ কালযবন।

রাবণ। প্রতীকার অবশ্য কর্ত্তব্য।
নিতান্ত উদ্ধত বুঝি সোমরস পানে
হ'ল আজি দেবতাগণগুলী।
[লম্ফ দিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া]
চল আজি গিয়ে বিনাশিব দেবে।
যাব আমি বিষ্ণুলোকে,
তুমি যাবে কৈলাসেতে
রহে যথা শঙ্কর শঙ্করী।
দেখিব সে উগ্রমূর্ত্তি উগ্রনাম ধারী
ব্যগ্র হ'য়ে ব্যাঘ্রচর্ম্মে ঢাকি কলেবর
উগ্রতা দেখায়ে যায়
কি সাহসে আমাদের সনে। [গমনোদ্যত]

লালরঙের পোষাক পরিয়া মুখে লালরঙ্ মাখিয়া
বাঁশী হস্তে ভদ্রমুখের প্রবেশ।

ভদ্র। মহারাজ! মহারাজ! ঐ দেখুন—ঐ দেখুন—ঐ দেখুন, দানা গো—দানা গো! দাঁ দাঁ ক'রে ধাঁ ধাঁ চ'লে আস্‌ছে, ঐ দেখুন, নিশ্চয় পেত্নী, পেয়ে বস্‌বে ; স'রে পড়ুন—স'রে পড়ুন। ওহে কালযবন, ওহে হিরণ্যবাহু স'রে পড় না ? দানা বটে—দানা বটে, দাঁ দাঁ কর্‌ছে, পা বাড়িয়েছে। খেলে গো, ওঠ না—ওঠ না।

কাল। আঃ, চুপ্ কর না, দেখাই যাক্—কি ওটা ?

ভদ্র। চুপ্ কর্‌ব কি গো, ঝুপ্ ক'রে এসে পড়্‌ল যে?

হিরণ্য। ভদ্রমুখ! তুমি ভীত হয়েছ নাকি?

ভদ্র। বল যে, ফুরিয়ে গিয়েছ না কি?

সরভ। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কাণ্ড কারখানা তোমার।

ভদ্র। বটে বাবা, বটে বটে; ভয় কর্‌বার ছেলে চিনেছ ভাল। আমি হলাম রাজার সম্বন্ধী—সোণারচাঁদ, আলালের ঘরের দুলাল, আমারও ভয়? হাতে এমন লাল বাঁশী রয়েছে, গায়ে লাল রঙের পোষাক, আমার সবই লাল—ঘোর লাল, চ'টে লাল—আমি গোলে লাল।

স্থূর্পনখা ও মাল্যবানের প্রবেশ।

স্থূর্প। দাঁদাঁ! দাঁদাঁ! ভগিনীর দুর্দ্দশা দেঁখ, দাঁদাঁ গোঁ!

ভদ্র। এল গো—এল গো, ওহে, কি শুন্‌ছ—কি দেখ্‌ছ। উঠে পড় না—উঠে পড় না, যাত্রায় মহাযাত্রা হ'য়ে যায় যে! আঃ আঃ কি আপদ্? দাঁড়াই কোথা গো, যাই কোথা গো, আমার যে বাবা ভূত পেত্নীকে বড় ভয় হয়! [স্থূর্পনখার দিকে কিছুদূর যাইয়া] নাক নাই রে বাবা, নাক নাই যে! বাবারে, খেলেরে! [সকলের পশ্চাতে গিয়া আস্তে ব্যস্তে দণ্ডায়মান]

স্থূর্প। দাঁদাঁ! দাঁদাঁ! আঁমি তোঁমার ভগিনী।

ভদ্র। ঠিক ঠিক সভার দিকেই এল, ভগিনী না ডাকিনী? কেরে বাবা? চাইতে ভয় হয় যে। [দেখিয়া] ওরে বাপ্‌রে, বরং আর ওদিকে চাইব না, এখন গেলে যে বাঁচি, চোখ বুজে বাঁশী বাজাই। লোকে যেন টের না পায় যে, ভদ্রমুখ ভয় পেয়েছে! [বাঁশী বাজান]

মাল্য। জয়স্তু, বৎস সহস্রানন, তোমার জয় হ'ক্; ভাল আছ ত?

রাবণ। কে আপনি? কোথা নিবাস? চিন্‌তে পার্‌লেম না।

[ইত্যবসরে কালযবন ভদ্রমুখের বাঁশী কাড়িয়া লইয়া নিজ উরুদেশে স্থাপন করিল]

ভদ্র। কেড়ে নিলে বাবা, গায়ে জোর বেঁধেছে ?

রাবণ। আঃ, চুপ্ কর না, ভদ্রমুখ!

ভদ্র। হাঁ, হাঁ।

মাল্য। সময়ের গতি—আমাদের কপালের দোষ। কপাল ভেঙেছে, তাই আজ বৎস, তোমার মুখে এ কথা শুনতে পাই। আমায় চিন্‌তে পার আর নাই পার, এই দুখিনী রমণীকে চিন্‌তে পার ?

রাবণ। না, পার্‌লেম না, মুখে বস্ত্রাচ্ছাদিত করেছে কেন ?

মাল্য। কাল সর্ব্বত্র বলবান্, ঘৃণায় লজ্জায়, দুঃখে শোকে ঐ অবগুণ্ঠন, ঐ আবরণ চিরদিনের জন্য।

কাল। মহারাজ! মহারাজ! আজ আমাদের সুপ্রভাত। রক্ষঃ-বংশের মাতামহ মাল্যবান্‌কে চিন্‌তে পার্‌লেন না ? [মাল্যবানের পদধারণ]

রাবণ। য়্যাঁ! মাতামহ মাল্যবান্ ? আমি চিন্‌তে পার্‌লেম না ?

সকলে। প্রণাম করি। [প্রণাম] সব কুশল ত ? সুপ্রভাত—সুপ্রভাত, অনেকদিনের পর শ্রীচরণ দর্শন কর্‌লেম।

মাল্য। সুপ্রভাত নয় কুপ্রভাত, কুশল নয় অকুশল, সম্পদ্ নয় বিপদ্, সাহস নয় ভয়, সুখ নয় দুঃখ, জীবিত নয় মৃত, সব গেছে রে, সব গেছে; ঐ ভগ্না স্বর্পনখার দুর্দ্দশা দর্শন কর। মানুষে রাক্ষসের নাসা, কর্ণ ছেদন করেছে। আমি কি আর বেঁচে আছি, বৎস! [অবসন্ন হওন]

রাবণ। [ব্যগ্রভাবে ধরিয়া মাল্যবান্‌কে সিংহাসনে রক্ষণ] হায় ভগিনী স্বর্পনখা! কে তোমার এ দুর্দ্দশা কর্‌লে ? কে তোমার নাসা কর্ণ ছেদন করেছে ? কোন্ সাহসী নরাধম রক্ষোমুণ্ডে হস্তক্ষেপ করেছে ? বল বল, ভগিনী, এখনই সে অজ্ঞ কর্ম্মোচিত প্রতিফল ভোগ কর্‌বে।

স্থর্প। দাঁদাঁ! অঁযোধ্যাঁর রাঁজা দঁশরথের পুঁত্র রাঁম লঁক্ষণ।

রাবণ। কি, কি? মাতামহ! কে সে? কার পুত্র? কোথা নিবাস?

মাল্য। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র রাম, লক্ষণ রক্ষোকুলে এ কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করেছে।

রাবণ। রাম লক্ষণ? কালযবন, সেই রাম নাকি? যে রামনাম আমাদের কুমার অভ্যাস করেছে?

কাল। হ'তেও পারে।

রাবণ। তার পর?

মাল্য। তার পর বল্‌তে কণ্ঠরোধ হয়, নয়নজলে বক্ষঃ ভেসে যায়।

রাবণ। দশানন, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ এরা কি কর্‌ছে? ভগিনীর দুর্দ্দশা দেখে কি তাদের প্রাণে কোন আঘাত লাগে নি? লঙ্কারাজ্য পেয়ে কি মান সম্ভ্রম সব ভুলে রয়েছে? লঙ্কার গৌরবশশী বিশ্ববিজেতা সহোদর কনিষ্ঠ রাবণ কি এতই অজ্ঞ—এতই অকর্ম্মণ্য?

মাল্য। হায়, প্রাণ বাহিরায়!
কেমনে কহিব সেই দুঃখের বারতা?
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী শোভাহীন এতদিনে।

রাবণ। তারপর?

মাল্য। তারপর, রক্ষোনাথ!
শুনি লঙ্কানাথ ভগিনীর অপমান
ক্রোধে তাঁর পত্নী হ'রে নিল,
সেই সূত্রে রাম সনে ঘটিল বিবাদ।
বানর সহায় করি মানব দুজন
বাঁধিল দুর্ব্বার বারি সাগরের,

শিলা ভাসাইয়া জলে
অসম্ভব কীর্ত্তি তায় সাধিল তাহারা।

রাবণ। একে একে ভূমিকার সূত্রপাত করি
বল মাতামহ, দুঃখের বারতা শুনি।
কি করিল মানব দুর্জ্জন?
বল—বল—তার পর?

মাল্য। তার পর
রক্ষঃ বিভীষণ কনিষ্ঠ তোমার
দুঃসময় বুঝি গেল পলাইয়া,
রাম সনে করিল মিত্রতা,
সেই সে অনর্থ বাধে রাক্ষসের কুলে,
সকলের কিসে মৃত্যু করিল প্রকাশ।

রাবণ। ধিক্ ধিক্ বিভীষণ তোরে!
কেমনেতে গৃহছিদ্র করিলি প্রকাশ?
কি বুঝি গেলি রে তুই,
নর রামে করিতে মিত্রতা?
রক্ষঃবংশে জনম তোমার, কুলাঙ্গার?
তুমি মোর সহোদর।
ছি—ছি—ছি!
তার পর?

মাল্য। তার পর লঙ্কাদাহ বানরে করিল,
হনুমান্ নামে বীর প্রকাণ্ড দুর্জ্জয়
ঘটাইল সে লঙ্কায় মহান্ অনর্থ।
মরিল প্রহস্ত বীর, বীর অকম্পন,

অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ, তরণী প্রভৃতি,
মরিল সে কুম্ভকর্ণ বীর-চূড়ামণি।

রাবণ। কি—কি, মাতামহ!
মরে বীরকুলরবি কুম্ভকর্ণ
প্রাণের দোসর মম?
হায় হায়, কি শুনিনু এতদিনে!
কি অমঙ্গল রক্ষঃকুলে হইল সাধিত?

মাল্য। হে রাজন্, কর কর্ণপাত—
এক লক্ষ পুত্র যার, সওয়া লক্ষ নাতি,
একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি,
শেষে সাগরের কূলে সব হারাইয়া,
রামবাণে দশানন হারায় জীবন।

রাবণ। হায়, দশানন! হায়, কুম্ভকর্ণ!
হা লঙ্কাবাসী বীরগণ!
ত্রিলোক-বিজয়ী তোরা,
নর বানরের হাতে হারালি পরাণ।
হা রাবণ! রাবণের সহোদর,
স্বর্ণলঙ্কা কারে দিলে, ভাই?
কোথা গেল ভাই মোর স্নেহের প্রতিমা?
সময় থাকিতে কেন জানালে না মোরে?
দেবতার চক্র ভাই, দোষ কি তোমার?
বংশহীনা পুত্রহীনা নিকষা জননী আজ!
হা, মাতঃ নিকষে! রক্ষঃকুলের জননী,
তুমিও নীরব মাগো, রহিলে কেমনে?

মনে পড়ে নাই পুত্র বলি সহস্র আননে?
কি শেল বেজেছে মাগো, হৃদয়ে তোমার!
আমি বর্ত্তমানে এ অনর্থ দেখিলে নয়নে?
বংশে তোর কেউ নাই, মা গো!
ওহো, জ্বলে যায় পরাণ আমার!
কেমনে সহিবে এই দারুণ যন্ত্রণা?
পুত্র, পৌত্র সব তোর হয়েছে বিনষ্ট,
মা! মা! আঁখি জল কেমনে হেরিব তোর?
কেমনে নীরবে মাগো, করিবে ক্রন্দন?
বুঝিলাম এতদিনে দেবতা প্রধান।
মাগো! সব দৈব বিড়ম্বনা,
নতুবা মা, বংশহীনা তুমি এতদিনে?
হা ধিক্ অদৃষ্ট মোদের!
তার পর?

মাল্য। তার পর স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
রাণী মন্দোদরী,
দিল রাম বিভীষণে।
সেতুবন্ধ রামেশ্বর করিয়া স্থাপন,
গেল রাম অযোধ্যায়—
পিতৃসত্য করিয়া পালন
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে,
সঙ্গে সাথী বিভীষণ,
রক্ষঃকুল, বানর, ভল্লুক সেনা।

রাবণ। রাজপুত্র হ'য়ে রাম কেন বনবাসী

বল, মাতামহ, বিশেষ করিয়া;
কেনই বা সে রাঘব ভিখারী
ভগিনীর করিল দুর্দ্দশা
বিনা অপরাধে? ছিল নাকি কোন অপরাধ?

মাল্য। কৈকেয়ী নামেতে এক রামের বিমাতা
স্বীয় পুত্র ভরতের রাজ্যলাভ হেতু.
দশরথে করি আকিঞ্চন,
রাম বনবাস করিল প্রার্থনা।
সঙ্গে এসেছিল রাঘবের কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ,
জনক-নন্দিনী সীতা—রামের ঘরণী।

স্থর্প। দাদা! সেই সে লক্ষ্মণ।
মোর কাটে নাক কাঁন।

রাবণ। বিনা অপরাধে, স্থর্পনখে,
পাপিষ্ঠ লক্ষ্মণ নাসা কর্ণ
তব ছেদন করিল?

মাল্য। সে সব শুনিয়ে বল কিবা প্রয়োজন?
নিরপরাধিনী নয় ভগিনী তোমার,
গুপ্তকথা সব হয়েছে প্রকাশ,
প্রতীকার অবশ্য কর্ত্তব্য যদি
ভাব রাঘবের, তবে কর সদুপায়,
হে রাজন্! নয় যাই সিন্ধুজলে
সাধি যোগ মনের বিষাদে।

কাল। মহারাজ! সদুপায় অবশ্য কর্ত্তব্য,
রাঘব বধের হেতু করুন মন্ত্রণা,

রামরূপী সেই গোলোকের হরি
রাক্ষসের চিরশত্রু জানিলাম আমি।

রাবণ। সেই রাম নামে ক্ষিপ্ত প্রায় কুমার আমার,
কাঁদে অহোরহঃ বলি রাম রাম।
দুগ্ধপোষ্য বালক হৃদয়ে
মোর শত্রুনাম কে রোপিল,
সরস সুক্ষেত্র মাঝে বীজ কণ্টকের?

মাল্য। [স্বগত]
এ বিশাল দধি সাগরের জল
করি' অতিক্রম কে আনিল রাম নাম
রক্ষোবংশ করিতে উদ্ধার?
হে রাম সুন্দর! পতিতপাবন তুমি,
অনাথের বন্ধু, দয়াময়, নিত্য নিরঞ্জন,
তার' রক্ষঃকুল, নাশ রক্ষঃকুল,
রক্ষ' রক্ষঃকুলে পদতলে তব।
কেন দয়াময়, পূর্ণ তমোগুণে
রাক্ষসের করিলে সৃজন!
অহর্নিশ করে, দেব, পাপের বিস্তার,
করে সদা ব্রাহ্মণের হিংসা,
হরি আনে দেবকন্যা, পরনারী চুরি,
হরি! এ পাপ সহিতে নারি, কর পরিত্রাণ।
তুমি যা করাও, হে দেব রাঘব, জীব তাই করে,
আমিও তাই কুমন্ত্রণা করি'
লঙ্কাবংশ করেছি সংহার,

রহিল লঙ্কাতে শুধু সাধু বিভীষণ ।
নাশ' এই দুষ্ট সহস্রস্কন্ধেরে,
পুষ্করে পুষ্করসম করে উপদ্রব,
লীলাময় ! লীলা পূর্ণ হ'ক্ তব,
ধর্ম্মরাজ্য ধরণীতে হউক্ স্থাপিত ।

রাবণ । হে বীর হিরণ্যবাহু !
চল কালযবনের সনে রাঘবের রণে ।
অযোধ্যা বিজয় করি'
যাব সবে অমর-ভবনে ।
মাতামহ ! যাও অন্তঃপুরে
সঙ্গে করি সূর্পনখা,
যাব সবে রাঘবেরে করিতে সংহার,
চল, সেনাপতে ! [উত্থান]
[সকলের উঠিয়া দণ্ডায়মান]

নারদ ও বিরাধের প্রবেশ ।

[সকলের নিস্তব্ধচিত্তে পুনরুপবেশন]

নারদ । রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম কর্ম্ম, রাম মোক্ষ, রাম যোগ, রাম যাগ, রামই সব । কুমার, রামই সব । মায়ার মোহিনী-শক্তি ছিন্ন ক'রে যখন রামময় জগৎ দর্শন করবে, যখন অখণ্ড অনন্ত আত্মাতে আত্মারামের বিকাশ হবে, তখন অপার আনন্দে সোহং সোহং অদ্বৈতবাদের মধুর গীতি আকাশবাহনে তাল, মান, লয় নিয়ে লয়যোগে লয় হবে । বল, সীতারাম, সীতারাম !

বিরাধ । রাম সীতারাম ! পাতকী তরাও রাম,রঘুনাথ ! রাম ! পাতকী তরাও ; তোমার তারকব্রহ্ম নামের গুণে যদি এই ভবসমুদ্র পার হ'তে পারি ।

বিরাধ।—[নৃত্যসহ]

পাতকী তরাও রাম, পাতকী তরাও হে।
জানকীরমণ বারিদবরণ চরণে শরণ দাও হে ॥
আমার পাপের তরী, বিষম ভারি ডুবল হরি তরঙ্গে,
ভেসে ভেসে যাই, হাবু ডুবু খাই, কূল নাহি পাই কুরঙ্গে,
(কূলে নাও হে, অকূলকাণ্ডারী রাম)
যথায় মায়াতীত, গুণাতীত তথায় তুমি নও হে ॥
আমার নাইক সাধন, নাইক ভজন, নাইক ভক্তি, সাধনা,
শঙ্কর-সঞ্চিত বাসব-বাঞ্ছিত চরণে বঞ্চিত ক'রো না,
(আমি তোমার পদ ভিখারী)
(রাবণারি দানবারি)
ওহে কৃপাপাঙ্গ, এই পাপাঙ্গে, নিমিষের তরে চাও হে ॥

নারদ। আয় নেচে নেচে আয়—
আয় রে আয় ধ্রুবের বালক,
হেরি তোর ভাব
প্রহ্লাদের বাল্যকাল হ'ল মনে।
আয় রে প্রহ্লাদ, আয় বালক হইয়ে
নাচ এসে বিরাধের সনে রাম রাম বলি।
বিরাধ রে!
তোর জন্য ত্যজি ব্রহ্মলোক,
তোর জন্য ত্যজি পিতৃসেবা,
তোর জন্য ত্যজি পুণ্য সরযূ প্রদেশ—
এসেছি, বৎস!

নাচ্ দেখি বাপ্, দিয়ে করতালি,
রাম রাম বলি,
হিয়ার মাঝারে খেলুক্ আনন্দ-লহরী।

বিরাধ। রাম, সীতারাম! সীতাপতি রাম! জগৎপতি রাম! রঘুপতি রাম! গুণাভিরাম, শ্রবণাভিরাম, নয়নাভিরাম, অবিরাম রাম! তোমার নাম ক'রেও যে খেদ মিট্‌ছে না। তোমার নামে কি অপূর্ব্ব সুধা আছে। মর-জগতে রাম, তোমার নাম মৃতসঞ্জিবনী সুধা। যে একবার পান করেছে, সে আর ভুল্‌তে পারে না। রাম! তারকব্রহ্ম রাম! পূর্ণব্রহ্ম রাম! জানকী-বল্লভ রাম! তুমি নীরূপ হ'লেও তোমার রূপের মহিমা বরঞ্চ কিছু বল্‌তে পারা যায়। তুমি নিগুর্ণ হ'লেও বরঞ্চ তোমার গুণ-গরিমা কিছু শুন্‌তে পাওয়া যায়। তুমি নিরাকার হ'লেও তোমার আকারের সমষ্টি বরং দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তথাপি রাম! তোমার নামের মহিমা বল্‌তে পারা যায় না। তোমার নামের মহিমা অনন্ত; অনন্ত অনন্ত বদনেও তার ইয়ত্তা কর্‌তে পারে না। ঐ নয়! ঐ নয়! পুণ্য সরযুকূলে, তমালতলে মণিমণ্ডপে রঘুবরের মোহনচ্ছবি। ঐ নয়, সেই রাম-বামে রামরঙ্গিণী জগজ্জননী জানকী! ঐ নয়, সেই কনক-কান্তি অনন্ত দেব লক্ষ্মণ, প্রভুর পশ্চাতে স্বর্ণছত্র ধারণ ক'রে? ঐ নয়—ঐ নয় সুশীতল তালবৃন্ত হস্তে মহাসিংহাসনের উভয়পার্শ্বে ভরত শত্রুঘ্ন! ঐ নয় ঐ নয়—সম্মুখে মারুতি, প্রভুর প্রধান ভক্ত! ঐ নয়, উভয়পার্শ্বে শিব ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ভৃগু, নারদ প্রভৃতি রামময় ধ্যানে নিমগ্ন! আহা হা—কি সুন্দর দৃশ্য! রূপের তুলনা নাই যে, ভাবের সীমা নাই যে। আমি অম্‌নি ক'রে মারুতির মত রাম সীতার অভয়পদে অঞ্জলি অঞ্জলি ক'রে সচন্দন তুলসী অর্পণ কর্‌ব। দেবে না—দেবে না, মারুতি, আমার রামের পদ কি তুমি একাই পূজা কর্‌বে? রামপদে কি কেবল

তোমারই সত্ব, আর কারু নাই? ছাড়, আমি একবার পূজা ক'রে আসি। দেবে না, দেবে না—অপবিত্র রক্ষঃকুলে জন্মেছি ব'লে তুমি আমায় রাম সীতার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দেবে না? গুরুদেব! গুরুদেব! মারুতি আমায় রাম সীতার যুগল পদ পূজা করতে দিলে না। [ভাবাবেশ]

নারদ। মরি মরি!

আয়, রক্ষঃশিশু,
আয়, বক্ষে আয় প্রাণের বিরাধ,
শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে,
হের হিয়ার ভিতরে রামরূপ,
আত্মারাম রাম রূপে সকলের ঘটে
আছেন সর্ব্বদা হের আঁখিভরি!
বিরাধ রে! ভক্ত চূড়ামণি!
নহে ধনী রাম ধনে কেবল মারুতি,
জগতের ধন ওই রাম রঘুমণি;
রক্ষঃ বিভীষণ মিত্র তাঁর,
বনের বানরে আর বনের ভল্লুকে
সখা বলি সম্বোধন করেন রাঘব।
পাতকী তরাতে জন্ম অবনীতে,
তারকব্রহ্ম রাম সনাতন,
রাম পদে সকলের সম অধিকার,
রক্ষঃশিশু বলি ঘৃণা রেখো না অন্তরে,
পাপী তাপী সকলের গতি রাম নাম,
রাম পদ পূজিবারে পারে আচণ্ডাল।

গীত।

তাঁর কাছে সকলই সমান।
সেই পরম পিতার করুণা অপার,
আমরা তাঁহার জানিবে সন্তান ॥
তৃণদাম হ'তে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত,
স্বকরেতে তাঁর সকলি গঠিত,
নাই পতিত চণ্ডাল, পথের কাঙ্গাল,
রাজা প্রজাপাল নহে ভেদজ্ঞান ॥
তাই গুহক চণ্ডালে, মিতা মিতা ব'লে
কোলেতে তুলিলেন রাম,
পতিতের গতি সেই রঘুপতি
কভু নয় কারেও বাম ;—
(ওগো) পেলে ভক্তিবিন্দু রাম কৃপাসিন্দু
ভবসিন্ধু পার করি দেন স্থান ॥

রাবণ। বলি দেখ্‌ছেন, মাতামহ! পুষ্করে আজ কি অনর্থ? কাল-যবন, হিরণ্যবাহু, সরভ, কি দেখ্‌ছ? ধর—ধর, শীঘ্র ঐ দুষ্টের শির শত খণ্ড ক'রে ফেল।

সকলে। সাবধান, সন্ন্যাসী! [অসি উত্তোলন]

নারদ। একি! কোথায় আমি! এ যে রাবণের সভা-গৃহ! বিরাধের সাধন-গৃহ হ'তে এখানে কখন্ এলাম? এ কি, চতুর্দ্দিকে কোষোন্মুক্ত অসি! তবে কি আমায় হত্যা কর্‌বে না কি? কে তোমরা নরকের প্রেত?

রাবণ। আমরা তোর জীবনহন্তা।

নারদ। বটে, এমন সাহস? আমার জীবন নাশ কর্‌তে পার্‌বে ত? তবে আর বিলম্ব কেন, নাশ কর।

মাল্য। শীঘ্র এখান থেকে স'রে পড়্‌তে হ'ল। [রাবণের কাণে কাণে পরামর্শ] চল, সূর্পনখে, অন্তঃপুরে শীঘ্র পালিয়ে চল। সর্ব্বনাশ! দেবর্ষি নারদ যে, এখনই ভস্ম ক'রে ফেল্‌বেন। চল, চল, পালিয়ে চল।

নারদ। মাল্যবান্! পলাবার চেষ্টা করছ, যদি পলাবার পূর্ব্বেই ভস্ম ক'রে ফেলি?

মাল্য। কোন অসাধারণ পুরুষের সিদ্ধিপথে কেউ যদি বাধা দেয়, তা হ'লে সে প্রত্যবায় কি আমার?

নারদ। ভাগ্যবান্ মাল্যবান্! তুমি যথার্থই মাল্যবান্। সময়ে তোমায় পারিজাত মাল্যে ভূষিত করব। যাও, লঙ্কায় পালিয়ে যাও, তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। কদাচ এ পাপ পুষ্করে থেকো না। হায়, সূর্পনখে! কুলঘাতিনি! পাপিনি! দলিতাফণিনি! স্ব-কুল নাশে এত বাসনা কেন? রামকে এখনও চিন্‌তে পার্‌লে না? যাও, পঞ্চবটীর বনে আবার যাও, রামরূপ চিন্তা ক'রে দেহপাত করগে; তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। কিন্তু এই পাপে তোমার পৃষ্ঠে কুব্জ রোগের উদয় হবে। রাম বাসনাফলপ্রদ, সকলের বাসনাই পূর্ণ করেন। তুমি মথুরায় কুব্জা সুন্দরী হবে; যাও, যাও, পাপ সংসর্গ পরিত্যাগ কর।

[সূর্পনখা সহ মাল্যবানের প্রস্থান।

কাল। তাই ত! এখনও এই মায়াবী জীবিত আছে? হিরণ্যবাহু-হিরণ্যবাহু! অসি যে আর নড়ে না, হ'ল কি? ব্যাপার কি?

সরভ। ঐ যাদুকরের অপূর্ব্ব কৌশল, আর একবার চেষ্টা কর। না, পার্‌লেম না—পার্‌লেম না।

রাবণ। কে তুমি, যাদুকর? কে তুমি স্বর্ণবর্ণ জটাজুটশোভিত? কে তুমি স্ফটিকস্বচ্ছ শ্বেত কান্তি? ব্রাহ্মণ! হ্যাঁ—ব্রাহ্মণ! স্কন্ধ দেশে লম্বিত শ্বেত যজ্ঞসূত্র, গলদেশে স্ফটিকাক্ষ মালা, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মে আবৃত শরীর, করে বীণাযন্ত্র, কে তুমি, কে? কোন্ যাদুবিদ্যা তোমার অভ্যস্ত! তোমার মত অসংখ্য অসংখ্য জটীল সন্ন্যাসী কত পদদলিত করেছি। সাবধান, দুষ্ট! [অসি নিষ্কাসন করিয়া কাটিতে উদ্যত]

নারদ। আমি কে, সে পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি? অসি উত্তোলন করেছ, সংহারকার্য্য সমাধা কর। কৈ, পার্‌লে না যে? উর্দ্ধে উত্থিত অসি উর্দ্ধেই র'য়ে গেল কেন? রাক্ষস! পাপমতি! অচিরাৎ তোদের এই পুষ্করদ্বীপ রক্ষঃশূন্য হবে। ভগবান্ তোদের জন্য আজ প্রকৃতির উদ্বোধন কর্‌বেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, যেন রামরঙ্গিণী রামপ্রিয়া রণরঙ্গে ধাবিত হ'য়ে পাপ সহস্রস্কন্ধের সহস্রস্কন্ধ—

সরভ। [বাধা দিয়া] সাবধান, এখনও বল্‌ছি সাবধান।

নারদ। নৈলে? আর কেন তোদের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষয় করি? এই নাও তোমার পুত্র বিরাধ। রাবণ, তুমি বড়ই ভাগ্যবান্, তাই ভাগ্যফলে এমন পুত্ররত্ন লাভ করেছ। এই পুত্রের ভক্তিবলে ভগবান্ তোমায় অনায়াসে ভবসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে পার ক'রে নেবেন। তোমার এই পুত্রের ভক্তিবলে ভগবতী জনকাত্মজা গোলোকেশ্বরী তোমায় মহামোক্ষপদ দান কর্‌বেন।

[অন্তর্দ্ধান।

রাবণ। ওই ওই যায় পলাইয়া,
বিদ্যুতের মত ওই নয়ন ঝলসি
ওই ওই যায় পলাইয়া,

ওঠ ওঠ ত্বরা করি সবে,
চল গিয়ে ধরি' ওই দুষ্ট যাদুকরে।

[ভদ্রমুখ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভদ্র। অবসর ক'রে আর বাঁশীটা বাজাতে পার্‌লেম না। কাল-যবন বেটা আবার কেড়ে নিয়েছিল। তাড়াতাড়িতে প'ড়ে গেছে, ভালই হয়েছে। এস—এস, শ্রীবংশী, বংশীবদনের করে এস, বাপ্? [বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য] দেখিগে বাবা, কি হ'ল। হাঁপাতে হাঁপাতে সব ত ছুটে গেল, দেখি কি ক'রে ফেলে! যাবই ত, বাঁশীটা একবার বাজিয়ে নিই না। ওগো, বাঁশী শোন গো, বাঁশী শোন, স্বয়ং বংশীধারী আজ বাঁশী ফুঁক্‌বে। [বাঁশী বাজান]

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

সিংহাসনে রাম সীতার উপবেশন, লক্ষ্মণের ছত্রধারণ, ভরত শত্রুঘ্নের চামরব্যজন, হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে বীরাসনে উপবিষ্ট।

হনু। [স্তব]

জয় রঘুনাথ, জগতের পিতা,
জয় নিত্য নিরাময়।
জয় জগদ্‌গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু,
জয় নাথ দয়াময় ॥
জয় মা জানকী জগতের মাতা,
মহাশক্তি মহামায়া।
গোলোক ঈশ্বরী পরমা প্রকৃতি,
তুমি মা গো রামজায়া ॥
জয় রামদেব. জয় ভবদেব,
ভবারাধ্য পরাৎপর।
করুণা-বিগ্রহ সর্ব্বশক্তিমান্,
জয় রাম রঘুবর ॥
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী চিদানন্দময়ী,
তার মাগো, রামজায়া।
তোমার চরণে সর্ব্বস্ব সঁপেছি,
দেহ দাসে পদছায়া ॥

জনক-নন্দিনী তুমি সনাতনী,
রাম তুমি সনাতন।
গোলোক ছাড়িয়া, ভূলোকে আসিয়া
কর লীলা প্রকটন॥
কে করিবে তত্ত্ব অনন্ত তত্ত্বেতে
কতই কুতর্কমালা।
কুকণ্ঠে বিরাজে কু-কবির সাজে
অন্তরে পাই গো জ্বালা॥
কি রূপ তোমার, তুমি কিমাকার,
রাম রঘুকুল-রবি।
না পাই ভাবিয়া অনন্ত ধ্যানেতে,
হৃদয়ে রেখেছি ছবি॥
রাম সীতা ছবি হৃদয়ে আমার,
বাহিরে বিরাজে রাম।
রাম রামরূপ রামের স্বরূপ,
রামই রামের নাম॥

গোলোক-বাসিনী ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী ও চিত্রার মাল্যহস্তে গান করিতে করিতে প্রবেশ।

গোলোক-বাসিনীগণ।—

গান।

জয় রাম হে রসিকমণি।
বঁধু হে, নাথ হে, প্রাণ হে, সখা হে, তুমি হে, তুমি হে, তুমি॥
এনেছি গাঁথিয়া মালা, বঁধু ধর ধর পর' নাও হে,
আসি ব'লে এসে চ'লে রাম, চরণে শরণ দাও হে,

ভাসায়ে সকলে বিরহ-সলিলে
কেন এলে চিত-চোর,
লীলার যামিনী এখনো কি নাথ,
হবে না তোমার ভোর ;
চল হে পুলকে গোলোকে, থেকো না নাথ ভূলোকে,
সদা আশা করি হৃদয়েতে ধরি,
ও রাঙা চরণ দুখানি ॥

রাম। এস এস, গোলোকের সহচরীগণ, আজ তোমরা এত আকুল-প্রাণে অযোধ্যায় এলে কেন ?

ললিতা। কেন এলেম, প্রাণসখা ! তা কি আজ নূতন ক'রে বল্‌তে হবে ? ভাবময় পুরুষ ! তোমার ভাবনায় ভেবে ভেবে এখানে এসেছি।

রাম। সখি ! ভাবের কি কখন অভাব আছে ? আমি সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে বিরাজ কর্‌ছি, আমি নাই কোথা ? আমি যে সর্ব্বব্যাপী নিরাকার, জ্যোতির্ম্ময় ; আমি যে কেবল গোলোকেই থাকি, তা নয়। আমি জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অখণ্ডরূপে বিরাজ কর্‌ছি। একবার প্রাণভ'রে তোমরা আমায় দেখ্‌বার সাধ কর্‌লেই যখন পাও, তখন আর এখানে আস্‌বার প্রয়োজন কি ছিল ?

গোলোকবাসিনীগণ।—

গান।

রাখ তোমার যোগীপণা, আমরা যোগী হ'তে সখা চাই না।
অমন রাসরসিক রঘুবরে নিরাকার কিছু ভাবি না, ভাবি না ॥
পরাণে জাগিছে তোমার পিরীতি চন্দনের রীতি প্রায়,
ঘষিতে ঘষিতে সৌরভ ছুটিছে মোহিয়া মোহিয়া তায়,
ভালবাসা সখা ভুলো না,
লম্পট শঠ চিকণকালা অবলা পেয়ে জ্বালায়ো না,
চল হে বিরজাকূলে সাজাব চিকণ ফুলে
পরাণ সাধিয়া তোমার লাগিয়া ধৈরয ধরিতে পারি না ॥

হনু। আঃ! কে তোমরা, আমার লীলাময় প্রভুর লীলাকার্য্যে ব্যাঘাত দিতে এসেছ? যাও—যাও, হনুমান্ সম্মুখে থাক্‌তে রামলীলা অবসানের কোন কথা বল্‌তে সাহস ক'রো না।

সীতা। সখী গোলোকসঙ্গিনী ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, চিত্রা! এই হনুমান্ আমার বড় আদরের ছেলে, দেখ দেখ, কেমন উচ্চভাব—রামসীতা ভিন্ন কিছুই জানে না

ললিতা। জান্‌বার প্রয়োজন কি, সখি! তোমরা যাকে জানাও, সেই জানে; নৈলে জানলী, তোমায় আবার জান্‌বে কে? বল, সখি! আর কতদিন এরূপভাবে অযোধ্যায় থাক্‌বে?

বিশাখা। সখি! আর ভুলে থেকো না, চল চল গোলোকে যাই, শূন্য গোলোকে আর থাক্‌তে পারি না, সখি!

চন্দ্রা। রামরঙ্গিণি! এখনও কি রঙ্গলীলার শেষ হয় নি?

সীতা। শেষ যখন সম্মুখে, তখন শেষের কথা রেখে না ব'লে শেষকে জিজ্ঞাসা করাই উচিত।

চিত্রা। কিহে, ঠাকুর! তুমিই ত শেষ হ'য়ে একশেষ দেখ্‌ছ, একশেষ ক'রে ফেল না, কাজের আর বাকী কত?

লক্ষ্মণ। বাকী বল্‌ছ? বাকী কত? বৎস হনুমান্, এরা আমাদের রামসীতাকে গোলোকে নিয়ে যেতে চায়।

চিত্রা। যাও যাও, ঠাকুর, তুমি আর ফোঁস্ ফাঁস্ ক'রো না, তোমার ফোঁস্ ফোঁসানি আর শুনতে চাই না। আমরা সরল প্রাণে কথা কই, প্রাণ মিশিয়ে কথা বল্‌বে বল, ভাসা ভাষা ব'লো না। তুমি ভাস, তাই তোমার সবই ভাষা।

লক্ষ্মণ। এখনও যে অনেকদিন নরলীলা কর্‌তে হবে, এখনও অনেক সময় বাকী আছে। নিত্যসঙ্গিনী রামসীতার তোমরা, পবিত্রতাময়ী

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, তোমাদের চিত্তচাঞ্চল্যের কোন প্রয়োজন নাই। দেবমানে সময় বড় সংক্ষেপ, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর; তা হ'লেই তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

হনু। আবার ঐ কথা। রামলীলা অবসানের কোন কথা ব'লো না।

ললিতা। বল্‌লে কি হবে?

হনু। কি হবে? তোমাদের নিত্যধামের অনিত্যতা দেখিয়ে দেবে। বাহুবলে গোলোককে তুলে নিয়ে মহাসাগরের অতল জলে ডুবিয়ে দেবে।

বিশাখা। পার্‌বে ত, সখি?

হনু। কেন পার্‌ব না, রামদাসের অসাধ্য কাজ জগতে কিছু আছে না কি? সাবধান, আমাকে সখী ব'লে উপহাস কর্‌বার তোমরা কে?

চন্দ্রা। আমরা? আমরা ভাগ্যবতী, আমরা আমরা। তুমি ভাগ্য-বলে আমাদিগে বঞ্চিত ক'রে রামসীতার যুগল পদ দুটি একাই নিয়েছ; বেশ হয়েছে কেমন? আচ্ছা, এবার নয় ফাঁকি দিলে, আরও ত সময় আছে; দেখা যাবে, কেমন ক'রে তখন ফাঁকি দাও।

হনু। অবলা বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হ'য়ে শুষ্ক কলহে প্রবৃত্ত হ'য়ো না, যাও, মান নিয়ে গোলোকে ফিরে যাও; রামসীতার যুগল পদে এক হনু-মানেরই সত্ব, আর কারো নাই।

চিত্রা। বোধ হয়, এ কথাটা অনুমান কর্‌তে গিয়েই তুমি হনুমান্ হয়েছ, নয়?

রাম। সখী, চিত্রে! হনুমান্ আমার সত্যই বলেছে, রামসীতার যুগল পদে এক হনুমানেরই সত্ব।

ললিতা। কেন, সখা!, হনুমান্ তোমায় কি গুণে বেঁধেছে? জগতের

ভক্তকুল এবং দেব দেবী, মুনি ঋষি, গন্ধর্ব্ব সকলেই রামপদের সমান অধিকারী, তবে—তবে, ভোলানাথ প্রভু! এত ভোলাবার চেষ্টা কেন?

রাম। সখি! ভাবের ঘরে একবার চেয়ে দেখ, হনুমান্ না হ'লে রামসীতার যুগল পদে কেউ অধিকারী নয়। যে হনুমান্ হ'তে পার্বে, সেই রামসীতাকে বাধ্য ক'রে নিতে পার্বে; হনুমান্ হ'তে চেষ্টা কর।

চিত্রা। হয়েছে লো, হয়েছে। বাঁদরের সঙ্গে থেকে থেকে সখার আমাদের বাঁদুরের বুদ্ধি হয়েছে লো!

চন্দ্রা। হাঁা লো, সত্যি নাকি? ও বাঁদ্‌রা মিন্‌সে! ও পোড়ারমুখো বাঁদর! কর্‌লি কি রে, কর্‌লি কি? [হনুমানের গালে ঠোনা মারা]

হনু। আর না, আর ক্ষমা কর্‌তে চাই না। দেব রঘুনাথ, আপনার সম্মুখে দাসের এত লাঞ্ছনা? না আর সহ্য করব না। স্ত্রীহত্যার পাতকী হই হব, রাম নামে জীবের যখন কোন পাপই হয় না, তখন আর ভয় কি? আজ যখন স্বয়ং রঘুনাথের সান্নিধ্য, তখন আর আমার কোন ভয় নাই। রে যৌবনমদগর্ব্বিতা অবলাকুল! এখনও বল্‌ছি, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও।

বিশাখা। তুমিই বরং অযোধ্যা হ'তে দূর হও।

হনু। হবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে সংহার ক'রে যাব।

বিশাখা। আচ্ছা—দেখ, কারা কাকে সংহার কর্‌তে পারে? এক এক ক'রে তোমার লোম লাঙ্গুল উৎপাটন করব। ধর ত—ধর ত, সখি! তোমরা সকলে মিলে হনুমানের লাঙ্গুল আকর্ষণ কর, দেখি—কি কর্‌তে পারে। [সকলে মিলিয়া হনুমানের লাঙ্গুলাকর্ষণ]

হনু। দেব রঘুনাথ! দেবী জনকনন্দিনি! ঠাকুর লক্ষ্মণ! ঠাকুর ভরত শত্রুঘ্ন! আপনারা কেউ কিছুই বল্‌বেন না, সকলেই নীরবে ব'সে মৃদুমন্দ হাস্য কর্‌বেন? এই কি হাস্‌বার সময়? সামান্য মহিলাকুল

গণিকার ন্যায় নিঃসঙ্কোচে সভায় এসে রামদাসের অবমাননা করে। কৈ, কারো মুখে যে কোন কথাই নাই? মা জনকনন্দিনি! সত্য ক'রে বল, মা! এ রহস্তের অবতারণা কেন?

সীতা। বৎস! একবার ধ্যান ক'রে দেখ দেখি, তুমি কে?

হনু। [ক্ষণিক ধ্যানান্তে] কে আমি বানরাকৃতি? গোলোকের চারুশীলা, রামসীতার নিত্য সখী? তবে ত আমি অন্যায় করেছি। সখী ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, চিত্রা! তোমরা চারুশীলার অপরাধ মার্জ্জনা কর। এস, যখন একযোগে মিলেছি, তখন রামসীতার যুগলপদে আনন্দ উপভোগ করি।

বিশাখা। সখী চারুশীলে! আমরা গোলোক থেকে তোমার জন্ম মণিময় পঞ্চপ্রদীপ এনেছি, তুমি সীতারামের আরত্রিক কার্য্য কর। আমরা রাম রাজার গুণগান করি।

হনু। আচ্ছা, তাই হ'ক্। বল—সকলে মিলে একবার উচ্চৈঃস্বরে বল—জয় সীতারামের জয়।

সকলে। জয় সীতারামের জয়।

[আরতি, প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ, দ্বিতীয় শঙ্খার্ঘ্য, তৃতীয় চামর ব্যজন, চতুর্থ শঙ্খঘণ্টাধ্বনি]

শিব ও ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। দেব, রঘুনাথ! প্রজাপতির নমস্কার গ্রহণ করুন, ওমা জনক-নন্দিনি! প্রণাম করি। [তথাকরণ]

শিব। আমিও, মা জনকনন্দিনী, তোমায় প্রণাম করি, দেব রঘুনাথ, শঙ্করের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

রাম। আজ আমার ভাগ্যফলে শিব ব্রহ্মা সম্মুখে, হনুমান্ পাদ্যার্ঘ্য নিয়ে এস।

ব্রহ্মা। না, হরি! আর পাদ্য-অর্ঘ্য আন্‌তে হবে না, আমরাই বরং রামদেবের পূজা কর্‌ব ব'লে মাথায় ক'রে অর্ঘ্য নিয়ে এসেছি। মনের সাধে শিব ব্রহ্মা একযোগে রামসীতার যুগল পদে পুষ্পাঞ্জলি দেবে। [উপবেশন]

শিব। ব্রহ্মণ! আপনিই না কি মন্ত্রগুরু? মন্ত্র পাঠ করুন। শিব-লোকের পূত পুষ্পগুচ্ছ রামসীতার পদে উৎসর্গ করি। [উপবেশন]

ব্রহ্মা। হর! হর! ক্ষমা কর্‌বেন, আপনি ত তন্ত্রগুরু, তন্ত্র মন্ত্র ব'লে দিন্, আমি শিববাক্যে বড় বিশ্বাস করি। বরঞ্চ আমার বাক্যও অন্যথা হয়, তবু শিববাক্য অন্যথা হয় না। বলুন—তন্ত্রের মন্ত্রপাঠ করুন, পুষ্পাঞ্জলি দেবার সময় হয়েছে।

শিব। তবে বলুন।

ব্রহ্মা। যে আজ্ঞে, বলুন।

উভয়ে। নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্ন বিষ্ণায় মধুর প্রসন্ন বদনায় অমিততেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ। সীতারামাভ্যাং নমঃ, সীতারামাভ্যাং নমঃ, সীতারামাভ্যাং নমঃ। [পুষ্পাঞ্জলি দান]

গীত।

রামচন্দ্র জানকী সনে একাসনে কি সেজেছে রে।
ওই হেমাঙ্গ কোমলাঙ্গ জলদাঙ্গে ঢেকেছে রে॥
তমালে বেড়া হেমলতা নবজলধরে দামিনী,
কিংবা মন্দার সনে চন্দনলতা রাম বামে রাম-রঙ্গিণী,
যেন রাম নীলোৎপল সীতা হেমোৎপল
সুবিকাশ লীলা-জলধি-নীরে॥

হেমময় সিংহাসনে মরি কি রূপ মাধুরী,
ওই মাধব সনে মাধবপ্রিয়া মোহিত যাতে মদনারি,
ওই নীলবসনা, পীতবাসে মৃদুহাসে কত ভুলায় রে ॥
হায় কি কান্তি মহা মহাশান্তি জীবের ভ্রান্তি হরে রে,
ওই মোহনবপুঃ ঈষৎ বাঁকা মা জানকীর দিকে রে,
রাম ত্রিভঙ্গে নয়নাপাঙ্গে হেরিছে চকোরী চকোর রে ॥
মহাজ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময় ওই হেমমুকুট শিরে,
ময়ূখচন্দ্র জগতচন্দ্র রামচন্দ্রে আলো করে,
কুণ্ডল চারু অলকদাম রামগগনে তারা হাসিছে রে ॥
আজানুলম্বিত ভুজে মরি কি রূপ শোভা ধরে,
গোলোকের ভাব ভুলে গিয়ে বেণু ছেড়ে ধনুঃ ধরে,
রাধাকান্ত আজ সীতাকান্ত, তাই উমাকান্ত এত
ভালবাসে রে ॥
বিমল বৈজয়ন্তমালা সুশোভিত বক্ষোপরে,
নন্দনবন চন্দন যিনি রাঘবাঙ্গে শোভা ধরে,
ওই ভৃগুপদ যেন কোকনদ ফুটেছে রাম-সরোবরে ॥
কত ভক্ত-অলিকুল ওই মোক্ষমধু পাব ব'লে,
গুঞ্জরিছে মহাস্তুতি রামকমলের পদকমলে,
কত মধুব্রত, মহাব্রত শিব বিরিঞ্চি বিরাজে রে ॥
রামচন্দ্র বামে রামচন্দ্রপ্রিয়া কেমন সাজে,
রামদুর্ল্লভ বলে তাই পেলাম না ভারতে খুঁজে,
কত মহাকবির মহাকাব্য শোভিছে ভাবরস সাগরে ॥

শিব ও ব্রহ্মা। দেব রঘুনাথ! রক্ষোভয়ত্রাতা! দেবতা চিরদিনই শঙ্কিত, পরিত্রাণ কর, প্রভো!

রাম। মাভৈঃ দেবতাকুল রাঘব প্রসাদে।

সীতা। আছে মহাশক্তি সীতা কি কাজ বিষাদে॥

নেপথ্যে— জয় অযোধ্যাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের জয়!

রাম। যাও সবে হৃষ্টমনে নিজ নিজ লোকে।

সীতা। ত্বরা করি যাব মোরা মজিও না শোকে॥

[শিব, ব্রহ্মা ও গোলোকবাসিনীগণের প্রস্থান।

নেপথ্যে— জয় রাঘবের জয়! জয় রঘুকুলের জয়!

লক্ষ্মণ। দ্বারে যাও, পবনকুমার!
আন গিয়ে সমাগত তপস্বীমণ্ডলে।
কোথা মিত্র বিভীষণ, সুগ্রীব ভূপতি,
আসে যেন ঋষিগণ সনে;
যাও তুমি মাতৃগণ যথা।

[হনুমানের প্রস্থান।

অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতির প্রবেশ।

সকলে। জয় অযোধ্যাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের জয়!

অগস্ত্য। জয়োস্তু জয়োস্তু, বৎস রঘুনন্দন! পুনর্জয়োস্তু।

বশিষ্ঠ। মহাকুল রঘুকুলের জয় চিরদিন চিরদিন, ব্রাহ্মণের অমোঘ বচনের সার্থক্য রঘুকুলে প্রতিফলিত হ'ক্।

রাম। আসুন আসুন, মহর্ষিবর্গ! আসুন আসুন, রাঘবের অভিবাদন গ্রহণ করুন। [অভিবাদন]

অগস্ত্য। ধন্য মহাবীর, রাঘব! ধন্য ধন্য তোমার ভুজবল, বিশ্ববিজেতা দশস্কন্ধের নিহন্তা রাম, জগতে মহাবীর পদবাচ্য আর কেউ নয়।

বশিষ্ঠ। সকলই রাঘবের ইচ্ছা, অগস্ত্যের বাক্যপ্রপঞ্চ জানি না কোন্ হিতাহিতের গর্ভে অবস্থান কর্‌ছে!

অগস্ত্য। হে রাঘবচূড়ামণে! তুমিই যথার্থ মহারথ, যেহেতু তুমি বীর দশাননের দলনকারী; ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ভুজবল!

রাম। দেব! সকলই আপনাদের অনুগ্রহ, রঘুকুলের প্রধান বল ব্রাহ্মণের পদরজঃ, অন্য আর কিছু না।

বশিষ্ঠ। রাঘবকুলের নবসম্রাট্ রাম, যথার্থই রঘুকুল ধুরন্ধর; বৎস রে! রামচাঁদ! বশিষ্ঠ আজ তোমার কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা। রঘু-কুল নৈলে কি এ বাক্যের শোভা হয়? ব্রাহ্মণের অক্ষুণ্ণ সম্মান একমাত্র রঘুবংশেই বিদ্যমান্, অন্যত্র নয়। [ইত্যবসরে রামকর্ত্তৃক বশিষ্ঠের পদ ধারণ] এস বাপ্ রঘুকুলের বালক, চিরজীবি হও।

অগস্ত্য। এই নাও, বৎস রাম! এই নব মল্লিকার মালা তোমার মণিময় মুকুটের শোভা ধারণ করুক্। জগতের অজেয়, দেবতার চির-শত্রু রাবণকে যখন তুমি বিনষ্ট করেছ, তখন তুমিই ধন্য! রাবণ মহাবীর, অবনতমস্তকে সকলকে স্বীকার কর্‌তে হবে, তুমি ছাড়া তার সমকক্ষ যোদ্ধা বা সমান বলশালী কেউ ছিল না, আর কেউ হবে না বা বর্ত্তমানে আর কেউ নাই। [রামচন্দ্রকে মাল্যদান]

সীতা। হাঃ হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ হোঃ! হিঃ হিঃ হিঃ! [হাস্য]

রাম। কি? [সক্রোধে সীতার দিকে চাহিয়া] এই কি সীতা উদ্ধারের পরিণাম! হায়, কলঙ্কী রাঘব! হায়, রঘুবংশের অনন্ত গৌরব! যাও, পুড়ে যাও; যাও, একবারে ভূমিসাৎ হ'য়ে যাও। রাঘবকুলের বধূ এই মহাসভায় কুলটার মত উচ্চহাস্যে সকলকে চমকিত কর্‌লে? ধিক্‌রে অসাধুদর্শী রাম! এই কি তোর সীতা উদ্ধারের পরিণাম!

লক্ষ্মণ। কেন বা হাসিল সীতা রাঘব-বনিতা

এই মহাসভা মাঝে? শুনি ত্রাসে কাঁপে
কলেবর। কি ভাবে হাসিল সতী সীতা,
পতিব্রতা জনকনন্দিনী রামজায়া?
তবে কি জনকাত্মজা স্মরি পূর্ব্বকথা
অরণ্যের, হাসিল এ বিশিষ্ট সমাজে!
লক্ষ্মণের কঠোর কুলীশ বাণী, সত্য
শেলসম বেজেছিল প্রাণে। সিংহাসনে
বসি রাম বামে, লও তার প্রতিশোধ?
হায় জনকনন্দিনী, মা হ'য়ে মা, দিলে
ব্যথা লক্ষ্মণের প্রাণে? চিরভৃত্য আমি
তোমাদের, ব্যথা দিলে অবোধ সন্তানে?

ভরত। অথবা—না জানি আজি কোন অপরাধে
ভরতের প্রাণে ঢেলে দিলে বিদ্যুতের
বহ্নি; আমি কি মা, রাঘব চরণে নহি
দাস? রাজ্যলাভে ইচ্ছা ছিল কি আমার?
নহি মাগো, অপরাধী ও রাঙা চরণে।
অন্তরযামিনী মাগো, জান ত সকলি,
অন্তরে আতঙ্ক কত জাগিছে আমার।
অযোধ্যার রাজসিংহাসন চেয়েছিল,
কেকয়ী জননী বটে ভরতের তরে,
স্মরি পূর্ব্ব কথা, হায়! হাস কি জানকী?
বাজিল মা, মহাশেল ভরতের বুকে।

শত্রুঘ্ন। কেবা সুখী নয় এই রামের রাজত্বে?
কেবা চায় অযোধ্যার রাজ সিংহাসন?

মনে কি করিল সীতা রামের বল্লভা
রাজ্যলোভে এই শত্রুঘ্নের কুমন্ত্রণা
হ'য়ে'ছিল ভরতের সনে? না না—কভু
ঘটে নি ত হেন কুঘটন, তবে কেন
হাসে দেবী রামপ্রিয়া বিশিষ্ট সমাজে?
বালকের ম্লান মুখ হেরি হইল না
দয়া চিতে? হা নিষ্ঠুরে, পাষাণ প্রকৃতি,
তুমি রামের ঘরণী, জননী আমার,
দিলে মাগো, মর্ম্মব্যথা বালকের প্রাণে।

বিভীষণ। হাসিল কি সীতা সতী হেরি বিভীষণে?
রক্ষঃকুলে জন্ম বলি হইল কি ঘৃণা?
অথবা ভাবিল চিতে জনকতনয়া
কেমনেতে ভ্রাতৃজায়া করিল গ্রহণ?
জননী সমান যিনি, পত্নী হ'ন্ তিনি?
হায় হায়! মম এই কলঙ্ক-কল্পনা
বাল্মিকীর মহাকাব্যে রহিল অঙ্কিতা,
মুছিবে না কভু তাহা কাল সংঘর্ষণে।
কিন্তু মাগো, জানি সত্য রাঘবের বাণী,
মানি আমি সত্য তাহা বেদের অধিক,
ইচ্ছাময়ী রামজায়া, জান ত সকলি,
তব ইচ্ছাসূত্রে গাঁথা এই ত্রিসংসার;
কি সাধ্য আমার—ক্ষুদ্র জীব জগতের,
তুমি যা ঘটাও দেবী, ঘটে তাই বিশ্বে।
সন্তানপ্রতিম আমি যে তোমার দেবী,

সন্তানে হেরিয়ে হাস্য করে কি জননী ?
লজ্জা বাসি সন্তপ্ত হৃদয়ে দেখাইতে
এ পাপ বয়ান এই জগতের মাঝে।

অগস্ত্য। হাসিল জনক-বালা বালিকার মত
বসি এই সভাস্থলে,
লজ্জা না হইল, রয়েছে বশিষ্ঠ,
রয়েছে অগস্ত্য, সজ্জিত এ সভাসদ্ জন।
তবে—তবে কি হেরি রুক্ষ জটাজাল,
হেরি তপস্বীর বিশুষ্ক বদন,
হেরি ভস্ম বিলেপন, হাসিল জানকী ?
রয়েছে সভাতে বসি
মুনি ঋষি, দণ্ডী ব্রহ্মচারী,
অনেক বানর, অনেক রাক্ষস,
বহুত ভল্লুক সেনা,
তা সবার হেরিয়া বদন
হাসিল কি রামজায়া ?
ধিক্ ধিক্, রাজার মহিষী বলি
এত গর্ব্ব করে মনে মনে।
ভয় নাই চিতে তপস্বী বলিয়া।

বশিষ্ঠ। [স্বগত] ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কে সহসা বুঝ্‌তে পারে ? আজ যে জন্ম হাস্যের অবতারণা, তা বুঝেছি, মা ! আদ্যাশক্তি, আজ তোমার মহাশক্তির বিকাশ কর্‌তে বড়ই সাধ হয়েছে নয় ? জানি মা, তোমার মহাশক্তির প্রভাব ! জানি মা, তোমার মহাশক্তি বিনে মহামোক্ষ দিতে কেউ নাই ; অনন্ত অনন্ত যুগ সাধনা ক'রেও যখন সিদ্ধ হ'তে পারি নাই,

মা! তখন ব্রহ্মার বিধানে চাণ্ডালীতে গমন ক'রে তবে তোমার পদকমল দর্শন পাই। আজ পুষ্করবাসীর ভাগ্যবলে, মা, তুমি স্বয়ং উদ্বোধিতা হ'য়ে জীবকে ত্রাণ কর্‌বে। তুমি নৈলে কে ত্রাণ কর্‌তে পারে, মা!

অগস্ত্য। বল সত্য করি, জনক-দুহিতা!
কেন বা হাসিলে তুমি মুনির সমাজে?
বল সত্য করি,
নতুবা করিব ভস্ম হুঙ্কারে তোমায়।
মুনি হেরি করে ঘৃণা রাঘবের বধূ?
এত অহঙ্কার?
লভি' রাজ সিংহাসন
বৃথা গর্ব্ব কর সম্পদের?

রাম। লজ্জাহীনে! কেন তুমি হাস্য কর্‌লে? জনকের বালা, এতই কি তুমি স্বাধীনা? রাঘবের অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে তোমার কি লজ্জা হয় না? রক্ষঃপুরের রক্ষোপ্রেম কি এখনও তোমার স্মৃতিপথে উদয় হয়? বল বল, চণ্ডালিনি! তোমার এ উচ্চহাস্যের প্রয়োজন কি?

সীতা। ঐ যে বল্‌লেন—"কালি দিতেও লজ্জা হয় না।" শুধু তাই বা কেন, কালী হ'তেও লজ্জা হয় না। লজ্জা হ'লে কি রাঘবের কুলে কালী হ'তে ইচ্ছা করি? [পূর্ব্ববৎ হাস্য] হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হিঃ—

রাম। এই কি তোমার প্রকৃত উত্তর?

সীতা। প্রকৃতির প্রকৃত উত্তর আর কি কিছু থাক্‌তে পারে?

রাম। ভীষণা প্রকৃতির কিছু না থাক্‌তে পারে।

সীতা। একটা আছে।

রাম। কি?

সীতা। অট্টহাস্য। হাঃ হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ।

রাম। আর না, আর তোমায় ক্ষমা করতে চাই না, এই নিষ্কাসিত অসি তোমার কণ্ঠের শোণিত পান করতে ধাবিত। চণ্ডালিনি! ব্রহ্ম-শাপে রাঘবের বংশ ধ্বংস করতে চাও? বল—বল, নয় তোমার জীবন-লীলার অবসান করব। [সক্রোধে সীতাকে কাটিতে উদ্যত]

বশিষ্ঠ। কর কি—কর কি, আমার স্নেহের মাণিক, বীর রাঘব! তুমি কাকে কাটতে চাচ্ছ? এই কি বীর নামের গৌরব, বাপ্?

রাম। গুরুদেব! আর না, আর রঘুকুলের গৌরব কি, রাম জীবিত থাকতে রাঘবের কুলে ব্রহ্মশাপ হবে। ছেড়ে দিন, আর সীতায় চাই না।

বশিষ্ঠ। সীতায় চাও না, তবে কি অসীতায় চাও?

রাম। হাঁ, এই অসির সহায়ে অসিতাই চাই, সীতায় চাই না।

বশিষ্ঠ। তবে, মা রঙ্গময়ী! রঙ্গখেলার প্রকাশ কর, আর কেন? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা না হ'লে কি ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা প্রকাশ করতে চায় না?

সীতা। আগে বিকাশ তার পর বিস্তার; তবে শুনুন, মহর্ষিবর্গ শুনুন, রাঘবকুলের স্বামী! যে বিশ্ববিজেতা দশাননের গৌরব করছেন, সে একটা নগণ্য কীট—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তাকে সংহার করায় বীর নামের সুখ্যাতি কি? অরাবণা ধরণী এখনও হয় নি, এখনও একটা রাবণ জগতে জীবিত আছে, তাকে যদি রামদেব স্বহস্তে বিনষ্ট করতে পারেন, তবেই জানব—রাঘবের গৌরব মহর্ষির প্রশংসা যথার্থ।

রাম। নতুবা

সীতা। নতুবা সে বীরত্বের প্রশংসা নাই।

রাম। তাই না হ'ল, কিন্তু তুমি অন্তঃপুরচারিণী হ'য়ে সে রাবণের সংবাদ পেলে কি ক'রে?

বশিষ্ঠ। [স্বগত] লীলাময় লীলাময়ীর সঙ্গে আজ মোহলীলায় মত্ত, নিজে যেন কিছুই জানেন না।

সীতা। আমি একদিন মিথিলায় জনৈক সন্ন্যাসীর মুখে অবগত হয়েছিলাম যে, দধিসমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যের ঔরসে নিকষার গর্ভজাত, রাবণের জ্যেষ্ঠ মহাবীর সহস্রস্কন্ধ রাবণ বাস করে, তাকে পরাজয় করতে জগতে কারো সাধ্য নাই। এ ঘটনা সত্য কি না, আপনার মিত্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রাম। কি, মিত্র! সহস্রস্কন্ধ কি বাস্তবিকই তোমার সহোদর?

বিভী। হাঁ, মিত্র! আমারই সে সহোদর, সে বড় দুর্জ্জয় বীর।

রাম। এতদিন বল নাই কেন? আচ্ছা, শুনি—তার ভুজবল কেমন অসামান্য?

বিভী। রঘুনাথ! তার আখ্যায়িকা বড়ই ভীষণা, এই বিশাল চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে তা'র সমান বীর কেউ নাই। দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক প্রভৃতি কেউ আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে না। শুনেছি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তাঁর অসামান্য রণকৌশলে স্তম্ভিত—ভীত। সে জগতে কাউকে মানে না, কারো বরপুত্রও নয়, কোন দেবতার আরাধনাও করে না, স্বয়ং সিদ্ধ; বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্ট মহাবীর।

হনুমানের প্রবেশ।

হনু। কি? এখনও রাবণের নাম ধরাধামে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? এ শুনেও হনুমান্ এখনও অযোধ্যায় স্থির হ'য়ে আছে? এ শুনেও এখনও আজ্ঞার অপেক্ষা করছি? এখনও তার ছিন্নমুণ্ড রামপদে উৎসর্গ করতে পারি নাই? আজ একাই দধিসমুদ্রে গমন ক'রে পদাঘাতে তার সহস্র মুণ্ড বিদলিত করব, দেখি আজ তাকে কে রক্ষা করে?

বিভী। পবন কুমার!
কভু রণস্থলে
দেখেছ কি সহস্র-আননে?
বোধ হয় দেখিলে কখন
রণ কথা মুখ হ'তে হ'তো না বাহির।
দশানন হ'তে শতগুণ তেজীয়ান
সেই সহস্র আনন।

সুগ্রীব। সহোদর বলি যদি
হয় স্নেহ রক্ষঃ বিভীষণ,
তবে বাধা দিতে পার পবননন্দনে।

বিভী। নয়, সুগ্রীব ভূপতি
বীর রাঘবের বীরবন্ধু,
পারে কি বধিতে বীর সহস্র-আননে।
অসম্ভব—স্বপ্নতুল্য বাণী এই
রাজা সুগ্রীবের।

সুগ্রীব। আচ্ছা—দেখিবে স্বচক্ষে
চল সাথী হ'য়ে পুষ্করেতে,
দেখিব কেমন বীর তব সহোদর,
দণ্ডমাত্র করিব সংগ্রাম।
হয় যদি অন্যথা এ বাণী—

বিভী। তবে দণ্ডমাত্র করিব প্রহার।

সুগ্রীব। দেহ আজ্ঞা রঘুবর,
যাইতে পুষ্করে।

রাম। সসৈন্যে যাইব রণে ভয় কি অন্তরে।

বানর ও ভল্লুকশিশুগণের প্রবেশ।

গীত।

আর আমরা আমরা আমরা।

ইট পাট্‌কেল মার্‌ব ছুড়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে তোমরা ॥

বানরগণ।— আমরা সবাই হনুমন্ত,

ভল্লুকগণ।— আমরা সবাই জাম্বুবন্ত,

বানরগণ।— আমরা হাত পা থাক্‌তে ভিজে মরি,

এমনি বুদ্ধিমন্ত,

ভল্লুকগণ।— আমরা থেকে থেকে জ্ব'রে মরি

এমনি কপাল মন্দ,

উভয়ে।— তা হ'ক্ তা হ'ক্ পেলে পরে ছাড়্‌ব না ক

মার্‌ব মুখে থ্যাংরা থ্যাংরা থ্যাংরা ॥

বানরগণ।— দেখ্‌বে সবে আন্‌ব ধ'রে চুলে,

ভল্লুক।— আমরা কি সে সময়ে থাক্‌ব সকল ভুলে,

বানরগণ।— আঁচড় কামড় যা পারি কর্‌ব সকলে,

ভল্লুকগণ।— আমরা পদ্মহাতের আশীর্ব্বাদে মাথার খুলি দোব তুলে,

উভয়ে।— এই বড় বড় লোম আমাদের

কি কর্‌বে খোক্কস বেটারা ॥

রাম। চল, অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ,

চল, বানর ভল্লুক সেনা,

চল সবে রাঘবের সনে।

চল, মুনি, ঋষি, তপস্বী

নর নারী যে কেহ যাইতে ইচ্ছা কর।

চল সবে মহাযুদ্ধ দেখিবে আহবে।

সুগ্রীব। সাজাও পুষ্পকরথ সুমন্ত্র সারথী,

এখনি যাইব মোরা পুষ্কর বিজয়ে।
বানর ভল্লুক আর রক্ষঃসেনা
চল সবে পূর্ণ আয়োজনে।
পবনকুমার! কর বাহিনী সাজন,
চল মহারোলে, দেখিব কেমন
বীর সহস্র-আনন?

রাম। পুষ্করে যাইতে সীতে, আছে কি বাসনা।
সীতা। না গেলে দেখিবে কেবা রাঘব লাঞ্ছনা॥
রাম। রাঘবে চিনিতে সীতে, এখনো নারিলে।
সীতা। কি ফল তোমায় বল চিনিতে পারিলে॥
রাম। রণসজ্জা দেখি মোর কাঁপে ত্রিভুবন।
সীতা। হ'তে পারে, কিন্তু স্থির সে বীর রাবণ॥
রাম। বার বার কর তুমি প্রশংসা তাহার।
সীতা। প্রশংসার যোগ্য তাই বলি বার বার॥

রণবেশে শতামোদের প্রবেশ।

শতা। মামা! মামা! আমিও যুদ্ধে যাব, আমায় কোলে ক'রে নিয়ে যেতে হবে না; আমি হেঁটে যেতে পার্‌ব।

রাম। কি, বাপ্ শতামোদ! কি বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছিলে?

শতা। মামা! আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাব।

রাম। গিয়ে কি কর্‌বে?

শতা। যুদ্ধ কর্‌ব; আপনি ব'সে থাক্‌বেন, আমি একাই তাকে বিনাশ কর্‌ব।

বশিষ্ঠ। অমৃতং বালভাষিতং। [হাস্য]

রাম। এ যুক্তি তোমায় কে শিখালে বল দেখি?

শতা। কেউ শিখায় নি, মামা, ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌ছিলুম, অমনি ছুটে তীর ধনুক নিয়ে চ'লে আস্‌ছি।

রাম। [সহাস্তে] বল কি; সত্যসত্যই যুদ্ধে যাবে নাকি?

শতা। আমি কি আর আপনাকে তামাসা কর্‌ছি?

বশিষ্ঠ। অসম্ভব ত নয়, রঘুবংশের দৌহিত্র, শান্তার গর্ভজাত পুত্র, বিভাণ্ডক মুনির পৌত্র, রাম যার মাতুল, সে আর এ কথা বল্‌তে পার্‌বে না?

রাম। আয় রে, স্নেহের শিশু! মরি মরি বাপ্‌ শান্তার নয়নতারা! [কোলে লইয়া] খেলা ছেড়ে এ আবার কি আমোদ, শতামোদ?

লক্ষ্মণ। আচ্ছা, বাপ্‌ শতামোদ! তুমি কেমন ক'রে যুদ্ধ কর্‌তে হয়, তা কি শিখেছ?

শতা। হাঁ সেজ মামা, তা আবার শিখি নাই, দেখ্‌বেন? বড় মামা, থামুন ত; সেজ মামাকে একবার দেখিয়ে দেই। সেজ মামা আমায় নেহাৎ কিছু জানে না মনে করেছেন। [কোল হইতে নামিয়া]

[নৃত্যসহ]

গীত।

এমনি ক'রে ধর্‌ব ধনুক মার্‌ব বিশিখ বাণ্‌।
রাবণ রাজার মুণ্ড কেটে কর্‌ব হাজার খান॥
পুরুরে তার হব রাজা,
বুক ফুলিয়ে পাল্‌ব প্রজা,
খাব সরভাজা, খাজা, গজা,
মার্‌ব মজা অবিরাম॥
রাঙা রাঙা রাঙা মেয়ে,
তাদের আমি কর্‌ব বিয়ে,
বর ক'নে আন্‌বে উলু দিয়ে
দাদা হনুমান্‌, আর সেই বুড়ো জাম্বুবান্‌॥

রাম। বেশ, বাবা! বেশ। তবে আর কি, তুমি যুদ্ধ করতে শিখেছ, তোমায় রথে চড়িয়ে আমি কোলে ক'রে নিয়ে যাব।

শতা। তবে যে সেজ মামা বলছিলেন, শতামোদ কিছু জানে না? কৈ, বড় মামা বলুন দেখি যে, আমি কিছুই জানি না?

রাম। না না, তোমার সেজ মামাই বরং কিছুই জানে না, তুমি রাঘবের ভাগিনেয়, তুমি আবার যুদ্ধ জান না? আচ্ছা চল—তবে আমাদের সঙ্গে পুষ্করে চল।

সকলে। জয় অযোধ্যাধিরাজ রামচন্দ্রের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

আরাম নিকেতন।

বিরাধের প্রবেশ।

বিরাধ। অসার সংসার সদা হাহাকার
সদা দুঃখভার অশান্তি রোল।
সদাই কেমন ভীষণ ভীষণ
নিশার স্বপন নিয়ত গোল॥

রাণী সুলোচনার প্রবেশ।

রাণী। বাবা বিরাধ! কি বল্‌ছ?

বিরাধ। এস, মা! বল্‌ছি যে সকলই অসার।

রাণী। রাজ্য ধন, সুখ ঐশ্বর্য্য তোমার কি ভাল লাগে না?

বিরাধ। না, মা! ও গুলো কিছু নয়, সব ছায়াবাজী; আমার রাঘব চরণই ভাল।

রাণী। আর কিছু তোমার ভাল লাগে?

বিরাধ। আর আমার রামের নাম, শুনবে মা, শুনবে—রাম নামটি কত মধুর! শোন না, মা! যদি একবার শোন, তা' হ'লে আর ভুল্‌তে পারবে না; রাতদিন তোমার শুন্‌তেই মন যাবে।

রাণী। পাগল শিশু! রাম নাম ব'লে কি হবে?

বিরাধ। কি হবে? এখনও জিজ্ঞাসা কর্‌ছ যে, কি হবে? ভবের বন্ধন মোচন হবে, সকল জ্বালা দূরে যাবে।

রাণী। যদি আরও বৃদ্ধি পায় ?

বিরাধ। সে কি, মা! রামের নামটি যে জগজ্জ্বালা বিনাশী, তবে তুমি এ নামের গুণ জান না। মোটে জ্বালা থাকবেই না। হয় কি না হয়, একবার ব'লে দেখ না। বলবেও না, আর বলছ জ্বালা বৃদ্ধি পায়। ব'লে দেখেছ কি—কতখানি জ্বালা বৃদ্ধি পায় ?

রাণী। কৈ, বলি দেখি, বাপ্! বল্‌লে কি হয় দেখি! রাম রাম রাম!

বিরাধ। শুধু অমন ক'রে নয়, করযোড়ে ভক্তিভরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল যে, রাম রাম সীতারাম।

রাণী। তাই বলি, রাম রাম রাম সীতারাম!

খড়্গাহস্তে দ্রুতপদে রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। যাও, মাতা পুত্রে ঐ নামটা বল্‌তে বল্‌তে ইহজগত থেকে চ'লে যাও। [কাটিতে উদ্যত]

রাণী। [বস্ত্রাঞ্চলে বিরাধকে লুকাইয়া] না না, মহারাজ! ছেলেকে প্রবোধ দিচ্ছিলেম।

রাবণ। এবার নয় ক্ষমা কর্‌লেম।

[প্রস্থান।

বিরাধ। হাঁ, মা! বাবা এসেছিলেন নয়? কি বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছিলেন, আমায় যে শুন্‌তে দিলে না।

রাণী। সে সব তোমার শুনে কাজ নাই।

বিরাধ। কেন, মা! আমায় বল্‌বে না কেন? আমি কি তোমাদের দুষমণ ?

রাণী। সোণার চাঁদ! সোহাগের শিশু! তুমি আমার সোণার

ছেলে, তুমি আমার দুষমণ কেন হবে, বাপ্? যে তোমায় ঐ কথা শোনাবে, সেই তোমার দুষমণ।

বিরাধ। মা! তোমায় বল্‌তেই হবে।

রাণী। বুক ফেটে যা রে, কেমন ক'রে বল্‌ব যে, পিতা—মাতার সমক্ষে ছেলেকে কাটতে আস্‌ছিলেন, কেমন ক'রে বল্‌ব যে, তুমি তোমার পিতার চক্ষুঃশূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছ। হায়! মার অঞ্চলের ধন, স্নেহের সর্ব্বস্ব, জীবনমাণিক বাছা আমার আজ পিতৃকরে জীবন হারাবে, এ কথা আমি বলি কেমন ক'রে? তাই বলি, বুক ফেটে যা রে! তাঁর ঔরসজাত পুত্র এতদিন তাঁর স্নেহের ক্রোড়ে কত খেলাই খেলে আস্‌ছে, কত নয়নানন্দ ভাবের বিকাশ ক'রে পিতামাতাকে প্রীতির সরোবরে অবগাহন করাচ্ছে, আজ সেই শিশু—আমার সরল শিশু, এর মুখ দেখে কি দয়া হ'ল না? বুকে বুকে ক'রে কত সোহাগে এত বড়টি করেছি, যে মহারাজ বিরাধ বিরাধ ক'রে এত পাগল হ'তেন, বিরাধকে কখন কোলে, কখন কাঁধে, কখন বুকে ক'রে রাখ্‌তেন, বিরাধের জন্য মুহূর্ত্তকাল কোথাও থাক্‌তে পার্‌তেন না, অমনি ছুটে এসে আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে সস্নেহে চাঁদমুখে কত চুম্বন কর্‌তেন, গলা জড়িয়ে বুকে চেপে কতই না সোহাগ কর্‌তেন, ভালবাসা দেখাতেন, প্রাণের আবেগে অবশ হ'য়ে যেন পরাণ-পিঞ্জরে বেঁধে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তেন, সেই পিতা, সেই স্নেহময় শিশুর স্নেহময় পিতা আজ সব ভুলে গিয়ে পাষাণে প্রাণ বেঁধে পুত্রকে বধ কর্‌তে আস্‌ছেন, হায়! এ কথা কেমন ক'রে বল্‌ব?

বিরাধ। বল, মা! বল্‌লে না যে?

রাণী। তুমি যদি রাম নামটি ছাড়্‌তে পার, তবে নয় অতি কাতর স্বরে একবার বলি।

বিরাধ। না হ'লে তুমি বল্‌বে না, নাই বা বল্‌লে, তোমার ও কথা নাই বা শুন্‌লুম।

রাণী। বাবা বিরাধ!

বিরাধ। কি, মা?

রাণী। আমার কথা শোন, তোমার কোন ভয় থাক্‌বে না; তুমি রাম নামটি পরিত্যাগ কর।

বিরাধ। কি, মা? ও কি কথা বল্‌ছ? রাম নাম পরিত্যাগ কর্‌লে কোন ভয় থাক্‌বে না, তাও কি কখন হয় না, হয়েছে? তোমার বল্‌বার বা বোঝ্‌বার ভুল হয়েছে; রাম নাম পরিত্যাগ কর্‌লেই ভয়—বড় বিষম ভয়, আর পরিত্যাগ না কর্‌লেই ভয়ের নাশ—ভবভয়মোচন! এ তুমি মা কি উল্‌টো বুঝ্‌ছ?

রাণী। হায়! আমি এ ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ছি, আমি কি বুদ্ধিহীনা! যার জ্ঞান বিশুদ্ধ, প্রেম বিশুদ্ধ, হৃদয় উচ্চ, মতি পবিত্রা, সে কি সহজে ভোলে? যা হয় হবে, আর কিছু বল্‌ব না। আমিও ছেলের সঙ্গে রাম রাম ব'লে ডাকি। কুমার, বল ত, বাবা আবার তোমার রামের নামটি বল ত, আমি আর তোমায় বাধা দোব না।

বিরাধ। তবে বলি, জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! মা! তুমিও বল, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম!

রাণী। জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম! কি মধুর নাম শোনালি, বাবা! আমার কাণে কাণে সমতালে কত অমিয়ধারা চল্‌ছে, আর আমার মন প্রাণ সব ডুবে যাচ্ছে। বিরাধ! তুই এই প্রাণ মন সন্তোষণ রামসীতার নামটি কোথায় পেয়েছিস্? কে তোকে এই অমূল্য ধনে ধনী কর্‌লে? হায়ে রাক্ষসের এই পাপপুরে এমন পবিত্র—এমন শীতল—এমন মধুর নাম যে কখন শুনি নাই, নাম শুনে যে প্রাণ জুড়াল রে!

যে পুষ্করে ভুলেও কখন কোন দেবতার আরাধনা হয় নাই, যে পুষ্করের অত্যাচারে নিরীহ দেবকুল নিত্য শঙ্কিত, যে পুষ্করে সাধুর লাঞ্ছনা, পাপের তরঙ্গ তর তর বেগে ছুটে যায়, সেই পাপ পুরীতে এই পবিত্র নাম কোথায় পেলি? হারে, পাপ রক্ষোবংশের পরিত্রাণের পথ কে দেখিয়ে দিলে, বাপ্? কার এত দয়া বল্, বাপ্? কোথায় এই সকল জ্বালা জুড়ান রামের নামটি পেলি?

গীত।

রামের নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে, কি মধুর নাম।
এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল,
কে করিল জীবের ত্রাণ ॥
ভবের ভাবনা যুক্ত
মহাপাপে জীব হয় মুক্ত,
সত্য সত্য পুনঃ সত্য,
মহাতত্ত্বের এই পরিণাম ॥
ব্রহ্মকটাহ ভেদ ক'রে
কি আনন্দ সহস্রারে,
দেবাদিদেব বল্‌তে নারে,
আমি ত কোন্ হতজ্ঞান ॥

বিরাধ। সকলই আমার রামচাঁদের দয়া; মা! দেবর্ষি নারদ আমায় এই মহামন্ত্র প্রদান করেছেন। মা, বল দেখি, তিনি কেমন দয়াবান্?

রাণী। বাপ্! তিনি দয়াবান্ না হ'লে কি এ মহামন্ত্র লাভ করতে পারতে? শুধু তিনি দয়াবান্ ন'ন্, অধমতারণ রক্ষোবংশের পরিত্রাতা

বন্ধু। তাঁর দয়ার অবধি নাই রে বাপ্, তাঁর দয়ার অবধি নাই। তাঁর পদে আমি কোটী কোটী নমস্কার করি।

বিরাধ। মা! কি উজ্জ্বল সুন্দর তাঁর কান্তি! তাঁকে দেখ্‌লেই যেন ভাবে বিভোর হ'য়ে রাম রাম বল্‌তে মন যায়, যেমন মন চায়, অমনি ব'লে ফেলি। কি আনন্দ, মা! সে সময় প্রাণের প্রাণ আর একটা যদি থাকৃত, তা হ'লে সে অপার আনন্দ তাতে গিয়ে পৌঁছাত।

রাণী। বাপ্, বিরাধ!

বিরাধ। কি, মা?

রাণী। যাঁর নামটি এত মধুর, তিনি নিজে কেমন, বাপ্?

বিরাধ। তিনি নিজে যে কেমন, তা যদি জান্‌তেই পার্‌ব, তবে এখনও কি পাপ রক্ষঃপুরে বাস করি? গুরুদেবের মুখে শুনেছি যে, তিনি সুধাময়—সুখময়—আনন্দময়!

রাণী। তাঁর আকার কেমন, বাপ্?

বিরাধ। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম নব দুর্ব্বাদল শ্যাম।

রাণী। তবে ত না জানি কতই মনোহর! হাঁ বাপ্, কিসে তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

বিরাধ। গুরুদেব বলেন যে, রাম রাম ব'লে ডাক্‌লেই রামকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

রাণী। তিনি থাকেন কোথা?

বিরাধ। পুণ্য সরযূকূলে—পুণ্য অযোধ্যায়। আর এক কথা, মা!

রাণী। কি কথা, বিরাধ? যত শুনি, ততই যে শুন্‌তে মন যায়।

বিরাধ। মা! তুমি যে বল্‌লে তাঁর আকার কেমন, তিনি থাকেন কোথা? বল্‌ব কি মা, তিনি থাকেন সর্ব্বত্র, তিনি বিরাটব্যাপী, বিশ্বরূপী সবই তাঁর আকার। তবে তিনি ভক্তের তরে আকার ধারণ ক'রে গোলোকে

বাস করেন, তিনি ব্রহ্মরূপী। কখন শ্বেত, কখন নীল, কখন পীত, কখন কৃষ্ণ, তাঁর স্বরূপ নির্ণয় আজ পর্য্যন্ত হয় নি, মা! তিনি ভগবান্— গোলোকের হরি।

রাণী। ওঃ। আমি ভাব্ছিলাম, রাম বুঝি কেউ একজন হবে; তা নয়, গোলোকের হরি, দেবাদিদেব নিরঞ্জন, ভক্তের প্রাণধন। তাঁরই নামে কুমার আমার পাগল! এরই মধ্যে দেবর্ষি নারদ এসে জুটেছেন, জানি না, তবে পরিণাম কত দূরে দাঁড়ায়!

বিরাধ। মা! কি ভাব্ছ?

রাণী। তোর রামচাঁদের খেলা। বাবা, আর পাপ রক্ষঃকুলের নিস্তার নাই, তিনি ভূভারহরণের জন্য রাঘবের বংশে অবতীর্ণ, পাছে আমার সর্ব্বনাশ হয়, পাছে বাপ্, সব হারা হই।

বিরাধ। একি, মা! কাঁদ্তে লাগ্লে যে?

রাণী। যে তোর রামের নামটি শোনে, সেই কাঁদে, বাবা! বল্ব কি, বল্তে যে প্রাণ কেটে যাচ্ছে রে! তুই যদি রাম রাম ব'লে ডাকিস্, তা'হ'লে আর তোকে বাঁচাতে পার্ব না।

বিরাধ। মা! আরও কাঁদ্তে লাগ্লে? রাম রাম ব'লে ডাক্লে তুমি আমায় বাঁচাতে পার্বে না বল্ছ, তুমি আমার বাঁচাবার কে, মা? তোমার কি শক্তি, মা? ভুল—ভুল—ভুল ধারণা, মা! ও সব ভাবনা ছেড়ে দাও। রাম আমার বাঁচাবার কর্ত্তা, রাম "আমার" বাঁচাবার কর্ত্তা।

রাণী। রাম! দয়াময়, জগৎস্বামী, কুমার আমার তোমার নামের ভিখারী, দেখো হরি, যেন তোমার দয়া লাভ কর্তে পারে। বাছার আমার যেন কোন অনিষ্ট না হয়, তোমার ভক্ত, তুমিই রক্ষা ক'রো। আমার অঞ্চলের নিধি বিরাধের যেন প্রাণ না যায়। হরি! যেন সকল

দিক রক্ষা হয়। শুনেছি হরি, তুমি প্রহ্লাদকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যের জীবন সংহার করেছিলে, আমার বিরাধকে রক্ষা করতে এসে যেন আমার স্বামীর জীবন নষ্ট ক'রো না। অন্তর্যামিন্! তুমি ত অন্তরের বেদনা সবই জান, পতি নারীর দুর্দ্দশা-আঁধারের চাঁদ—সোহাগের জ্যোছনা—জীবনের অবলম্বন, আজ দুখিনীকে অকূলে ভাসিও না; যেমন তোমার মধুর নাম রাম, তেমনি যেন নয়নাভিরাম দেখ্তে পাই। রাম, রাম, রাম, সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম!

সাধিকা ভৈরবীর প্রবেশ।

সাধিকা। তুইও রাণী, কাঁদ্তে লাগ্লি রামের নামটি ব'লে।

রাণী। কে তুমি মা, কোথা থেকে এখানেতে এলে?

সাধিকা। কে আমি মা, কোথা থেকে এখানেতে আসি।
ওই কথা মা, মনে মনে ভাব্ছি দিবানিশি॥
ওই কথাটা বুঝ্তে পার্‌লে মায়ার বাঁধন কি।
কথার শেষে ভাবের ঘোরে ওই কথাটাই বাকী॥
বুঝ্লি, রাণী?
হেঁচ্কা টানে ছিঁড়ে ফেল্ না, কিসের ভাবনা তোর।
মনের মাঝে শান্তি পাবি, প্রাণে বাঁধ্‌বে জোর॥
পাষাণ প্রাণে সইতে হবে সংসারের জ্বালা।
না স'য়ে আর করবি কি বল্, এই ত রামের খেলা॥
প্রারব্ধটা ভোগ কর্‌তে হয় সব বেটারাই বলে।
চুপ্‌টি ক'রে ঘাপ্‌টী মেরে ধীরে যাও চ'লে॥

রাণী। কোথা বল যাই মাগো, ত্যজি সব জ্বালা

ব্যাকুল অন্তরে কত ভাবি মাগো অবিরত,
আছে মা, পরাণে যত হ'ল না মনের মত
কাঁদি শেষে ব্যাকুল হইয়া।
দে মা, ব'লে এ পাপ জীবনে শান্তি হয় কিসে ?
জ্ব'লে যাই জ্ব'লে যাই, জুড়াতে এখন চাই,
পরিত্রাণ কিসে পাই, সব পুড়ে হয় ছাই,
নিবাইয়া দাও মা, আসিয়া॥

সাধিকা। আর কাঁদিস্ না আর ভাবিস্ না
আর বলিস্ না কথা।
শোন্ না রাণী, পাগ্‌লীর বাণী,
দেখ্‌লে পাই মা ব্যথা॥
রাজার রাণী ঠাকুরাণী—
রাজভবনে বাস।
তবুও তুই থেকে থেকে
ভাবিস্ বার মাস॥
কেন গা ?
সোণার পুতুল বিরাধ মা তোর
বুকে রাখ্ না ধ'রে।
অমন ছেলে কোন কালে
জন্মায় না এ ঘরে॥
ভাগ্যি ভাল তাইত পেলি
বুকে তুলে নে।
বুকজোড়া ধন মাণিক রতন
নয় আমাকে দে॥

রাণী। যাও নিয়ে যাও সোণার প্রতিমা,
তোমায় দিলাম সঁপি।
রাথ সন্ন্যাসিনী তনয়ের প্রাণ
অভাগী আমি মা, দুঃখী॥
রক্ষঃসনে রক্ষঃ নাথ আঁটিয়া কল্পনা।
আজ বিরাধের—না না বলিব না আর—

সাধিকা। ওই কথাটা বার্‌বার্ তুই ভেবে কর্‌বি কি।
রাখ্‌লে রাঘব মার্‌বে কেডা, তবুও ভাবিস্ ছিঃ॥
ছাড়্ ভাবনা কথা শোন্ না বল্‌না সীতারাম।
সুখ সাগরে কাট্‌বি সাঁতার ভাস্‌বি অবিরাম॥
মায়ে পোয়ে আছিস্ ব'সে আর আমিও এসেছি।
তিন পাগলে ডুবডুবাডুব খেল্‌তে বসেছি॥

বিরাধ। কে মা তুমি সন্ন্যাসিনী পাগলিনী বেশে।
বুকে ধ'রে নে মা তুলে, সুখে যাই ভেসে॥

সাধিকা। আয় কোলে আয় রক্ষঃশিশু বক্ষঃজোড়া ধন।
রাম সীতারাম মহামন্ত্র কর্ না উচ্চারণ॥

বিরাধ। রাম সীতারাম! রাম সীতারাম!! রাম সীতারাম!!!

সকলে। জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম!

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। চতুর্দ্দিকে নিনাদিত রামজয়-ধ্বনি!
চতুর্দ্দিকে রামনাম পড়িল ছাইয়া!
কে আনিল এ পুরে মোর শত্রুনাম?—
নগর-বিধ্বংসী যথা মহামারী ঘোর?

কেহবা অধীর শোকে, কেহবা কাঁপিছে
ত্রাসে, কেহ বা নগর ছাড়িয়া পলায়,
কেহ ছাড়ে তপ্তশ্বাস, আঁখিনীর কেহ
বা মুছিছে, কেহ কাঁদে ধূলায় পড়িয়া,
তেমতি এ শোক দৃশ্য হেরি চারিধারে।
ওই পাগলিনী, ওই সেই সন্ন্যাসিনী—
দেখ দেখ ওই কেহ বা কাঁদিছে, কেহ বা
নাচিছে, কেহ বা গাইছে, কেহ বা কেহ বা
ওই ওই আর পারি না সহিতে। যাই—
যাই যাই—কাটি গিয়ে পত্নী পুত্র মাথা,
কাটি গিয়ে নগরের বালকমণ্ডলী,
আর ওই রক্তাম্বরা রমণীর শির।

সাধিকা। কেন হে রাজন্ এত ক্রোধ মন কাট্‌বি কেন মোরে।
এই দেখ্ তোর ছেলেটি নিয়ে আছি বুকে ধ'রে॥
মাগ্‌টা কাট্, ছেলেটা কাট্, ল্যাঠা যাক্ দূরে।
আমার গায়ে চোট্ লাগ্‌লে যাবি যমের ঘরে॥
এই নে তোর দুষ্ট ছেলে কাট্ না চুলে ধ'রে—

[বিরাধকে ফেলিয়া পলায়ন।

রাণী। হাঁ হাঁ, পাগলিনি! কর কি—কর কি?

[বিরাধকে ক্রোড়ে ধারণ।

রাবণ। ছেড়ে দাও, রাজ্ঞি! আর পুত্রের মমতা হৃদয়ে স্থান দিয়ো না। ঐ পুত্র জীবিত থাক্‌লে রক্ষোবংশ রক্ষা পাবে না। রাক্ষস বংশের চিরশত্রু হরির নামে তোমার পুত্র দীক্ষিত, নিশ্চয় আজ নয় কাল এ পুষ্করে প্রলয় ঘটাবে। কেবল একটা পুত্রের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে থাক্‌লে হায় রে,

অসংখ্য অসংখ্য প্রজার প্রাণ যাবে, কত শত হত্যাকাণ্ড, কত শোণিত দর্শন, কত লোমহর্ষণ আমার নেত্রপথের সাক্ষ্য হবে। অধিক কি বল্‌ব, এই পুষ্করের সুখ ঐশ্বর্য্য, মান খ্যাতি একবারে অতলে ডুবে যাবে আর আমারও প্রাণ যাবার সম্ভব।

রাণী। মহারাজ! স্নেহের শিশু কিছুই জানে না, কেবল রাম রাম বলে ত, আর ত কিছুই করে না? জান্‌বেন যে একটা ছেলে, পাগল হয়েছে, চিকিৎসা করান, ভাল ক'রে শুশ্রূষা করুন, দুদিন পরে আপনি ভাল হবে, তার জন্য কি ছেলেটাকে বধ করা উচিত?

রাবণ। তুমি ত বল্‌ছ উচিত নয়, আর আমিও জানি উচিত নয়, কিন্তু তোমার পুত্র জীবিত থাক্‌তে কিছুতেই এ পুষ্করে সুখ শান্তির আশা নাই; আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সবই কর্‌তে হয়। বলি সুসজ্জিত বাস ভবনের এক প্রান্তে অগ্নিদাহ উপস্থিত হ'লে কি নিবাবার চেষ্টা না ক'রে সমস্ত নগর ভস্মসাৎ কর্‌বে?

বিরাধ। বাবা! বাবা! রাম নাম বল্‌লে কি আপনার প্রাণে বেদনা হয়?

রাবণ। হয় বৈ কি, শত্রু নাম শুন্‌লে প্রাণে একটা বড়ই আঘাত লাগে।

বিরাধ। সে কি, বাবা! তিনি দয়ার সাগর অনাথের বন্ধু, জগতের বন্ধু, সকলেই তাঁর সমান, তাঁর কাছে ভেদাভেদ নাই, তাঁর দয়ার রাজ্যে কীটাণুকীট হ'তে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সমান আদরের—সমান ভালবাসার, তাঁর মিত্র বৈ জগতে শত্রু নেই, তিনি আমার পরম দয়াল গো, তিনি আমার পরম দয়াল।

রাবণ। শুন্‌ছ, রাজ্ঞি! বলি, শুন্‌ছ? আচ্ছা, বিরাধ তুমি ও নামটা ছাড়্‌তে পার্‌বে না?

বিরাধ। না, বাবা! রাজ্য ধন, দেহ সুখ, আহার নিদ্রা সব ছাড়্‌তে পারি, কিন্তু আমার রামচাঁদের নামটি ছাড়্‌তে পার্‌ব না।

রাবণ। না ছাড়্‌লে যে, তোর জীবনান্ত হবে।

বিরাধ। বাবা! আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, নয়? বরং রামের নামটি ছাড়্‌লেই জীবনান্ত হবে।

রাণী। বাবা! চুপ্ কর, আর রাম রাম ব'লে ডাকিস্ না রে, নিতান্তই কি পাগল হ'লি, বিরাধ?

বিরাধ। মা, মা! আমি ত পাগল নই, আমার ত বুদ্ধি বেশ ঠিক রয়েছে, রামের নামটি বল্‌তে পার্‌ছি। আর এক কথা, পাগল কে? যার মাথার ঠিক নেই—যে হিতাহিত বোঝে না, আমি আপনার হিত কামনায় রাম রাম ব'লে ডাক্‌ছি—পরকালের পথে লক্ষ্য রেখেছি, তবুও আমি পাগল হলেম? হাঁ মা, জিজ্ঞাসা করি, যে পরকালের পথ লক্ষ্য করে চলে, সে পাগল? না যে বিষয় ভাণ্ডে মত্ত হ'য়ে আবর্জ্জনায় প'ড়ে থাকে, সে পাগল?

রাবণ। তবে তুই আমার শত্রুর নাম ছাড়্‌বি না?

বিরাধ। আবার বল্‌ছেন. আমার শত্রুনাম? রাম আমার. মিত্র বই কারো শত্রু নয়।

রাবণ! শত্রু মহাশত্রু, রাম তোর—আমার পরম শত্রু, চিরশত্রু। হায়রে! আমার অমন সোণার লঙ্কাকে ছারখার ক'রে দিয়েছে, অমন বিশ্ববিজয়ী ভাই দশাননকে নিহত করেছে, অমন দুর্জ্জয় বীর কুম্ভকর্ণকে চূর্ণ করেছে, বিভীষণকে প্রলোভনে করায়ত্ত ক'রে না জানি কতই লাঞ্ছনা কর্‌ছে, স্থর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করেছে, লঙ্কার রক্ষোবংশ সমূলে ধ্বংস করেছে। হায়! না জানি লঙ্কায় রমণীকুল কতই না উত্তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে! কত পিতৃহীন শিশু, পুত্রহারা মাতা, পতিহারা বিধবা অসহায়া হ'য়ে কাঁদ্‌ছে রে, হায় রে! আমার স্নেহময়ী জননী নিকষা কতই

না কাঁদ্‌ছে! একে বৃদ্ধা, তার ওপর এই মহাশোক; বিশ্বাধ, তবে নিশ্চয়ই যমালয় যাবার সাধ হয়েছে?

রাণী। মহারাজ! পায়ে পড়ি, ও কথা আর বল্‌বেন না।

রাবণ। এখন তুমি তোমার কোল হ'তে ছেলেটাকে নামাবে কি না বল?

রাণী। না, মহারাজ! নিজের কোল থেকে নামিয়ে কি কৃতান্তের কোলে উপহার দোব? মহারাজ, অমন কাজ কর্‌বেন না, দশমাস দশদিন কত কষ্ট পেয়ে এই স্নেহের মাণিকটি পেয়েছি, আজ আমার সেই বুক জুড়ান মাণিক রতনকে সাগরে নিক্ষেপ কর্‌বেন না। বরং রাজপুরী হ'তে চ'লে গিয়ে মায়ে পোয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খাব, তবু আমি এ ছেলেকে দোব না। আর রাজরাণী হ'য়ে থাকতে চাই না; আর এই সোণার ভবন, সোণার সংসার চাই না; ভিখারিণী হ'য়ে—কাঙ্গালিনী হ'য়ে—অনাথিনী হ'য়ে, মায়ে পোয়ে বনে গিয়ে থাক্‌ব।

রাবণ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, বধিব সন্তানে।

রাণী। কি শুনি কঠোর নাদ কুলীশ সমান।

শ্রবণ বধির হয় প্রাণ যেন নাহি রয়,
উপজিল মহাভয়, মা হ'য়ে কি প্রাণে সয়
জ্বলিছে নয়ন পথে ঘৃণার শ্মশান॥
পিতা হ'য়ে এ কি বলে—
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বধিব সন্তানে!
মাতা কি রে শুনি স্থির পাষাণ প্রকৃতি,
ছেড়ে দেবে অকাতরে সন্তান বধের তরে
পিতা খড়্গ নিয়ে করে বসাইবে পুত্র-শিরে
বিসর্জ্জিবে কাল স্রোতে সোণার আকৃতি॥

পিতা হ'য়ে এ কি বলে—
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বধিব সন্তানে!
চমকি চমকি ওঠে হৃদয় আমার।
কে শুনেছে হেন কথা, কে পেয়েছে হেন ব্যথা?
জিজ্ঞাসিব যথা তথা, কে বলিবে এ অযথা
গ্রাসিল গ্রাসিল বিশ্ব গভীর আঁধার॥
পিতা হ'য়ে এ কি বলে—
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বধিব সন্তানে!
মা হয়ে কি সহে প্রাণে এতই বেদনা।
সন্তান জননী যারা মনে কি করিবে তারা
রাণী কি হৃদয় হারা হায় রে পাষাণী পারা
মরিল না আগে কেন ভীষণা ললনা॥

রাবণ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, বধিব সন্তানে।

রাণী। য়্যাঁ! য়্যাঁ!
পিতা হ'য়ে এ কি বলে,
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, বধিব সন্তানে!

রাবণ। শোন, রাণি! ছেড়ে দাও সন্তানে তোমার।

রাণী। পাষাণ! পাষাণ প্রাণে বলিও না আর॥

রাবণ। নিতান্তই মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার।

রাণী। বধিও না মহারাজ, বিরাধে আমার॥

বিরাধ। কেন মা, ভাবিছ এত ব্যাকুল অন্তরে।

রাণী। বিরাধ রে! তোর তরে আঁখিনীর ঝরে॥

বিরাধ। আঁখিনীর ফেলিও না ডাক রঘুবরে।

রাবণ। *তবে এইবার তুমি যাও যমঘরে॥

[বিরাধকে কাটিতে উদ্যত ও রাণীর বিরাধকে
কোলে লুকাইয়া রাখা]

সহসা না ছাড়িবে সন্তানে ?
পতিবাক্য নাহি শোন কাণে,
সাবধান সুলোচনা অসতী রমণী !
[বিরাধকে কাড়িয়া লইয়া]
কে আছিস্ ? যূপকাষ্ঠ কর্ আনয়ন।

[অদূরে হিরণ্যবাহুকে দেখিয়া] হিরণ্যবাহু ! হিরণ্যবাহু ! শীঘ্র এই গর্ব্বিতা রমণীকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ কর।

যূপকাষ্ঠ ও শৃঙ্খল হস্তে হিরণ্যবাহুর প্রবেশ।

হিরণ্য। কি ভীষণ ব্যাপার ! পিতা হ'য়ে পুত্রহত্যা ? হায় রে, রাক্ষস ! তুমি যথার্থই রাক্ষস !

কি ভীষণ নরকের দাস।
শিহরিয়া উঠে অঙ্গ মনে পাই ত্রাস।
রাজন্ ! রাজন্ ! হ'ক্ সাধ পূর্ণ
এই নিন্ যূপকাষ্ঠ,
এই নিন্ লোহার শৃঙ্খল।

রাবণ। দাও, হিরণ্যবাহু !
স্বহস্তে করিব আজি রাণীকে বন্ধন,
স্বহস্তে কাটিব আজি আপন নন্দন।
[রাণীকে বাঁধিয়া সম্মুখদিকে রাখিয়া]
দাঁড়াও সম্মুখে তুমি, দেখ হত্যাকাণ্ড—
পুত্র-পশু বধযজ্ঞে লও উপহার।

রাণী। ছেড়ে যা রে পাপ প্রাণ, আর কেন দেহে।

রাবণ। ধর ধর, হিরণ্যবাহু!

হিরণ্য। যায় প্রাণ ছেড়ে যায় ধরিব কেমনে?

রাবণ। বিরলেতে আঁখিনীর মুছিবে যতনে॥
আয় রে, রামনাম-প্রমোদী শিশু!
[কেশে ধরিয়া প্রোথকাষ্ঠে স্থাপন]

বিরাধ। জয় রাম! জয় রাম! জয় সীতারাম!

রাবণ। ধর ধর, হিরণ্যবাহু! কি ভাব্‌ছ?

হিরণ্য। কি দারুণ! কি দারুণ!
পিতা হ'য়ে হায়! হায়! হায়!
পিতা হ'য়ে—পিতা হ'য়ে সন্তানে বধিবে?
জগতে আঁধার দেখি,
ভয়ে শুষ্ক হইল বদন,
চক্ষু স্থির, সত্য কি রে,
পিতা হ'য়ে হায় হায়—হায়—হায়!
রাজন্! রাজন্!
করিও না হেন পাপ কর্ম্ম।

রাবণ। ধর দুষ্ট নয় বধিব তোমায়।

হিরণ্য। নরকের ভাগী আমিও হইব,
আচ্ছা, তবে ধরিলাম। [ধারণ]

রাবণ। রাজ্ঞি! রাজ্ঞি!
কর বিলোকন।
[খড়্গ দেখাইয়া]
সাবধান—সাবধান, অবাধ্য নন্দন!

সহসা বালকমূর্ত্তিতে ধর্ম্মের আবির্ভাব।

ধর্ম্ম।—

পিতায় এ কি সাজে।
পুত্রবধের পূর্ণঘটা কেন মিছে কাজে॥
পরাণ-পিঞ্জরে রেখে যে পাখীটি পুষেছিলে,
ভালবাসা দিয়ে কত, সে সকল ভুলে গেলে,
বিষের বৃক্ষ তাও কাটে না নিজে রোপিলে;
তবে কেন মতি হেন, প্রাণে বড় বাজে।

রাবণ। কে তুমি, কে তুমি, এ সময় মমতা বাড়াও?

ধর্ম্ম।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

চেনা মানুষ নই আমি, চিন্‌বে কেমন ক'রে,
চিন্‌তে পার্‌লে দুঃখের জঞ্জাল উড়ে যেত দূরে,
মেল নয়ন, চেন রতন, থেকো না আর ঘোরে,
ধর ধর্ম্ম, হতমর্ম্ম কি পাপেতে মজে॥

রাবণ। যা যা, দূর হ'য়ে পালিয়ে যা, এখন আমায় বাধা দেওয়া বৃথা; কারো কোন কথা আমি শুন্‌ব না।

বালিকামূর্ত্তিতে দয়ার আবির্ভাব।

দয়া।—

যাবে সব চ'লে যাবে।
কাছে দয়া ধর্ম্ম স্থান কেন পাবে॥
যাবার সময় এই দেখে যাই দাঁড়িয়ে পথের ধারে,
পিতা হ'য়ে পুত্রের মাথা কাটে কেমন ক'রে,

যার রামনামে যায় বিষম প্রমাদ
তার বেদনা কে রবে ॥
যাবার জন্ম ভবে আসা, কেউ ত স্থায়ী নয়,
তবে দেখ্‌তে আসা, এমন ভাবে গেছে কার তনয়,
তোমার হত প্রাণে বল কেমনে
এ যাতনা স'বে ॥

রাবণ। কে তুমি, কে তুমি, বালিকে! তুমিও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে? রাজা রাবণ কি এতই পাষাণ? ও—হো-হো! পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ!

দয়া।—

গীত।

আমি নারী সইতে নারি পরের যাতনা।
ভাঙে বুক, শুকায় মুখ, এ দুখ আর সহে না ॥
পাষাণপারা একি ধরা ধরাতে বিষম,
দেখে ধৈর্য্যহারা শতধরা মুছিছে নয়ন,
(আমি জীবের জ্বালা সইতে নারি)
(আমার হৃদয় স্নেহে ভরা জ্বালা সইতে নারি)
(পরের তরে কেঁদে মরি, জ্বালা সইতে নারি)
ধর বিশালতা—কোমলতা, বিষ-লতা গলে বেঁধো না ॥

ধর্ম্ম।—

গীত।

চল দয়া, দেবের দেশে পাপ দেশে আর রব না।
ভক্তের যাতনা আমি পরাণে আর স'ব না ॥
রাবণে আর ধর্ম্ম কথা তুমি দেবী, ব'লো না।
এ জীবনে কেবল কিসে রেখেছে ও ছলনা ॥

দয়া।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

যাবার সময় এই ব'লে যাই পেয়ে যাই যে যাতনা,
রক্ষঃ ধ্বংস হবে, বাতি দিতে কেউ রবে না ॥

ধর্ম্ম।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

সময় হ'লে ফলে বৃক্ষ সর্ব্বদা ত ফলে না।
পাপ ফলেছে খেলা ভেঙেছে আর ত খেল্‌তে পাবে না ॥

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান।

হিরণ্য। বুক বেয়ে পড়ে আঁখি জল
অবিরল হায়!
মুছিতে শকতি নাই।
রাজা কাটে পুত্র মাথা,
আমি কি না ধ'রে রই তারে,
হায় রে হিরণ্যবাহু! হা ধিক্ তোমায়।
কাঁদে শিশু রাম রাম বলি,
যুপকাষ্ঠে রাজপুত্র পাইতেছে ব্যথা—
ওই ওই বাহির হয়েছে জিহ্বা
দৃঢ় আকর্ষণে, ধিক্ রে হিরণ্যবাহু!

[মূর্চ্ছা।

রাবণ। ধিক্ রে হিরণ্যবাহু। [পদাঘাত।

ব্যাঘ্র লইয়া সাধিকার প্রবেশ।

সাধিকা। ও না ধরে আমি ধর্‌ব, কাট্ না তোর ছেলে।
বাঘ এনেছি, বাগ পেয়েছি, মাংস খাওয়াব ব'লে ॥
অমন ছেলের বাঁচা কিছু নয়।
যে ছেলেতে বাপ্ যাকে নাহি করে ভয় ॥

এ কি দুরন্ত হয় প্রাণান্ত তবু ক্ষান্ত নয় ভুলে।
হয় না শান্ত, মুখে সদাই রাম নামটি বলে॥

রাবণ। হৃদয়বিদারী শোক সহিব জীবনে,
সহিব সকল জ্বালা জ্বালার ভবনে;
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ, কাটিবারে কুসন্তান,
রক্ষোবংশ পরিত্রাণ করিব যতনে।
স্বহস্তে বধিব আজি আপন নন্দনে।
রাঘব ভিখারী নাশে লঙ্কার রাবণে,
সেই রাঘবের নাম বলিছে বদনে;
হৃদয় জ্বলিছে হায়! এ সব কি সহা যায়—
শত্রু নাম পুত্র গায়, সহিব কেমনে?
স্বহস্তে বধিব আজ আপন নন্দনে॥

[খড়্গ গ্রহণ।]

রাণী। ভীষণ—ভীষণ প্রাণে খড়্গ নিল করে।
কে আছ গো কর ত্রাণ, বধিছে পুত্রের প্রাণ,
পরিত্রাতা কে আছ গো, এস দয়া ক'রে॥

রাবণ। পাপিয়সি! পাপিয়সি! পরিত্রাতা?
পাপ পুত্রের পরিত্রাতা?

রাণী। রাজন্! রাজন্!
করিও না হেন পাপার্জ্জন,
করিও না দুঃখিনীর সন্তাপ বর্দ্ধন!
জ্বালিও না—স্বচ্ছ প্রাণে ঘৃণার অনল,
বধিও না—আপন নন্দনে, নরমণি!
সহিও না—পুত্র শোক অতি নিদারুণ।

রজিও না—পাপের কুহকে, রক্ষোনাথ!
বলিও না—কোন কথা, ছেড়ে দাও শিশু,
শুনিও না—কারো কথা, নির্দ্দয় সংসার,
ঘুমিও না,—মোহ ঘুম ত্যজ এইবার।

রাবণ। মোহ ঘুম ত্যজি এইবার।

[খড়্গ উদ্যত করিয়া উপবেশন]

রাণী। দেখ্‌রে সংসার, দেখ্‌—
কি কঠিন পিতার প্রকৃতি!
জনমের তরে যাই অকূলে ভাসিয়া।
কে আছ—কে আছ হায়, বাঁচাও আসিয়া॥

বিরাধ। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!! জয় সীতারাম!!!

রাবণ। বল চিরদিন তরে জয় সীতারাম।
অনন্ত নরকে গিয়ে করহ বিশ্রাম॥

[ছেদনোদ্যত।]

দ্রুতপদে নারদের প্রবেশ।

নারদ। [বাধা দিয়া]
অনন্ত নরক তোর পাপী দুরাচার।
চিরদিন তুই তথা করিবি বিহার॥

[খড়্গ কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান।

রাবণ। কে তুমি অস্ত্রাপহারিণ্‌!
কোথায় পালাবে।

[পশ্চাদ্ধাবমান।

হিরণ্য। [উঠিয়া] যাই, এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড হ'তে অপসৃত হই।

[প্রস্থান।

সাধিকা।—

গীত।

ওঠ্ রে বাছা, আয় রে কোলে ভাবনা কি রে বল্ আর।
ভবপারের কর্ত্তা রাম অনায়াসে কর্‌বেন পার॥
যার ভাবনা সে ভাব্‌বে রে, তুই আমি কি হয় ভাব্‌লে,
তাঁর নাম ক'রে, এ সংসারে, য'দিন যায় যাবে চ'লে,
না যায় না যাবে, খেলার বিরাম হবে,
কে রোধিবে গতি তাঁর॥
ফলাফল না নিরখি, কর্ত্তব্যেতে চল চল,
হয় হবে, না হয় যাবে, আর কি করিবে বল,
ত্যজ পুণ্যাপুণ্য, তবেই হবে ধন্য,
নতুবা না হবে নিস্তার॥

বিরাধ। তুই কে মা, রামরূপী পাগলিনী বেশে?

সাধিকা। কথা শুনে বিরাধ রে তোর মর্‌তে হয় বাপ্, হেসে॥
রামের রূপ সবাই বটে রাম কিন্তু নয়।
ঘটে ঘটে সকল ঘটে চিন্‌তে পার্‌লে হয়॥
কুমীরেপোকা তেলাপোকায় ধর্‌লে যেমন হয়।
তেমনি ভাবে ধরা পড়্‌লে কিছুই মিথ্যে নয়॥
রাম নই বাপ্, রামের দাসী বৈতবাদের পাখী।
সোণার খাঁচায় ব'সে ব'সে রাম নামটি শিখি॥
শুন্‌লি, বাছা?
এখন যে তোর মা'র বাঁধন খুলে দিতে হ'ল।
নৈলে মা তোর, ওই দেখ্‌না কেঁদে ভেসে গেল॥

[রাণীর বন্ধন মোচন]

রাণী। কে মা তুমি পাগলিনী দয়াবতী নারী।
তোমার চরিত্র চিত্র বুঝিতে না পারি॥
কখন দয়ার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াও।
কখন ভীষণ ভাবে হৃদয় মিশাও॥

কেন মা! বিরাধকে দেখ্‌ছি এত টান, এত ভালবাসা, তবে ও সব কি কর্‌ছিলে? অস্ত্রের মুখে ধ'রে দিচ্ছিলে? ঐ অত বড় একটা বনের বাঘকে ধ'রে নিয়ে এসে কত দুষ্ট কথা বল্‌ছিলে, কেন মা, কেন?

সাধিকা। বল্‌ব না ত, বল্‌ব না ত, কেন অমন করি।
ওই কারণে লোক নয়নে পাগ্‌লী রূপটা ধরি॥

রাণী! এখন শোন্‌বার সময় নয়, যা পালিয়ে যা, যা পালিয়ে যা, দেশ ছেড়ে চ'লে যা, নৈলে আরও বিপদ্।

রাণী। কোথা যাব, মা! কোথা গেলে বাছাকে আমার বাঁচাতে পার্‌ব, মা?

সাধিকা। চল্, তবে দুঃখিনীর কুটীরে চল্। কুমার! এখান থেকে স'রে পড়্‌রে স'রে পড়্, আবার তোর রাক্ষস পিতা রাক্ষসী মন্ত্রণা আঁটিবে। স'রে পড়্—

রাণী। [শশব্যস্তে] চল্, বাপ্! চল্ রে, আর রাজপ্রাসাদে কাজ নাই, চল্—গিয়ে বনবাসী হব।

বিরাধ। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!! জয় সীতারাম!!! [বাঘের কাঁধে ওঠা]

রাণী। চুপ্ কর্, তুই বড় বিষম ছেলে হলি, চুপ্ কর্!

সাধিকা। মাভৈঃ মাভৈঃ রাণী, মাভৈঃ মাভৈঃ।
জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!! জয় সীতারাম!!!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:•:—

রাজসভা।

কাল যবন শরভের প্রবেশ।

কাল। করা যায় কি?

সরভ। আমরা ত প্রস্তুত হ'য়ে আছি।

কাল। প্রস্তুত আর অপ্রস্তুত, দুই সমান, যতক্ষণ না কৃতকার্য্য হ'তে পারা যায়; কেমন?

সরভ। আশ্চর্য্য? আমাদেরও সম্মুখে যাদুবিদ্যা দেখিয়ে গেল? কি কর্‌ব, আমি ত ভেবে কিছু স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না।

কাল। কোন্ পথ দিয়ে গেল?

সরভ। কে তার গুপ্ত পথের অনুসন্ধান সহসা বল্‌তে পারে?

কাল। সরভ! এক এক করি
দেবতার দল আজি নির্ম্মূলিব।
দেখিব দেবের ভুজে কত আছে বল!
নিশ্চয় সে একা নয়,
সমগ্র দেবতা একত্র হইয়া
এ ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করেছে।
তা না হ'লে—তা না হ'লে
সে ধূর্ত্ত নারদ আসে রক্ষোরাজপুরে?

একের হৃদয়ে কোথা শক্তির প্রাবল্য!
অবশ্য সে বলীয়ান্ সকলের বলে,
কোথা হ'তে রাম নাম আনিল পুষ্করে,
কোথা হ'তে অনর্থের করিল সাধনা?
কোথা হ'তে উন্মাদের তীব্র হলাহল,
ছড়াইয়া দিল এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে?

সরভ। কে জানিবে তাহার সন্ধান?
কে আছে বা রক্ষঃপুরে হেন মতিমান্?
গিয়েছিনু তার অন্বেষণে,
তন্ন তন্ন করি খুঁজিলাম চতুর্দ্দিক্,
তথাপি আশ্চর্য্য বড় কোথাও সে নাই।

কাল। দম্ভ করি রাজার সমীপে
ছুটে যাই তীরবেগে তাহারে ধরিতে,
ব্যর্থ পরিশ্রম হ'ল আজ এতদিনে;
কি ব'লে দেখাব মুখ রাজার সমীপে?
কি ব'লে তুষিব আজি বল রক্ষোনাথে?

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। কৈ—কৈ, কালযবন? কৈ কৈ, সে দুষ্ট কৈ? একি! নীরবে—মনোদুঃখে—অধোবদনে কেন? কেন, হয়েছে কি?

কাল। মহারাজ! কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না, একবারে অন্তর্হিত।

সরভ। কি করা যায়, মহারাজ?

রাবণ। দেবতার দলন—রাঘবের সংহার—আর বিরাধের হত্যা, এই তিনটি কর্ম্ম আমাদের সম্মুখে প্রস্তুত।

কাল। তবে কি রক্ষোরাজের বাক্য অবহেলা কর্‌লে? বালকের এ মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল?

রাবণ। যখন দেবতার চক্রান্তে পড়েছে, তখন মতিচ্ছন্নের বাকী কি? কালযবন! অগ্রে কোন্ কার্য্য বিধেয়? পুত্রহত্যা, না রাঘবের সংগ্রাম, না দেবতার উচ্ছেদ? বল বল, মতিমান্! এই পুরুষের বিশাল আধিপত্য তোমারই বুদ্ধিবলে রক্ষিত, আজ প্রাণে শান্তি দাও।

কাল। রক্ষোনাথ! পুত্রহত্যায় বিরত হ'লে ভাল হয় না?

রাবণ। কিসে?

সরভ। চতুর্দ্দিকেই যখন বিপ্লবের প্রবাহ ছুটেছে, তখন আর অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কি? দাবানল জ্ব'লে উঠ্‌লে কি বনের রক্ষা থাকে? দাউ দাউ ক'রে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত কানন ভস্ম ক'রে ফেলে। তেমনি এ কুমার রক্ষোবংশের দাবানল, সমস্ত পুরুষ নষ্ট কর্‌বার উপক্রম করেছে।

রাবণ। সত্যই বলেছ, সরভ! অগ্রে কুমারের জীবন নাশ, তারপর রঘুবংশ সংহার, তার পর দেবদলন। একবার হত্যা কর্‌তে গিয়ে পিতৃদেব দিবাকর কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হলাম, এবার আর কারো উপরোধ রক্ষা কর্‌ব না। যাও সরভ, তুমি বিরাধকে ধ'রে নিয়ে এস।

হিরণ্যবাহুর প্রবেশ।

হিরণ্য। পলায়িত কুমার বিরাধ,
পলায়িতা রাজরাণী ভিখারিণী বেশে।

রাবণ। পলায়িত কুমার বিরাধ?
পলায়িতা রাজরাণী ভিখারিণী বেশে?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!
অকর্ম্মণ্য তুমি হ'লে এতদিনে?
নগর রক্ষক তুমি বীরের প্রধান,

তুমি বিদ্যমানে হেন কর্ম্ম হইল সাধিত ?
রাজার মহিষী যায় নগর ত্যজিয়া ?

হিরণ্য। আমি নয় অকর্ম্মণ্য, করিনু স্বীকার,
কিন্তু কেবা কৃতকার্য্য কার্য্যবিশারদ ?
দেখেছি সকলি, ভৈরবী তাণ্ডব,
দেখেছি ঋষির দুর্ব্বার ক্ষমতা,
কে সাহসী অগ্রগামী হয়েছিল তায় ?
এতদিন ছিল কি এ পুষ্করে প্রমাদ ?
সারানিশি গেছে জাগিয়া জাগিয়া,
নীরবে পর্য্যঙ্ক পাশে না লভি বিরাম,
করিলাম যত কর্ম্ম, সব পণ্ড হ'ল।
সেতু, দুর্গ, বনপথ, সমুদ্র-প্রান্তর
পার্ব্বত্য প্রদেশ, আকাশমণ্ডল
রক্ষা করি এতদিন ধরি,
কোথাও ত না দেখি বিভীষিকা,
কেউ ত না বলে অকর্ম্মণ্য মোরে।
আমি যদি অকর্ম্মণ্য, কাজ কি আমায় ?
হে রাজন্ করি প্রণিপাত,
বিদায় হইতে চাই পুষ্কর হইতে।

[কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন]

রাবণ। হিরণ্যবাহু! এ কেমন তোমার প্রকৃতি ?
বিপ্লব-সাগরে ফেলি সহস্র-আননে,
চ'লে যাবে পুষ্কর ছাড়িয়া ?
অভিমান হয়েছে তোমার ?

হিরণ্য। রক্ষোনাথ!
সহিয়াছি পৃষ্ঠে পদাঘাত,
করিয়াছি অনেক সাহায্য;
পাইয়াছি বহু মনস্তাপ,
তাই দুঃখ নিবেদি চরণে।

কাল। বুঝেছি, হিরণ্য! বলিতে হবে না
লক্ষ্য করি এ কালযবনে
দেখি তব বাক্যের বিস্তার;
আচ্ছা—দেখ পারি কি না বিরাধে আনিতে?
কোথা যাবে পুষ্কর ত্যজিয়া
সামান্ত বালক মতি কি জানে সন্ধান,
বসি সবে চিন্ত হিতাহিত,
আমি যাই বালকে আনিতে।

[প্রস্থান।

ভদ্রমুখের প্রবেশ।

ভদ্র। জানোয়ার—জানোয়ার—প্রকাণ্ড জানোয়ার!

রাবণ। কি বলে, হিরণ্যবাহু! বুঝিতে না পারি।

ভদ্র। জানোয়ার—জানোয়ার, প্রকাণ্ড জানোয়ার!

সরভ। কি ভদ্রমুখ, কি? সংবাদ কি?

ভদ্র। প্রকাণ্ড জানোয়ার, ওঃ প্রকাণ্ড জানোয়ার!

সরভ। কোথা? কোথা? কোথা হে?

ভদ্র। ওঃ প্রকাণ্ড—প্রকাণ্ড, ওঃ প্রকাণ্ড জানোয়ার!

রাবণ। কোথায় বল না ভদ্রমুখ, কোথায় বল না?

ভদ্র। ওঃ প্রকাণ্ড জানোয়ার—প্রকাণ্ড জানোয়ার!

রাবণ। জিজ্ঞাসিলে না দেয় উত্তর,
দূর কর সভাস্থল হ'তে।

[ভদ্রমুখের পলায়ন।

হিরণ্য। মহারাজ! তবে কি বিরাধকে বধ করাই সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য?

রাবণ। তা ত স্বচক্ষে দেখ্ছ, হিরণ্যবাহু! আর আমায় তোমরা কেউ নিষেধ ক'রো না; আজ পুত্রহত্যা ক'রে ভ্রাতৃশোক নির্ব্বাণ করি। নিতান্তই যখন আমার কথার অবাধ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন অমন পুত্রে প্রয়োজন নাই। আমি বেশ বুঝ্তে পার্ছি, হিণ্যবাহু! এক বিরাধের জন্তই—হায় রে, আমার পুষ্করের প্রজার কি সর্ব্বনাশই না হবে!

হিরণ্য। পুত্র হত্যায় সহায়তা ভিন্ন আমি সকল কার্য্য কর্তেই প্রস্তুত, তবে যা ইচ্ছা হয় করুন, আমি এ পৈশাচিক তাণ্ডব দেখ্তে পার্ব না।

[প্রস্থানোদ্যত]

রাবণ। [বাম হস্তে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন] যেয়ো না—যেয়ো না, হিরণ্যবাহু! পিতার হৃদয় কত কঠিন দেখ। সরভ! সরভ! চিরপার্শ্বদ সরভ!

সরভ। [করপুটে দাঁড়াইয়া] মহারাজ! মহারাজ!

রাবণ। যাও তুমি, দৃশ্যশালায় যে একটা ভয়ঙ্কর সর্প আছে, তাকে অধিক পরিমাণে হরিতাল এবং পারদ ভক্ষণ করিয়ে নিয়ে এস; যাও—মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না। পিতা হ'য়ে পুত্রের শিরোদেশে সর্প দংশন করাব, যদি বিরাধের কোন সন্ধানই না পায়, তবে তোমাদের সমক্ষে আজ নিজেই নিজের মস্তকে কালফণা তুলে নেবো, যাও—যাও।

সরভ। যে আজ্ঞে, মহারাজ!

[প্রস্থান।

হিরণ্য। মহারাজ! হিরণ্যের হস্ত পরিত্যাগ করুন, আমি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিগে।

রাবণ। তোমার হৃদয় এতই ব্যথিত হচ্ছে, আমি পিতা হ'য়ে সবই কর্‌তে পার্‌ব, তুমি তা চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বে না?

হিরণ্য। না না, মহারাজ! এ নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য করা হচ্ছে, হচ্ছেও তাই।

রাবণ। কেন? তুমি কি বল? কি চাও?

হিরণ্য। আমি বলি পুত্রহত্যায় বিরত হ'য়ে বীরের ন্যায় কার্য্য করুন; আমি চাই বিপক্ষদলন—দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—রাঘবের রক্ত।

রাবণ। তা হ'লেই তোমার আশা পূর্ণ হবে? আচ্ছা—তাই কর্‌ব, অগ্রে আমার এ ক্ষুদ্র আশা পূর্ণ করি।

হিরণ্য। ছিঃ ছিঃ, মহারাজ! মমতা কি আদৌ নাই? নিতান্ত পাষণ্ডীর কর্ম্ম হ'তে বিরত হ'ন্। আজ নয়—মনের সাধে হত্যা কর্‌লেন, আজ নয়—আমরা নিষেধ কর্‌লেম না; কিন্তু ভবিষ্যৎ একবার ভেবে দেখুন, পুত্রশোক বড় নিদারুণ, শেষে শোকে দেহ জর্জ্জরিত হবে, আমার নিষেধ কর্‌বার উদ্দেশ্যও তাই।

রাবণ। তোমার ও উদ্দেশ্য দধিসমুদ্রের বক্ষে ঢেলে দাও, এই দেখ। [মদের বোতল লইয়া] সর্ব্বসন্তাপহারিণী সুরা, রাক্ষসের চিরসহায়, এই সুরার বলে রাক্ষসে কর্‌তে না পারে কি?

অসাধ্য সাধিতে এই অবনীতে

কেউ না, কেবল সুরাই পারে।

প্রাণ সন্তর্পণ, অসুরের ধন,

সে বিনা বিপদে বল কে তারে॥

যে করেছে পান, সে পেয়েছে ত্রাণ,
রোগ শোক জ্বালা দুখের হাতে।
সুরা সুরা সুরা, অতি মনোহরা,
হায়, রক্ষঃকুল বাঁচে রে যাতে॥

আরও শোন—

সুরার শকতি, বর্ণিতে শকতি,
জগতে কাহারো নাই।
মতিমান্ যারা, পান করে তারা,
মজিতে প্রমোদে ভাই॥
সুরার কৃপায় সব হয়ে যায়,
যা দেখিছ চরাচরে।
বিচ্ছেদ প্রণয়, কভু মহাভয়,
কভু সর্ব্বনাশ করে॥

আরও শোন—

অনন্ত আঁধারে উজ্জ্বল আলোক
সুরাই দেখাতে চায়।
স্বামী মুখে বিষ নারী দেয় ঢেলে,
এম্‌নি প্রভাব তায়॥
আপ্ত পর হয়, পর আপ্ত হয়,
এম্‌নি সুরার খেলা।
যুবতী বৃদ্ধেতে প্রণয়-মিলন
এম্‌নি প্রমোদ-মেলা॥
ভ্রাতা ভ্রাতৃশির, পিতা পুত্রশির,
সুরার প্রসাদে কাটে।

কাচের দরেতে কাঞ্চন বিকায়
কেবল সুরার হাটে॥

আর আমি পুত্রহত্যা করতে পারব না? দেখ তবে, হিরণ্যবাহু! করি পান মনের হরষে। [পান]

রাণী ও বিরাধকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া
কালযবনের প্রবেশ।

কাল। এই নিন্ অবাধ্য নন্দনে,
এই নিন্ গুণের মহিষী।

পিঞ্জরাবদ্ধ সর্প হস্তে সরভের প্রবেশ।

সরভ। এই নিন্ কাল সর্প কাল পুত্র নাশে।

রাবণ। রাজ্ঞি! রাজ্ঞি! আর পালিয়ে যাবে? এই ত তোমায় সেনাপতি হস্তে লাঞ্ছিত ক'রে এনেছি; আর পালিয়ে যাবার সাধ কর?

রাণী। মহারাজ! মহারাজ! স্বামিন্! পায়ে ধরি, বিরাধকে হত্যা করবার পূর্ব্বে আমায় পালিয়ে যেতে দিন, আমার আর পুত্রে প্রয়োজন নাই। আমি চ'লে যাই—চ'লে যাই—চ'লে যাই।

রাবণ। কোথা যাবে?

রাণী। কোথা আর যাব, জীব জীবনান্ত হ'লে যে পথে যায়, আমিও সেই পথে যাব।

রাবণ। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, রাণি! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, জন্মের মত একবার দেখে যাও! [সর্প সহ পিঞ্জর গ্রহণ] বিরাধ! আজ যে তোর ভবের খেলার শেষ হয়?

বিরাধ। হয় হবে, আজ নয় কাল—একদিন ত ভবের খেলা সাঙ্গ ক'রে যেতেই হবে, তাতে আর ভয় কি? ভবভয়ভঞ্জন ভক্তবৎসল রামের নাম বলতে বলতে চ'লে যাব।

কাল। কুমার! নিতান্তই মতিচ্ছন্ন হয়েছে, নয়?

বিরাধ। আমার না তোমার সেনাপতি? মতিচ্ছন্ন কার? যার মতি রাম নাম বল্‌তে চায় না—যার মতি রামপদ পূজা করতে চায় না—যার মতি রামগুণ কীর্ত্তন কর্‌তে চায় না, আমি ত জানি মতিচ্ছন্ন তারই।

কাল। মহারাজ! অসহ্য—অসহ্য, এ ছেলে নয় শত্রু, রক্ষোবংশ ধ্বংস কর্‌বার জন্যই শত্রুরূপী পুত্র। নীচমতি বালক! মহাবীর কাল যবনের বাক্যে তুমি প্রতিঘাত দিতে চাও?

রাণী। সেনাপতি! সেনাপতি! কালযবন! এতদিন ধ'রে যে তুমি রাজ-অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে আস্‌ছিলে, এতদিন ধ'রে যে তোমায় পুত্রের মত স্নেহের চক্ষে দেখে আস্‌ছিলেম, এতদিন ধ'রে যে তোমার কত প্রশংসা ক'রে আস্‌ছিলেম, তার আজ বেশ অবসর পেয়ে প্রতিশোধ দিতে আরম্ভ করেছ! সেনাপতি! তোমার মত নারকী আর জগতে নাই। কোথায় তুমি আমাদের জীবন রক্ষা কর্‌বে, তা না ক'রে তোমার নীচ প্রবৃত্তিকে নিয়ে নরকের স্রোতে ভেসে যাচ্ছ? নারকী! নরকের খেলা ছেড়ে দাও, পাপের সহায় হ'য়ো না, জ্ব'লে মর্‌বে—জ্ব'লে মর্‌বে, বেঁচে থেকে সুখী হ'তে পার্‌বে না।

গীত।

পাপের সহায় হ'য়ো না কেউ, জ্ব'লে মর্‌বে অনিবার।
নারকীর নরক খেলা নরক ভোগে দুর্নিবার॥
পাপী পাপী মিলনেতে,
পাপ মন্ত্রণা নিধনেতে,
তাই মনেতে, ধনে প্রাণেতে,
লোকের চেষ্টা নাশিবার॥

কাল। সাবধান রক্ষোরাণী, তুমি মনেও ক'রো না যে, কালযবন জগতে কাউকে ভয় করে? তুমি জেনো, এই পুষ্করের গৌরব কেবল কালযবনের হ'তে! আমার ইচ্ছা ছিল না যে, নিজে কুমারের জীবন নষ্ট কর্‌ব, আজ তবে দেখ—তোমাদেরই সমক্ষে তোমাদের পুত্রের প্রাণবধ কর্‌তে পারি কি না? মহারাজ! হয় অনুমতি করুন, নয় এই নিষ্কাসিত তরবারিতে মাতা পুত্রকে যুগপৎ হত্যা ক'রে পুষ্করে দুষ্কর কার্য্য সমাধা করি।

রাবণ। এই নাও, ধর বীরবর! [পিঞ্জরসহ সর্প অর্পণ।]
কর নষ্ট পুষ্করের পাপ,
তোমারি অধীন রাজা সহস্র আনন;
কিছু না বলিতে চাই, যা ইচ্ছা তোমার,
নীরবে নিস্পন্দ নেত্রে দেখিব কেবল
বিরাধের মৃত্যু, আর শুনিব—
শুনিব শ্রবণে শুধু
কণ্টকের বৃক্ষ হইল ছেদন।

কাল। রাণি! রাণি!
উন্মুক্ত করি তবে পিঞ্জরের সর্প?

রাণী। পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা
কর পাপ পূর্ণ পাপের ভবনে! [রোদন।]

কাল। বিরাধ! মতিচ্ছন্ন তোমার, এইবার কে তোমায় রক্ষা কর্‌বে?

বিরাধ। আমি ত বলি না যে, কেউ আমায় রক্ষা কর, আমার রামচাঁদের মনে যা আছে, তাই হবে।

কাল। তবে তোর রামকে ডাক্, কালযবনের সম্মুখীন হ'য়ে দাঁড়াক্ না? দেখি তোর রাম কেমন তেজীয়ান্, ডাক একবার ডাক্।

বিরাধ। ডাকৃতে হবে কেন, তিনি কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না; না শুন্‌তে পাচ্ছেন না? অবোধ সেনাপতি! তিনি যে সর্ব্বান্তর্যামী, তিনি যে ভক্ত হৃদয়বিহারী।

কাল। আচ্ছা—আচ্ছা রে বাচাল বালক! এই লৌহ পিঞ্জরের সর্পের সঙ্গে তোমায় আবদ্ধ ক'রে তোমার জীবন খেলা সাঙ্গ করি। [বিরাধের গলদেশ ধারণ] পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হও, পরে লগুড়াঘাতে সর্পকে উত্তেজিত ক'রে পলে পলে তোমার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করাই।

[পিঞ্জরে প্রবেশ করাইতে দেখিয়া রাণীর বাম হস্তে পিঞ্জর ধারণ ও দক্ষিণ হস্তে কালযবনের হস্ত ধারণ]

বিরাধ। জয় রাম! জয় রাম!! জয় সীতারাম!!!

রাণী। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, কালযবন! আমার দুধের ছেলেকে সাপের কামড়ে মেরে ফেল্‌বে? কর কি—কর কি, তোমার হৃদয় নেই? তুমি কি পুত্রের পিতা নও? কালযবন, পরের ছেলেকে কেমন ক'রে মার্‌তে হয়, তুমি শিখেছ?

কাল। সাবধান রাণী, এখনও বল্‌ছি সাবধান, নৈলে এই বিষম বিষধরকে নিয়ে তোমারই মস্তকে দংশন করাব।

রাণী। তাই কর, তাই কর, কালযবন! তাই কর, আমি বেঁচে থাকৃতে বিরাধকে মার্‌তে দোব না। এই ত্রিসংসারে কার এমন পাষাণী মা আছে, যে মা দাঁড়িয়ে থাকৃবে—আর ছেলেকে তার ধ'রে নিয়ে সাপের মুখে ছেড়ে দেবে?

বিরাধ। মা! মা! মা! কেঁদে অধীর হ'য়ো না, মা! আমার মায়া আর হৃদয়ে স্থান দিয়ো না: আমি বেঁচে থাকৃতে পুরে কেউ সুখী হবে না। আমাকে হত্যা করা বাবার বড় সাধ হয়েছে; সে সাধে বাধা দিয়ো না; আমার আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছাও নাই। যাব পিতা,

পুত্রের প্রাণ নিতে চায়, সে ছেলের জীবনে সুখ কোথা, মা? স্নেহময় পিতার স্নেহলাভে আমি চিরদিনের মত বঞ্চিত হই, বাধা দিয়ো না; আমার আর কেউ নাই, মা! আমি রাজার ছেলে হ'য়ে কোথায় স্নেহে পালিত হব, তা না হ'য়ে সকলের চক্ষুঃশূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। পৃথিবি! দ্বিধা হও মা, প্রবেশ করি, আমার আর সংসারে কেউ নাই।

রাবণ। কালযবন! বিলম্ব ক'রো না, শীঘ্র বিরাধের অস্তিত্ব লোপ কর।

রাণী। পাষাণ—পাষাণ রাজা, বল্‌তে হৃদয় ফেটে যায় না? কি পাষাণ—কি পাষাণ!

কাল। সাবধান গর্ব্বিতা রাণী, অগ্রে তোমাকেই সংসার থেকে বিদায় দিই। [সর্প ছাড়িতে উদ্যত]

রাণী। ঐ এল—ঐ এল,—ঐ এল, ভয়ঙ্কর সর্প, কি লাল চক্ষু, কি করাল ফণা, কি উগ্রদর্শন! কি বিষম গর্জ্জন! ঐ ঐ লক্ লক্ লক্ জিহ্বা, আসে আসে—খেলে খেলে, মলেম—মলেম! [চীৎকার]

বিরাধ। রাম! দয়াময়! জানকীবল্লভ! তুমি না কি ক্ষীরোদ জলে অনন্তের অনন্ত ফণার বিষজ্বালা নষ্ট কর্‌তে পার, এস, রাম! এস আমার দয়াল রাম, আমার মাকে বাঁচাও, আমার যে আর সংসারে কেউ নাই, কেবল মা'র মুখ দেখেই আছি। রাম! রাম! রাম! ঐ আস্‌ছে—ঐ আস্‌ছে—ঐ ভীষণ ফণা তুলে আস্‌ছে। সর্প! সর্প! তুমি আমার মাকে দংশন ক'রো না, আমি মাথা পেতে দিচ্ছি। তুমি তোমার সমস্ত বিষ, কাম্‌ড়ে আমার রক্তে মিশিয়ে দাও, আমি মা হারা হ'য়ে আর বাঁচব না।

দ্রুতপদে উন্মাদিনী সাধিকার প্রবেশ।

সাধিকা। [পিঞ্জর কাড়িয়া লইয়া] কালযবন! রক্ষঃ কুলাঙ্গার!

পূতিগন্ধময় নরকের কীট! দুঃখিনীর পর্ণকুটীর থেকে ধ'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছ? কি বল্‌ব, তখন আমি ছিলাম না, নৈলে দেখ্‌তেম, তুমি কেমন সেনাপতি? এই সর্পের তুমি গৌরব কর্‌ছ? কৈ সর্প, নে—দংশন কর্‌, মাথা পেতে দিচ্ছি। দেখি তোর উগ্রবিষের পরিণামটা কত দূর? কৈ রে, রাবণ? কৈ রে, কালযবন? কৈ রে দুরাত্মারা? রামভক্তের জীবনহন্তা পশুদল! কৈ? কৈ? শুধু এ সর্প কেন, নে—ধনু ধর্‌, অসি ধর্‌, শেল শূল, পট্টিষাদি যা আছে, নে—ধর্‌, আমার অঙ্গ বিদ্ধ কর্‌, বক্ষঃ পেতে দিচ্ছি। তোরা জানিস্‌, এই উন্মত্তা সাধিকা ভৈরবী, খেচরী সিদ্ধি করেছে। অগ্নি জল, বায়ু অস্ত্র, সর্প বজ্র কিছুতেই তোরা বিরাধকে নাশ কর্‌তে পার্‌বি না। নে, যতদূর কুমন্ত্রণা আছে, ক'রে নে। কালযবন! কালযবন! দেখ তবে এই সর্প নিয়ে তোরই বংশ নাশ কর্‌তে চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সকলে। [চকিতে দাঁড়াইয়া পুনঃ উপবিষ্ট হইয়া ভয়বিহ্বল স্বরে] করা যায় কি, করা যায় কি, তাই ত করা যায় কি? [ইত্যবসরে শূন্য হইতে একখণ্ড ভূর্জ্জপত্র পতিত] কি, কি, দেখ, দেখ!

অসুরবাণী। এই মন্ত্র তোমরা অভ্যাস ক'রে নাও, এর দ্বারা দৈবশক্তি বা যোগবলও ব্যর্থ হবে; আমি শুক্রাচার্য্যের শিষ্যা ত্রিমুণ্ডী।

[সকলে শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভূর্জ্জপত্র লইয়া দেখিল]

রাবণ, সরভ, কাল। [উচ্চৈঃস্বরে] এইবার আর রক্ষা নাই।

রাণী, বিরাধ। এইবার আর রক্ষা নাই।

রাবণ। কর বধ এইবার অবাধ্য নন্দনে।

[ঊর্দ্ধদেশে ধনু ধারণ]

হিরণ্য। যা ইচ্ছা তোমার রাজা, কর এতক্ষণে॥ [ভূতল রক্ষা।]

সরভ। দিক্ রক্ষা করি আমি পরম যতনে।
কাল। আমিও প্রস্তুত হই বিরাধ নিধনে॥
আয় রে বিরাধ, রক্ষঃকুলের কণ্টক!

শুনেছি এমনি ভাবে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বধ করতে গিয়ে কপটী বিষ্ণুর হস্তে মারা পড়েছিল! আয় আয়, বিষ্ণু! আয়—আয়, কপটী! একবার তেম্নি ক'রে নরসিংহ মূর্ত্তি ধ'রে আয়, দেখি কেমন তুই বিরাধকে বাঁচাতে পারিস্। দেখি কেমন ক'রে তুই হিরণ্যকশিপুকে নষ্ট করেছিলি? কি বল্‌ব, হিরণ্যকশিপুর যুগে কালযবনের আবির্ভাব হয় নি, নৈলে তোমার নৃসিংহ মূর্ত্তিটাকে দস্তে দস্তে চূর্ণ ক'রে ফেল্‌তেম। আয়, আজ এসে তোর ভক্তকে রক্ষা কর্, দেখি কেমন তুই বলীয়ান্?

রাণী। বিরাধ রে, বিরাধরে, দুখিনীর অঞ্চলের নিধি, কি কর্‌ব, বাপ্! কি হ'ল রে— কি হ'ল রে! ওগো, কে আছ গো, আমার বিরাধকে বঁচাও গো! কৈ, দেবর্ষি নারদ, কোথায়? তোমার শিষ্যের অন্তিম কাল উপস্থিত, একবার এস, তুমি যে রামনাম বাছাকে শিখিয়ে গিয়েছ, সেই রামনামই কাল হয়েছে, আজ স্বয়ং কাল কালযবনের হাতে প'ড়ে প্রাণ হারাতে বসেছে। কৈ মা, পাগলিনি! তুই কোথায় পালিয়ে গেলি, মা? আমার বিরাধের বধের পূর্ণ আয়োজন দেখে যা, মা! আজ পূর্ণঘটায় সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন হচ্ছে। কৈ, কেউ এলে না? মধুসূদন! মধুসূদন! অনাথের বন্ধু! অসময়ে তুমি বই আর কেউ নাই। এস, দুষ্টের দলনকারী, শিষ্টের পালনকারী, ধনুকধারী ভক্ত বৎসল, রাম! আমার কুমারকে বাঁচাও। [মূর্চ্ছা]

গীত।

এস দুষ্টের দলনকারী রাম দীনবন্ধু হে।
(অসময়ে আর যে কেহ নাহি হে)

দয়া ক'রে দাসের দুঃখ দেখ দয়া-সিন্ধু হে।
দুষ্টের দলে এ কি ঘটায়,
বিরাধের বধ পূর্ণ ঘটায়,
একি রটায় পাপের ছটায় হে—
তোমার নাম নিলে তার
নাহি হয় নিস্তার,
একি রঘুকুলসিন্ধু-ইন্দু, দাও কৃপাবিন্দু হে॥

বিরাধ। মা! মা! মা! যেমন জ্ঞানহারা হ'য়ে প'ড়ে আছ, অমনি থাক; আর এই পাপ জল্লাদ সেনাপতির হাতে আমার মৃত্যু দেখো না, ছেলের মরণ মা'র প্রাণে বড়ই বাজে। মা! তবে বিদাই হই, মা!

কাল। হও—তবে বিদায় হও, চিরদিনের মত বিদায় হও।

রাবণ। বধ কর—বধ কর।

বিরাধ। কালযবন! তুমি ত আমায় বধ করবেই, তবে ক্ষণকাল বিলম্ব কর, আমি একবার আমার রামচাঁদকে ভাল ক'রে ডেকে নিই।

কাল। আচ্ছা—নে, নে তোর রামকে ডেকে নে।

বিরাধ। রাম! রাম! রাম! জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! রাম, আমার মৃত্যুকাল, কাল কালযবন আজ মহাকালরূপে গ্রাস করছে। নবঘন শ্যাম, বাঁকা, ধনুঃধারী মুরারি, রাবণারি, দৈত্যারি, তোমার পুরারি পূজিত পদকমল দেখ্‌বার বড়ই সাধ রইল। কালভয়হরণ, কমলাঁখি! আমি রাক্ষসের—পাপ রাক্ষসের—পাপ পুষ্করের—পাপ কালযবনের হাত হ'তে মুক্তি লাভের জন্য তোমায় ডাকি নি, তুমি এস বা না এস, তাতে আমার সুখ দুঃখ কিছুই নেই, বরঞ্চ এলে আমি দুঃখিতই হব, কেন

না তাহ'লে মন্ত্র মাহাত্ম্য জগৎ থেকে লোপ পেয়ে যাবে। শুক্রাচার্য্যের শিষ্যা ত্রিমুণ্ডী রাক্ষসী মন্ত্র প্রেরণ করেছে। অথবা ইচ্ছাময় হরি, অথবা দয়াময় রাম, তোমার যা ইচ্ছা। কিন্তু রাম! তোমার নব দূর্ব্বাদল অমন ভুবন মোহন, অমল চারুবরণ মরণকালে দেখ্‌তে পেলেম না, এই একটা আমার মনে বড় খেদ রইল।

গীত।

অমন সুচারুবরণ, বারিদবরণ, দরশন আর হ'ল না।
তাই রাঙাপদ রঘুনাথ, দেখিতে আর পেলাম না॥
কেবল যাওয়া আসা সার হ'ল,
ভবের খেলা ভেঙ্গে গেল,
অন্তিম সময় দয়াময় আর দাসে ভুলো না॥
নবঘনশ্যাম ধনুকধারী,
রাম রঘুনাথ রাবণারি,
ভজনসাধনহীন দীনতারণ, দীনে তার না॥

কাল। সাধ মিটেছে, অবাধ্য! বলি ডেকে সাধ মিটেছে?

বিরাধ। না, সেনাপতি! এখনও সাধ মেটে নাই, আমার রামের নাম ক'রে কারো কি সাধ মেটে? রামের আমার নামটির এমনি গুণ, যত বলি ততই বল্‌তে মন যায়।

কাল। আঃ, তবে কে এত দীর্ঘকাল বিলম্ব কর্‌বে?

বিরাধ। না না, আর বেশী বিলম্ব কর্‌তে হবে না, দেখ—চিরদিনের মত চ'লে যাচ্ছি, চিরদিনের মত অবসাদের গর্ভে ডুবে যাচ্ছি, আর ত তোমায় জ্বালাতন কর্‌তে আস্‌ব না, আর একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার গুরুদেবকে ডেকে প্রণাম ক'রে নিই। আজ আমায় এই দধি-সমুদ্রের মত ভীষণ কালসমুদ্র পার হ'তে হবে। গুরু পারের কর্ত্তা,

ভবের কাণ্ডারী, একবার ডাকি। আমার মনোমন্ত্রময় তরীতে আরোহণ করিয়ে ধীরে ধীরে পার হ'য়ে যাই, তুমি আর একটু সময় দাও।

কাল। আচ্ছা, তাই নয় আর একটু সময় দিলাম, ডাক্, দেখি কে-ই বা তোকে ভবসমুদ্র পার করে; আর কে-ই বা তোকে কালযবনের হাতে রক্ষা করে? শেষের ডাক্ একবার উচ্চৈঃস্বরে ডেকে নে।

বিরাধ। গুরু! ভবের কাণ্ডারী! পার করুন, সময় হয়েছে। নিয়তি লীলার রঙ্গক্ষেত্রে আমি এখন শায়িত, আসুন আসুন—আমার শেষ সজ্জা আমার মহাশয্যা, এই যন্ত্রণা শয্যায় অবধি হয়, আপনার মত গুরু পেয়ে এবং রামের মত দয়ার অবতার পেয়েও রামকে দেখ্‌তে পেলেম না। আমার শ্মশান অস্থিতে এবং মৃত্যুর অঙ্গারেও এই দুঃখের বেদন হৃদয়বান্ মাত্রেই অনুভব করতে পারবে। পরমদয়াল পতিতপাবন রাম আমার, এমন দয়ার অবতার আর হয় নাই, আর হবেও না। অহো হো, যবন চণ্ডাল, বানর ভল্লুক, রাক্ষস বিড়াল, পশু পক্ষী, ব্রাহ্মণ দেবতা কাউকে রাম আমার দয়া দানে বঞ্চিত করেন না, রামের কাছে আমার সবাই সমান; গুহক চণ্ডালের মা রামকে আমার কোলে নিয়ে হুড়ি-ধানের মুড়ি খাইয়েছিল, রাম আমার তাই খেয়েছিলেন। অমন রাজার ছেলে, শুধু রাজা? কত শত বিশ্বের রাজা আমার রাজারাম রাজরাজেশ্বর, একটুখানি বিরক্ত হ'ন্ নাই। রামকে আমার লোকে ভক্তিভরে যা দেয়, রাম আমার তাই নিয়ে থাকেন, আমার মনে বড় সাধ ছিল—কতকগুলি বেশ ভাল বনের ফল রামকে খাওয়াব; না—তা আর হ'ল না, এই দেখ, কালযবন! আমার পরিচ্ছদের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি, এই নাও, ধর-ধর, রাম যদি কখন এখানে আসেন, তবে দিও, আর ব'লো যে, পতিতপাবন! দাসানুদাস বিরাধ এই ফলগুলি দিয়ে গেছে।

গীত।

ভক্তি ক'রে রামকে আমার হয় সব দিতে।
পত্র পুষ্প জল যা দেয় লোকে নিয়ে থাকেন তাই দুটি হাত পেতে।
গুহক চণ্ডালের মাতা অতি স্নেহ ভরে,
কাঁচা মাছ নিয়ে আমার রঘুবরে
বল্‌লেন খা দেখিয়ে রাম, নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
আমার রাম তাই খেলেন, সুধা যেন পেলেন মুখে করিতে ॥
রাজার ছেলে হ'লে বল কিবা হয়,
আমার রামের মত দয়াল আর ত কেহ নয়,
তাই বনের বানরে, নিলেন কোলে ধ'রে,
আমার রাম গুণাকর, করুণার আকর,
এসেছেন ভবে অধম তারিতে ॥

কাল। আচ্ছা, তাই হবে কুলাঙ্গার, তাই হবে। এবার আর অপেক্ষা করতে বল্‌বি ? না এই শেষ করি। [ভূমিতে ফেলিয়া বক্ষে উপবেশন]

বিরাধ। হাঁ, শেষ কর, গুরু! ভবের কাণ্ডারী! পার করুন, গুরু! ভবের কাণ্ডারী! পার করুন। রাম, সীতারাম, রাম, সীতারাম, গুরু! ভবের কাণ্ডারী! পার করুন।

দ্রুতপদে নারদের প্রবেশ।

নারদ। কৈ, বাপ্! কৈ রে? কৈ রে আমার প্রাণের বিরাধ? কৈ রে আমার সুবোধ শিষ্য? কৈ রে আমার রাম প্রেমে মাতোয়ারা? ঐ যে—ঐ যে কালযবন বক্ষে উপবেশন করেছে; ঐ যে গলা চেপে ধরেছে, ঐ ঐ মার্‌লে, মার্‌লে। কালযবন, কালযবন, ছাড়—ছাড়, অমন কুকাজ ক'রো না, শিশুহত্যা ভক্তহত্যা ক'রো না, করতে নাই, করতে নাই, পাপ—পাপ—মহাপাপ!

কাল। কে তুই দুরাত্মা, কে তুই পরিত্রাতা, শক্তি থাকে, অগ্রসর হও, কালযবনের বজ্রমুষ্টি তোরও বক্ষ দলন কর্‌বে, আয়—আয়।

সরভ। ঐ সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী—ঐ সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী!

নারদ। তাই ত কি করি, কোন্ দিকে যাই, বিরাধ, বিরাধ, আমি এসেছি রে। [ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত]

সরভ। সাবধান, সাবধান, সাবধান, কার সাধ্য আমাদের সম্মুখীন হয়?

দ্রুতপদে সাধিকার প্রবেশ।

সাধিকা। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, ঘোর ষড়্‌যন্ত্র, শিশুহত্যা, ভক্তহত্যা—

সরভ। সাবধান, পাগলিনি! সাবধান। [ধনুষ্টঙ্কার]

নারদ। আয়, পাগলিনি! তোর স্নেহের বিরাধকে বাঁচা।

সাধিকা। দেবর্ষে! দেবর্ষে! যাবার পথ পাচ্ছি না।

নারদ। ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দিক্ মন্ত্রবলে রক্ষিত, চতুর্দ্দিকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ, কি ভীষণ ব্যাপার! কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড! কি দারুণ শোক-দৃশ্য! বিরাধ রে! বিরাধ রে! বুঝি আর তোকে বাঁচাতে পার্‌লেম না।

সাধিকা। যোগীর যোগবল নষ্ট হ'ল, দেবতার দৈবশক্তি ব্যর্থ হ'ল, বিরাধ রে, একবার শেষের সময়ে জয় সীতারাম, জয় সীতারাম ব'লে ডাক্।

বিরাধ। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!! জয় সীতারাম!!

হনুমানের প্রবেশ।

হনু। আরে আরে, নরকের কুক্কুরগণ! আরে আরে নীচমনা রাক্ষস! [আক্রমণ করিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত]

সরভ। সাবধান, দুষ্ট!

হনু। [চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া] তাই ত, সকল দিক্ রুদ্ধ, মন্ত্রবলে রুদ্ধ, নৈলে হনুমান্ অস্ত্রে ভয় করে না, ও হো হো, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বিরাধ। বন্ধু রে! আর ভাই, আর দৈবশক্তি নষ্ট হ'ল, কিছুই কর্তে পার্ছি না।

কাল। [নাচাইয়া]

একে একে আর সব দেবতা পালালো।

একে একে আর সব ত্রিদিব ছাড়িয়া,

কর রক্ষা বিরাধের প্রাণ।

ত্রিমুণ্ডীর মন্ত্রবলে রাক্ষস রক্ষিত।

হনু। ত্রিমুণ্ডীর মন্ত্রবলে রাক্ষস রক্ষিত?

ওহো, কি দারুণ কথা পশিল শ্রবণে,

ত্রিমুণ্ডীর মন্ত্রবলে রাক্ষস রক্ষিত?

ও হো, তাই বুঝি শিশুহত্যা হয় এ পুরে!

ত্রিমুণ্ডীর মন্ত্রবলে রাক্ষস রক্ষিত,

ও হো, তাই বুঝি রামনাম আজি ব্যর্থ হ'ল!

বিরাধ। গুরু! ভবপারের ত্রাণকর্ত্তা কাণ্ডারী! প্রণাম করি, যাই, তবে যাই, জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!

নারদ। কি কর্ব, বাপ্! পথ অবরুদ্ধ, বিষম সঙ্কট, এ সঙ্কটে তোমার রামচাঁদ ভিন্ন আর কেউ পরিত্রাতা নাই, যেতে পার্লেম না, যেতে পার্লেম না।

বিরাধ। বিদায় হই, ভাই সব! বিরাধের মৃত্যুকালে একবার উচ্চৈঃস্বরে বল—জয় রাম! জয় সীতারাম!!

কাল। এইবার তোর ভবের খেলা সাঙ্গ করি। [নাচাইয়া বক্ষে উপবেশন ও গলা টিপিয়া ধরিয়া বিরাধকে বধ]

হনু, নারদ, সাধিকা। জয় রাম! জয় সীতারাম!! রাম, রক্ষা কর, রাম, রক্ষা কর, তোমার ভক্ত মজে, ভক্ত রক্ষা কর।

কাল। আর রাম রাম কর, এই দেখ্ রামের শক্তি, [মৃত বিরাধকে লইয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন] এ কি প্রহ্লাদ পেয়েছিস্? এ কি হিরণ্যকশিপুর সংহার পেয়েছিস্, যে তোদের কপটী কৃষ্ণ, কপটী রাম নৃসিংহ মূর্ত্তিতে এসে উপস্থিত হবে? কালযবনকে বঞ্চনা কর্‌তে তোদের রামের সাধ্য কি?

হনু, নারদ, সাধিকা। হায়, হায়, সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল!

রাবণ। দাও রক্ত হৃদয় চিরিয়া পাপ বিরাধের,
দাও রক্ত হৃদয় চিরিয়া,
ভ্রাতৃ শোক করিব নির্ব্বাণ,
দাও সবে সাজাইয়া বিরাধের রক্তে।

সরভ। দাও সবে সাজাইয়া বিরাধের রক্তে।

কাল। নাও রুধিরের ফোঁটা রক্ষোবীরগণ! [প্রদান]

সরভ, কাল। জয় রাবণের জয়! জয় পুষ্করের জয়! জয় রাক্ষসের জয়!!!

রাবণ। জয় কালযবনের জয়। [নিজের মুকুট লইয়া]
আজ হ'তে রাজা তুমি হ'লে পুষ্করের
আজ হ'তে তোমারি অধীন
রাজা সহস্র আনন।

নারদ। ওহো, কি হইল সর্ব্বনাশ! [রোদন]
কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইল সাধিত!
কি ভীষণ নরকের দ্বার হ'ল উদঘাটিত!
সবে কুমন্ত্রণা করি বধিল বালকে,
ত্যজিল পরাণ শিশু রাম রাম বলি,
কারো না হইল সাধ্য বিরাধে বাঁচাতে।

[illegible]
[illegible], [illegible] তার নাম ;
[illegible] কি দারুণ [illegible] !
বিশ্ববাসি ! রাম নাম কেহ না বলিবে,
নির্দ্দয় রামের নাম কেহ না শুনিবে ।
গাও, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা,
নির্দ্দয় বলিয়া রামে গাও, বিশ্ববাসি !
মরে শিশু রাম রাম বলি,
এল না এল না রাম ভক্তে বাঁচাইতে,
এই কি রে ভক্তাধীন নামের গৌরব ?
এই কি রে অবতার মানবে তারিতে ?
দেখিরে এ ভীষণ ব্যাপার,
কে বলিবে রাম দয়াময় ?
ও হো হো—ও—হো—হো !
ঘৃণার অনলে প্রাণ দহে নিরন্তর ।
বিশ্ববাসি ! হরিনাম না বলিও আর,
না পূজিও চন্দন তুলসী দানে রামের চরণ ?
বিষ্ণু শিলা দাও সবে দূরে ফেলাইয়া,
কেন মিছি যোগ যাগ, তন্ত্র মন্ত্র জপ, ,বার
ভক্তগণ ! আকুল অন্তরে প্রেমভরে
কাঁদিও না রাম রাম বলি,
কাঁদ এই বলি নির্দ্দয় নির্দ্দয় রাম,
নির্দ্দয় রামের নাম নির্দ্দয় সংসারে ।

[প্রস্থান ।

হনু। অকলঙ্ক রাম নামে রটিল কলঙ্ক,
আর কেন হনুমান্ ধরাধামে আছে?
আর কেন পুষ্করেতে রণ আয়োজন?
আর কেন রাঘবের চরণ অর্চ্চনা?
নির্দ্দয় নির্দ্দয় রাম বড়ই নির্দ্দয়!
ভগবন্!
তুমি দেব অন্তর্যামী ভক্ত প্রাণধন,
শুনিয়াছি—সাধুমুখে ভক্তাধীন তুমি,
দেখিয়াছি—রাম তুমি পূর্ণ অবতার,
জানিতাম—রাম তুমি দয়াময় বলি,
এ কি দয়া রঘুনাথ, কোথাও না দেখি।
বালক ডাকিল কত কাতর হইয়া,
কতই বেদনা প্রাণে পাইয়া মরিল,
আসি নিকটেতে রাম তবু না আসিলে?
হায়! হায়! এ কি হ'ল, প্রভো!

আর কি বিশ্ববাসী রাম রাম ব'লে ডাক্‌বে? রঘুনাথ! দয়াময়, আপনি এলেন না কেন? ঠাকুর লক্ষ্মণ যখন জিজ্ঞাসা কর্‌বে যে হনুমান্, তুই ছিলি, তবু কেন বিরাধকে বাঁচাতে পার্‌লি না, তখন কি ব'লে উত্তর দোব? মা জনকনন্দিনী, কেন মা এসে বিরাধকে বাঁচালে না? রাম যদি না এলেন, তবে তুমি এলে না কেন, মা? গোলোকেশ্বরী রামজায়া! তোমার মনে এই ছিল, মা? তুমিই কুমন্ত্রণা ক'রে পুষ্করে এনে এই প্রমাদ ঘটালে? রাম আসে নাই ব'লে তুমিও এলে না, রাম ছাড়া তবে কি তুমি কোথায়ও যাও না? রঙ্গময়ি! এ কোন্ রঙ্গ খেলা? ভক্তের সঙ্গেও বঞ্চনা? মৃত্যুকালেও পরীক্ষা? নির্দ্দয় তোমরা মা, নির্দ্দয়

তোমরা, আর তোমাদের কাছে যাব না। গেলেই ত লোকে বল্‌বে, আর কেউ রাম রাম ব'লে ডেকো না, আর কেউ রামসীতার পদলাভে চেষ্টা ক'রো না; আর কেউ রামসীতার যুগল ছবি হৃদয়ে ধ্যান ক'রো না। হাঁ, মা! এ দুঃখ কি হনুমানের প্রাণে সহ্য হবে? য়্যাঁ! য়্যাঁ! আমার রামসীতার নাম কেউ নেবে না, ওহো হো, হনুমান্ তা শুন্‌তে পার্‌বে না! [মূর্চ্ছা]

গীত।

হায় কি হইল, বালক মরিল
কলঙ্ক রটিল, রামেরি নামে।
অঞ্জনানন্দন, বিষম বেদন,
রাঘবের নিন্দা, স'বে না প্রাণে॥

কলঙ্ককাহিনী শোনাবার তরে,
জনকনন্দিনী আনিয়ে পুষ্করে,
হায় মাগো, কত ফেলেছ দুষ্করে,
যাতনা বল না সহি কেমনে॥

বিশ্ববাসীজন সকলে বলিবে,
নিদয় রামের নাম কেহ না লইবে,
হনুমান্ বল কেমনে শুনিবে,
রাম নিন্দা কাণে;—

হায়, রাঘব চরণে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া,
মরিতেছে হনু কেবল কাঁদিয়া,
দাও মা আসিয়া, এই শিশু বাঁচাইয়া,
ধৈরজ ধরি,মা, এ পোড়া পরাণে॥

সাধিকা। দয়াময়! কি কর্‌লেন?
রঘুনাথ! কি কর্‌লেন?
কেঁদে গেল দেবর্ষি নারদ,
কেঁদে মরে বীর হনুমান্‌
ছিন্ন কদলীর মত পড়িয়া ভূতলে।
এ দেখেও সাধিকা পাষাণী
নীরব নিস্পন্দনেত্রে আছে দাঁড়াইয়া।
হায় রে কালের স্রোতে
ভেসে গেল, একটি প্রসূন,
নিয়তির গভীর আবর্ত্তে
স্মৃতিচিহ্ন তার ফেলিল মুছিয়া।
উত্তপ্ত প্রাণেতে শান্তি আনিবার তরে
বলিব কি—বলিব কি, নিয়তির খেলা।
হায়, হায়, কে জানে এমন!
জানিলে কি যাইতাম তথা?
কাল হ'ল কাল ভুজঙ্গেরে নিয়ে।
রাণি! রাণি! ওঠ্ মা, ওঠ্ মা,
নিয়ে গেছে তোর সোণার প্রদীপ,
চ'লে গেছে তোর যাদুমণি সংসার ত্যজিয়া।

রাণী। [উঠিয়া রোদন]
একি শু'নি অশনি সমান—
নিবে গেছে তোর সোণার প্রদীপ,
চ'লে গেছে তোর যাদুমণি সংসার ত্যজিয়া!
তাই ত তাই ত, কালযবন, কালযবন, করেছ কি? আমার স্নেহের

মাণিককে মেরে ফেলেছ! হাঁ গো, তোমরা সব ছিলে, তবুও কেউ নিষেধ কর নাই? আমার বাছাধন কোথায় গেছে ব'লে দাও, মা! কেউ যদি জান, আমার বাছা কোথা? আমার দুধের ছেলে গো, আমার দুধের ছেলে। পোড়াকপালীর কি হ'ল, মা! আমার পোড়া-কপালে কি ছিল, মা? আমার সোণার সংসার অঁাধার হ'ল! মহারাজ! মহারাজ! মনের সাধ মিটেছে? তবে আর কেন, ঐ মরা ছেলে মার কোলে তুলে দিন্, আমি আজ ভাল্ ক'রে কাজল ফোঁটা দিয়ে বাছাকে সাজিয়ে দিই।

রাবণ। এই নে—পাপিয়সী, নে—ধর।

[বিরাধকে অর্পণ]

রাণী। একি! রক্ত—রক্ত? হৃদয় চিরে রক্ত নিয়েছেন? দেখ গো, সব দেখ গো, ছেলেটাকে মেরেও সাধ মেটে নাই, আবার রক্ত নিয়ে কপালে ফোঁটা পরেছেন। হায়, হায়, কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! এমন স্বামী যেন জগতে কারো না হয়!

রাবণ। দূর হ, সুলোচনা! রাজভবন থেকে দূর হ'য়ে যা।

রাণী। কোথা যাব, মহারাজ!
এ পোড়া পরাণ নিয়ে?
পথ নাহি পাই,
কোথা গিয়ে মনোমাঝে ধৈরয ধরিব?

সাধিকা। চল মাগো, অনন্ত শ্মশানে,
জীবের অনন্ত জ্বালা জুড়াবার স্থানে,
চল মা, চল মা, নীরবেতে
অঁাখিনীর মুছিব যতনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সরস্ত। কি ওটা! কি ওটা! জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত? মহারাজ! দেখুন—দেখুন, কি ওটা?

রাবণ, কাল, হিরণ্য। [সিংহাসন হইতে উঠিয়া সচকিতে] ভাইজ, কি এটা হে, কি এটা? [পুনর্ব্বার উপবেশন]

রাবণ। বোধ হয়, কক্ষভ্রষ্ট সূর্য্যমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম অংশ, কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! কালান্তক যম হ'লেও হ'তে পারে।

হিরণ্য। তোমরা কি কেউ ওকে এর পূর্ব্বে আস্‌তে দেখ নাই? আমার বোধ হয়, ছদ্মরূপিণী কোন দেবতা?

কাল। দেবতা পাষণ্ডীদের মধ্যে কেউ নয়, ঐ দেখ একটা বিপুল প্রতিচ্ছায়া পড়েছে; দেবতা হ'লে ছায়া থাক্‌বে কেন? তবে কি ওটা ঘোর রক্তবর্ণ!

সরস্ত। লোম লাঙ্গুলও রয়েছে যে, বৃহদাকার জন্তুবিশেষ ব'লে বোধ হচ্ছে। বিরাধকে হত্যা কর্‌বার সময় এটা একবার যেন চারদিকে আস্ফালন ক'রে এসেছিল।

রাবণ। তখন আমার বোধ হয়েছিল, বুঝি বা পিতা তপনদেব, আবার বাধা দিতে এলেন।

হিরণ্য। যাই হ'ক্ কোন হৃদয়বান্, এই হত্যাশোকে মৃতবৎ নিশ্চল।

সরস্ত। না না, তা নয়, তুমি ত তোমার মত সংসারটাকে হৃদয়বান্‌ই মনে কর্‌ছ; বোধ হয়, কোন খেচরবাহী জন্তু, আকাশ থেকে প'ড়ে জীবন হারিয়েছে।

ভদ্রমুখের প্রবেশ।

ভদ্র। মহারাজ! মহারাজ!

সরস্ত। কি, ভদ্রমুখ! এত কাঁপ্‌ছ কেন? কাণ্ডটা কি?

ভদ্র। প্রকাণ্ড কাণ্ড, বেজায় বেজায়, বিপর্য্যয় বিপর্য্যয়, আক্কেল

গুড়ুম আক্কেল গুড়ুম, বাপ্, বাপ্, বাপ্, হাঁপিয়ে বাঁচি, ভাগ্যে যাই নাই, বাবার পুণ্যি ভাল তাই, জান্‌লে বাবা, তাই।

সরভ। কি—হয়েছিল কি ?

ভদ্র। দফা নিকেশ, আর কি হয়েছিল। ভাগ্যে যেতে যেতে ফিরে এলেম।

হিরণ্য। মহারাজ! নিশ্চয়ই পুষ্করে কোন অমঙ্গল ঘটেছে, পুত্র-হত্যার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন, কি অনর্থ উপস্থিত হয়!

রাবণ। ভদ্রমুখ! কি হয়েছে বল না? কিছু দেখেছ না কি ?

ভদ্র। দেখেছি ব'লে দেখে'ছি, মহারাজ! পালে পালে—দলে দলে আস্‌ছে।

সরভ। কি আস্‌ছে কি ?

ভদ্র। আমি কি আর নাম জানি, দেখে বোধ হ'ল, জানোয়ার হবে, আর কিছু নয়, বড় জানোয়ার।

সরভ। পেটগুলো খুব বড় বড় নাকি ?

ভদ্র। হাঁ হাঁ, বড় বড় পেট হ'লেই জানোয়ার হয় নাকি? বাপ্ বাপ্, কি অবাক্! কোথা থেকে এসে জুটল মর্‌তে? কিল্ কিল্ কর্‌ছে, সমুদ্রের এ পাশ ও পাশ ছেয়ে ফেলে ছাউনি ক'রে বসেছে। ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর! দেখ্‌লে পরে জোলাপ নিতে হয় না, এমনি সুন্দর ওষুধ।

সরভ। আকৃতিগুলো সব কেমন ?

ভদ্র। ভাল ক'রে চাইতে পেরেছিলাম কি? দেখ্‌লেম—এক এক দল, বড় বড় পেট, লাল, কাল, সবুজ, জরদা, বেগুনে, হল্‌দে, পাঁউসে, পিঁজুটে। তেএঁটে সব জানোয়ার। কেউ বিশ হাত, পঞ্চাশ হাত, সোয়াস' হাত, কেউ পাহাড়ের মত, সব বেটারই মুখগুলো পোড়া, আবার কোমরের নীচে একটি শ্রীলেজ আছে। সেটা আবার বড় রকমের চাবুক বল্‌লেও

হয়, আর কতকগুলো কালো রঙের লম্বা লম্বা লোম হুদ্‌হুদ্ কর্‌ছে। মরেছে আর কি, সেই হুদ্‌হুদে জানোয়ারগুলো পথ হেঁটে এসে সব শুয়ে প'ড়ে গেঙাতে আরম্ভ করেছে। আরও কতকগুলো মানুষ, কচি কচি টুক্ টুকে ছেলেও এসেছে, মনে কর্‌লেম ধরি—আর কি।

সরভ। তুমি ছেলে ধরা নাকি ?

ভদ্র। তা যখন এ রাক্ষুসে ব্যবসায় আছি, তখন আর ছেলে ধরা নই হ'লে চলে কৈ ? এখন উপায় কি ?

সরভ। যাক্, এখুন এইটে কি, দেখ্‌তে পার ? এই মরাটা ফেলে দিয়ে আস্‌বে চল।

ভদ্র। বাপ্, বাপ্! সেই মূর্ত্তিও এখানে ? মহারাজ, মহারাজ, এমান প্রায় সবই; তাই বল্‌ছিলেম মহারাজ, জানোয়ার—জানোয়ার, সর্ব্বনাশটাই হ'ল রে, বাবা! কেউ আমাকে ধর গো, ভয়ে যে আমার মূর্চ্ছা যাবার মত হচ্ছে রে! সরভ, সরভ, আমায় কোলে ক'রে ঘরে দিয়ে আস্‌বে চল, আমার খালি কম্পন হচ্ছে। [কোলে উঠিতে যাওয়া]

সরভ। এই মরেছে আর কি, ভদ্রমুখ! ভদ্রমুখ! আমরা আছি, ভয় কিসের ?

ভদ্র। নয় কিসের ? তোমরা আর কি কর্‌বে ? আমার ব্যারাম আমিই ভোগ করি। এই ত কম্পন আরম্ভ হয়েছে, যখন।

সরভ। ভদ্রমুখ! তুমি পাজীব্ একশেষ, চেয়ে দেখ না, ভয় কিসের ? আমরা রয়েছি।

ভদ্র। আর ভরসাই বা কিসের ? দেখি তবে, উপরোধে পড়ে লোকে ঢেঁকিটাও গিলে, দেখি তবে—[চস্‌মা বাহির করিয়া চোখে দিয়া] তাই ত, খুব লাল রঙের দেখ্‌তে পাচ্ছি, কি এটা ? তবে কি যুমন্ত অশ্বডিম্ব ? সরভ! এটা ঘুমন্ত অশ্বডিম্ব।

সরভ। ঠিক ক'রেই দেখ না।

ভদ্র। দেখ্‌ব কি আর, এ চস্‌মায় ভাল দেখায় না। [চসমা খুলিয়া কাপড়ে মুছিয়া পুনর্ব্বার চোখে লাগাইয়া] তবে কি ব্রহ্মার বেটা শর্ম্মা হবে? ব্রহ্মা ঠাকুরও লাল, আর শর্ম্মা ঠাকুরও লাল, কি এটা হে? য়্যাঁ! মরুক্ গে ছাই, আমার যা দরকার দেখে নিই। [লেজ তুলিয়া] বাপ্ বাপ্! কি বেকুব আমি, এখনও লেজটা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছি? একটা ঝাপ্‌টা দিলেই গেছি আর কি।

সরভ। যাও, দূর ক'রে এটা টেনে ফেলে দিয়ে এস, মৃতদেহ অধিক-ক্ষণ থাক্‌লে একটা স্থকার জনক দুর্গন্ধ বেরুবে। নাও—নাও, ফেলে দিয়ে এস।

ভদ্র। সরভ! বাবা, গরব ভেঙে যাবে, কেউ একে তুলতে পার্‌বেন না, ধ'রেই দেখুন না।

কাল। আচ্ছা, সরভ! ধর ত, সকলে মিলে একে ধ'রে সাগর জলে ফেলে দিয়ে আসি। [সকলের ধরিয়া স্কন্ধে উত্তোলন]

হনু। জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম! রঘুনাথ! আপনার আশাই পূর্ণ হ'ক, যেহেতু আপনি ইচ্ছাময়, আপনার ইচ্ছায় জগৎ খেলে, কি গূঢ়রহস্য ও ইচ্ছায় জড়িত আছে, কিছুই বুঝ্‌তে পারা যায় না। কি ক'রেই বা বুঝ্‌ব? আমরা ত একটা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র জীব। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!! জয় সীতারাম!!!

কাল। মরে নাই বেঁচে আছে যে, নামাও—নামাও—নামাও।

ভদ্র। না না, নামিয়ে কাজ নেই, বেঁচে নেই—মারা গেছে, চল চল, ও বেটা আগে বলে নাই কেন, "আমি মরি নাই বেঁচে আছি।" কিহে বাপু জানোয়ারের পো! তুমি কেমন ধরণের? ম'রে গিয়ে কথা কও কেন? এখন মরেছ, চল ফেলে দিয়ে আসি, কি করবে? তোমার কপাল!

হনু। দুরাত্মা রাক্ষসের দল! হনুমানের দেহকে ব'য়ে নিয়ে সমুদ্র গর্ভে ফেলে দিতে পার্বি, এত ক্ষমতা তোদের? [জোর দেওয়া]

ভদ্র। আস্তে আস্তে, বাবা জানোয়ার অত জোর দিয়ো না, এখন আর মুখ ফুঁড়ে বেরুলে চলবে কেন? মরেছ, ফেলে দিয়ে আসি। চল চল, ওর কথা শুনো না; বল হরি হরিবোল!

হনু। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!! জয় সীতারাম!!!

রাবণ। কে তুই, নীচমনা! কোথা হ'তে এসে রাবণের সভায় উপস্থিত হ'লি? বল্, নৈলে এই নিষ্কাসিত শাণিত তরবারিতে—

হনু। আমি অযোধ্যা হ'তে রাজা রামচন্দ্রের আদেশে পুষ্করের পাপ, পাপ সহস্রস্কন্ধের—

রাবণ। সাবধান হ'য়ে কথা বল্।

হনু। বিনাশ সাধনে পুষ্করে পদার্পণ করেছি। [উপর হইতে ভর্ দিয়া সকলকে ভূমিতে ফেলাইয়া দণ্ডায়মান্]

রাবণ। কে তুই?

হনু। আমি রাঘবের দূত।

রাবণ। তোর নাম কি?

হনু। লঙ্কাবিধ্বংসী হনুমান্, নিকষাবংশের ধূমকেতু।

কাল। উদ্দেশ্য কি? তোর এখানে আস্বার উদ্দেশ্য কি?

হনু। দুরাত্মা কালযবনের ধমনী বিদীর্ণ করে শোণিত সঞ্চয়ে প্রতিশোধ দেওয়া।

কাল। তবে এই যমালয়ে যা। [ধনুঃ-যোজনা]

হিরণ্য। [কালযবনের হাত ধরিয়া] দূত অবধ্য, ক্ষান্ত হও কালযবন!

কাল। হিরণ্যবাহু! হস্ত পরিত্যাগ কর, অগ্রে উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী দূতের মুণ্ড বিচ্ছিন্ন, তার পর তোমার বাক্যের যথার্থ উত্তর দিতে অবসর হবে।

হিরণ্য। বটে বটে, কালযবন! হিরণ্যবাহু জীবিত থাকতে তুমি দূতের প্রতি অবৈধ আচরণ করবে? মনেও ক'রো না, তা হ'লে আমি প্রকাশ্যে বিদ্রোহিতা আরম্ভ করব। বিশ্বাস না হয়, তবে এই দেখ—এই বিরাট সভা রণক্ষেত্ররূপে পরিণত করি।

কাল। তবে তুমি কি বলতে চাও?

হিরণ্য। আমি বলি, আগে যথাযথ বিষয়টা শোন, তার পর দণ্ডনীয় হয়, দণ্ড দিতে পার, বধ করতে পার না।

কাল। আচ্ছা, তাই নয় ক্ষান্ত হ'লেম। রে বানরাধম! তোর রাম কোথা? যুদ্ধার্থী, না লুকায়িত?

হনু। যুদ্ধার্থী, পুষ্করের রক্ষোকুল ধ্বংস করবার জন্য রঘুনাথ সমুদ্র-তটে উপস্থিত; চল—কার কার মৃত্যু কেশাকর্ষণ করছে।

হিরণ্য। বানর! তুমি যা বলছ, এটা সম্পূর্ণ রণনীতির বিপরীত, যুদ্ধস্থলে তর্জ্জন গর্জ্জনটা শোভা পায়, সভাক্ষেত্রে নয়।

হনু। রাক্ষস! নয় বলছ? কিন্তু যে সভাতে হরিভক্ত পুত্রকে বধ করতে পিতা অনুমতি দেয়, সেটা কি সভা, না নরকক্ষেত্র? আমি ত জানি, নরক-সম্রাট্ রাবণের নরক-রাজ্যের ঘৃণার কীট ঐ কালযবন।

সকলে। ধর ধর, দুষ্টকে ধ'রে লাঙ্গুলহীন ক'রে ছেড়ে দাও।

হনু। বটে—বটে, পাপের কদর্য্য প্রেতমূর্ত্তি, অবোধ রাক্ষসগণ! বটে? তবে অগ্রসর হ! [লেজের বাড়ি মারিয়া সকলকে ভূতলে নিক্ষেপ] তোরা এক একটা দুর্জ্জয় বীর, অমন শতটা লঙ্কার রাবণের তুল্য, আমি একা তোদিগে পারব ব'লে সাহস হয় না। পাপের বলে সকলে দুর্ব্বল হয়, এ শিক্ষায় তোদের চৈতন্য হবে না; তবে যাই পাপাত্মারা, হনুমান্ ফিরবে না শূন্য হস্তে। [সকলের মুকুট লইয়া] জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!! জয় সীতারাম!!! [প্রস্থান।

রাবণ। তাই ত, একটা বনের বানরের হস্তে লাঞ্ছিত হ'লেম ?

হিরণ্য। যুদ্ধার্থে অপ্রস্তুত থাকলে একটা মহাবীরকেও পরাস্ত হ'তে হয়।

কাল। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত হয় না, সসৈন্যে সমুদ্রতটে অগ্রসর হ'তে হ'ল, আসুন—

দেখিব সে রাঘব সম্রাট্
কেমনেতে ধনু ধরি দাঁড়ায় সম্মুখে।

ভদ্র। এখন চল, যার যা অস্ত্র আছে নিয়ে বেরিয়ে পড়, ধনু খড়্গা, তীর বল্লম, ছুরি ছোরা, ক্ষুর কাঁচি, আঁসবঁটী, মায় ছুঁচ্, চিম্‌টে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে সব লাফালাফি কর্‌ছ, চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

সমুদ্রতট সৈন্যপটমণ্ডপ।

বিরসবদনে রামের প্রবেশ ও কপোলদেশে বাম হস্ত অর্পণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন।

রাম। ওহো, জ্বলে যায় প্রাণ
আজি হ'তে ঘুচে গেল ভক্তাধীন নাম।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা! আপনার অনুগত লক্ষ্মণ যথাবিধি সৈন্য সমাবেশ করেছে, এক্ষণে বলুন—কে সেনাপতি হবে? রাজা সুগ্রীব, না নিষাদরাজ গুহক, না মিত্র বিভীষণ, না দাদা ভরত, না আমি? সকলেই আজ সেনাপতির পদলাভে উৎকণ্ঠিত, দেখি কার ভাগ্যে আজ দাদার অনুগ্রহ হয়?

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

ভরত। অতিক্রমি সিন্ধুজল এসেছি পুষ্করে।
আজি সেনাপতি হব রাবণ সমরে।

বিভীষণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

বিভী, সু। পুষ্কর আহবে হব আজি সেনাপতি।
রঘুনাথ! বরদানে করি এ মিনতি॥

শতামোদকে কোলে করিয়া সীতার প্রবেশ।

শত। হনুর কোলেতে চড়ি করিব সমর।
আমি হব সেনাপতি, নাশিব পুষ্কর॥

[কোল হইতে নামিয়া] মামা! মামা! বড় মামা! [রামকে জড়াইয়া] ঐ ঐ বড় মামা! কথা কন্ না যে? [কোলে উঠিয়া উপবেশন] নাই বা কথা কইলেন, হঁ্যা? ঐ ঐ বড় মামা গালে হাত দিয়ে ব'সে আছেন, বড় মামা! [ ] কাঁদ্‌ছেন? একি, বড় মামা কেন কাঁদ্‌ছেন? [কাঁদিয়া] মেজ মা মা, সেজ মামা! দেখুন—বড় মামা কাঁদ্‌ছেন, আমি কিছুই বলি নাই; মামী মা! আমি ত মামাকে কিছু বলি না। [সীতার কোলে আরোহণ]

সীতা। বাবা শতামোদ! তোমার মামাকে লোকে দয়াময় বলে, ভক্তবৎসল বলে, তাই ভাব্‌ছেন, আর কাঁদ্‌ছেন; তোমার মামার মনের ভাব তোমার মামাই বল্‌তে পারেন। দেবর লক্ষ্মণ! সৈন্য সমাবেশ করেছ?

লক্ষ্মণ। হাঁ, দেবি! সৈন্য সমাবেশ, ব্যূহ, দুর্গ সবই প্রস্তুত হয়েছে, এক্ষণে রঘুনাথের আজ্ঞা হ'লেই যুদ্ধে যাই। রঘুনাথ! আজ্ঞা দিন্! একি সত্যসত্যই দাদা কাঁদ্‌ছেন! কেন, দাদা! হয়েছে কি?

শত্রুঘ্ন। দাদা! দাদা! কি হ'ল দাদা, কাঁদ্‌ছেন কেন? [পায়ে ধরিয়া] দাদা! আপনার স্নেহের শত্রুঘ্ন চরণপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, বলুন, হ'ল কি?

ভরত। বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না, যখন কিছুতেই উত্তর দেন নাই, তখন সর্ব্বনাশই ঘটে থাক্‌বে। হয় ত রঘুবংশের অনন্তগৌরব নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। নতুবা রামের চক্ষে জল ভরতকে আজ দেখ্‌তে হ'ল? দাদা, দাদা, বুক ফেটে যাচ্ছে, বলুন—বলুন, বল্‌বেন না?

একবারেই নিরুত্তর? তবে কি পদে কোন অপরাধ করেছি? না মাতা কৈকেয়ী আবার কোন কটুকথা বলেছে?

লক্ষ্মণ। না দাদা ভরত, আপনি ও সব বৃথা চিন্তা মনের মধ্যে আনবেন না; কি জানি আজ দাদার প্রাণ কেন এত ব্যথিত।

ভরত। লক্ষ্মণ রে, তুই চিরদিনই রামের সহায়, অবশ্য তুই কিছু জানিস্; বল্ ভাই, আজ কেন নীরদবরণ নীরধারায় ভেসে যাচ্ছেন? রঘুনাথ! রঘুনাথ! নিতান্তই কথা ক'বেন না? দেখ দেখ মিত্র বিভীষণ, সখা সুগ্রীব, নীলকমলের বদন কমল নয়ন জলে ভেসে যাচ্ছে, এ দেখেও ভরতের পাষাণ হৃদয় এখনও শত খণ্ড হয় নাই? ওহো-হো, দাদার চক্ষে জল! আমরা বেঁচে থাকতে দাদার চক্ষে জল! লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! এ শোকদৃশ্য দেখ্‌তে পারি না, ভাই! আমি চল্লেম।

লক্ষ্মণ। দাদা! কোথা যাবেন?

ভরত। কোথা যাব, জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্, লক্ষ্মণ! হারে, যাবার পথ কি এমন জগতে আছে যে, সেখানে গিয়ে সুস্থ হ'তে পারি? আর এখানে থেকে রামের চোখের জল দেখ্‌তে পারি না। তুই অযোধ্যায় গিয়ে কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা প্রভৃতি মাতৃগণকে আমার প্রণাম জানিয়ে বল্‌বি যে, ভরত জন্মের মত সংসার থেকে বিদায় হয়েছে, মাণ্ডবীকে বল্‌বি, চিরদিন সীতার পদে যেন ভক্তিপুষ্প ঢেলে দেয়; আমি চল্লেম। লক্ষ্মণ রে! আর যুদ্ধে কাজ নাই—আর রঘুনাথের দয়া চাই না—আর সংসার চাই না, সমুদ্র-জীবনে জীবন বিসর্জ্জন কর্‌ব। দাদার মুখে কোন সর্ব্বনাশের কথা শোন্‌বার আগেই আমি বিদায় হই। রঘুনাথ! রঘুনাথ! দাস বিদায় হয়, আপনার চক্ষে জল দেখে ভরত আর ধরায় থাকতে ইচ্ছা করে না; তবে প্রণাম হই। [প্রস্থানোদ্যত]

সীতা। [ধরিয়া] দেবর! কর কি, কর কি, কোথা যাও? শান্ত হও।

ভরত। আর না মা, বাধা দিয়ো না, জনকনন্দিনি! আমি বেঁচে থাক্‌তে রামের চক্ষে জল দেখ্‌তে পার্‌ব না। তোমাদের রঙ্গখেলা তোমরাই বোঝ, কত ডাক্‌লেম, কত কাঁদ্‌লেম, তবুও ভুলে একবার স্নেহের ভাই ব'লে ডাকা দূরে থাক্, একবার ফিরেও তাকালেন না। মা, দাদার চক্ষে জলে দেখে যে কি বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুক চিরে দেখাবার হ'লে তা দেখাতেম, বড় ভাই—আমরা কনিষ্ঠ, কেমনে সইব, মা?

সীতা। দেবর! পরিহাস কর্‌ছ না কি?

ভরত। মাতার সঙ্গে পরিহাস? ওহো-হো! মৃত্যুকালে আর একটা নূতন কথা শুনে যেতে হ'ল। পরিহাস আমি কর্‌ছি, না তোমরা? এই পরিহাস যেন এই দণ্ডেই সত্য হয়। ছাড় মা, ভরতের হাত ছাড়, আর কেন বাধা দাও? মাগো! পিতা দশরথের মৃত্যুতেও যে শোকের উদয় হয় নাই, আজ আবার ততোধিক শোক হৃদয়ে যন্ত্রণা দিচ্ছে; মা তখন ত ভরত দাদার চোখে জল দেখে নাই, ভরতের জীবনে এই একটা নূতন দৃশ্য, মা! দাদার চোখে জল দেখে দাদার অনুগত দাসের যে কত বেদনা হয়, তা রামভক্ত মাত্রেই অবগত আছে। ছাড় মা, এ জ্বালায় প্রাণ নিয়ে সিন্ধুগর্ভে যাই।

সীতা। ভরত! না না, স্নেহের দেবর! সেখানে গেলেও জ্বল্‌তে হবে, সিন্ধুজলেও কি শান্তি আছে। শান্তিময়ের কাছ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ, আর কোথায় শান্তি পাবে?

শতা। মেজ মামাকে ছাড়্‌বেন না, একে বড় মামার মুখ দেখে আমার অন্তরটা কেমন কর্‌ছে, তার উপর মেজ মামা আবার সাগর জলে ঝাঁপ দিতে চান্, আমিও হাত দুটোয় শক্ত ক'রে ধরি। [নামিয়া তথাকরণ]

সুগ্রীব। সখা! ভাব যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

বিভী। কি ক'রে বুঝ্‌বে ভাই, ভব যে ভাবে বিভোর, তুমি আমি সংসারে তার ভাব বুঝ্‌তে পারি? অসম্ভব!

সুগ্রীব। তাই ত, রক্ষোরাজ! কোথায় এসে যুদ্ধের আয়োজন করব, তা না হ'য়ে সমুদ্রকূলে কাঁদ্‌তে বস্‌লেন।

বিভী। কাঁদ, তুমিও কাঁদ ভাই, প্রভুও কাঁদে আর প্রভুর ভক্তগণই বা কেন না কাঁদে? কাঁদ্‌বার কথা বটে, ভাই! রামের চক্ষে জল দেখে যদি কেউ না কাঁদে, তবে সে পাষাণ যাঁর তুষ্টিতে জগৎতুষ্টি হয়। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ ইত্যাদি বেদমন্ত্র শুন্‌তে পাওয়া যায়। যাঁর নিদ্রায় সংসারের জীব নিদ্রিত হয়, তাঁর কান্নায় তুমি আমি কেন, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, আব্রহ্ম জগৎ কেঁদে উঠ্‌বে। কিন্তু এক কাজ কর, কাঁদ্‌বার পূর্ব্বে একবার আমার রামকমলের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন কর, ঐ দেখ নীলকমলের করকমলে মুখকমল, শীত নিশির শিশিরের মত টস্ টস্ ক'রে আঁখি জল পড়্‌ছে।

লক্ষ্মণ। বিভীষণ! নবজলধর কান্তি রামের এ জলধারা যে, রঘু বংশের সর্ব্বনাশের ধারা, এ ধারায় এধারা ধরায় ধরা সম্ভব নয়, জানি না, কি কঠিন ধরা, ধরাধরের ধারণায় সে ধারা হওয়াই উচিত ছিল। দেখ দেখ বিভীষণ, রাম ধরার পানে চেয়ে আছেন, ভাব্‌ছেন আমার এই উত্তপ্ত ধারা ধরা কেমন ক'রে সহ্য ক'রে আছে। যাঁর জন্ম অবতীর্ণ, তিনি আজ রঘু বংশের ধারা-প্রবাহ উপেক্ষা ক'রে আছেন; এ দেখেও ধৈর্য্যহারা হ'য়ে ধনু ধর্‌তে মন যায় না?

সুগ্রীব। সখা, নবশ্যাম, নব নটবর, নয়নরঞ্জন, কি হ'ল, ভাই? তবে কি হনুমান্ রাবণের সভায় গিয়ে কোন বিপদে পড়েছে? বিপদবারণ তোমার নাম নিলেও বিপদ্? আর হনুমান্ ত আমাদের মত বদ্ধজীব নয় যে, রাজ্য ধন, পুত্র পরিবার নিয়ে বিষয় সুখে মত্ত আছে? রঘুবর, সে যে

তোমা বই কিছু জানে না, তোমার পদযুগল ভিন্ন কিছুই চায় না, সে যে রাম নামে ভবের ফাঁস কেটে ফেলেছে, তবে তার আর ভয় কি? ভব-ভয়ভঞ্জন! দেখে শুনে যে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছে। কি হ'ল, ভাই? এই বিলাপের মূল কারণ কি? বল বল, প্রাণসখা! প্রাণের বেদন সখার কাছেই লোকে ব'লে থাকে। সমপ্রাণতা না হ'লে সখ্যতা হয় না, সম-প্রাণং সখামতং। অধমতারণ! যদি নিজগুণে বনের বানরকে সখা ব'লে সম্বোধন করেছ, তবে মনোবেদনার কারণ বল? দেখ দেখ সখা, তোমার এ ভাব দেখে সকলেরই মুখ শুষ্ক হ'য়ে গিয়েছে, কি হ'ল সখা!

রাম। মিত্রবর্গ! আর তোমরা রামের দুঃখ শুনতে ইচ্ছা ক'রো না, তোমাদের সরলপ্রাণে কত বেদনা হবে। আমি আর অযোধ্যায় যাব না, রাবণের শরে প্রাণ উৎসর্গ ক'রে এই পুষ্করে চিরশয়ন করব। ভরত! তুমি গিয়ে অযোধ্যার রাজদণ্ড পরিচালন করগে, দেখো যেন প্রজাপুঞ্জের কোন কষ্ট না হয়। রামকে সকলে প্রজারঞ্জন ব'লে জানত, রামের সে গুণ না থাক্‌লেও, রঘুবংশের এই মর্য্যাদার যেন হানি না হয়। লক্ষ্মণ! তুমিও আজ থেকে ভরতের অনুগত হ'য়ে আমার মত ভরতকে ভক্তির চক্ষে দেখ্‌বে। কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন! স্নেহের মাণিক! ভাই! পা ধ'রে আর কেঁদো না, রামের পদ অশান্তিতে পরিপূর্ণ, রামের পদ আশ্রয় কর্‌লে পদে পদে বিপদ্, কেউ সুখী হ'তে পার্‌বে না, কেবল চিরদিনই নয়নজলে ভেসে যাবে।

বিভী। রঘুনাথ! ঐ কঠোর কথাগুলি না ব'লে আমাদের বক্ষে বিশিখ বাণ বিদ্ধ কর, শুনেছি রামের বিশিখ শর বজ্রতুল্য, লঙ্কা সমরেও দেখেছি, বিশিখ বাণ রক্ষোকুল ধ্বংস করেছে। ভাই! এই পাষাণ বুকে অষ্টবজ্রের একযোগে প্রহারও সহ্য কর্‌তে পারি, তবু তোমার করুণ রোদন সহ্য কর্‌তে পারি না। [রামের চক্ষের জল মুছাইয়া] কি হ'ল, ভাই কমললোচন?

রাণী ও সাধিকার প্রবেশ।

সাধিকা।—

গীত

হয়েছে রামের নামে কলঙ্ক তাই আতঙ্ক কত জাগিছে।
এই দুঃখে রঘুনাথ হে আরো পরাণ কাঁদিছে॥
বালক বিপদে প'ড়ে হা রঘুনাথ ব'লে ডেকেছিল,
তবু তারে তারিবারে তারকব্রহ্ম বিরত ছিল,
শুন্‌লে পাষাণ যায় হে ফেটে,
রা'মব দয়া এই কি বটে,
তাই পাষাণীতে পাষাণেতে কেমনেতে ব'সে আছে॥
লোকে বলে শ্যাম হে তুমি ভক্তগত প্রাণধন,
ত'ব কেন ভক্ত তব হ'ল রাম নিধন
রঘুনন্দন রাম, এই কি নামেব পরিণাম,
তাই দুখিনীর আঁখিনীর ধরণীর বক্ষে কত পড়ি'ছে॥

রাম। ঐ ঐ সেই মৃতশিশু! ঐ ঐ আমার ভক্ত শিশু! ঐ দেখ ঐ দেখ, তাই সব! ঐ শোণিত রঞ্জিত আমার ভক্তের দেহ! পাপী কালযবন আমার ভক্ত নিত্যদাসকে হত্যা করেছে, হৃদয় চিরে শোণিত লুটেছে, আমি রক্ষা কর্‌তে পারি নাই। আমার বিপদে প'ড়ে কত ডেকেছে, আকুলপ্রাণে রাম রাম ব'লে কত কেঁদেছে, তবুও আমি যাই নাই, তবুও আমি ভক্তের তরে ভাবি নাই। রাণী, রাণী, মা, তোর মরা ছেলেকে নিয়ে রামকে দেখাতে এসেছিস্? রামের কি হৃদয় আছে? দেখ্ মা, দেখ্, তোর বিরাধের যেমন হৃদয় দলিত, রামেরও তেমনি হৃদয় দলিত। এই দেখ্, কত রক্তের ধারা ধরা সিক্ত কর্‌ছে। [রামের বক্ষ হইতে রক্তপাত] রাণী, রাণী, তোর মরা ছেলেকে নিয়ে শ্মশানে চল্, রামের কাছে কেন আন্‌লি? চল্ চল্, শ্মশানে তোর শিশুর দেহ আর

এই রামের দেহ পুড়িয়ে ফেল্‌বি চল্‌। রাম রাম ব'লে তোর যে স্নেহের যাদুমণি মারা গেছে, রাম তাকে রক্ষা কর্‌তে এল না, এই যে তোর হৃদয়ের জ্বালা, সেই জ্বালার প্রতিশোধ কর্‌বি চল্‌। জীব দেখুক, ভক্তের দেহ আর ভগবানের দেহ এক সঙ্গে দগ্ধ হক। চল্‌ মা, চল্‌ মা! সামান্য সমুদ্র-শ্মশান মহাশ্মশানে পরিণত কর্‌বি চল্‌। [অচৈতন্য]

সকলে। হায়, কি সর্ব্বনাশ হল! হায়, কি সর্ব্বনাশ হল!

বেদ, দণ্ড, কমণ্ডলু হস্তে অকস্মাৎ
ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। ঐ সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে সব শ্মশান ক'রে ফেল, সব চিতাভস্ম করে ফেল, এই নাও, বেদ নাও, দণ্ড নাও, কমণ্ডলু নাও,যজ্ঞসূত্র নাও, তন্ত্র মন্ত্র সব নাও, হরিনাম নাও, হরিনামের মাহাত্ম্য নাও, সব পুড়িয়ে ফেল— সব পুড়িয়ে ফেল। আর হরিনামের গৌরব কি? হরির নাম করে যখন বিপদ্‌ থেকে উদ্ধার পাবার আশা নাই, তখন হরিনামের গৌরব কি? বিরাধের মৃত্যু যে দেখেছে, সেই বল্‌বে, আর কেউ হরিনাম উচ্চারণ পর্য্যন্ত করো না। আর কেউ কৃষ্ণ বিষ্ণু, নৃসিংহ বামন, ত্রিবিক্রম মধুসূদন, রাম নারায়ণ ব'লে ডেকো না। রামনামের মাহাত্ম্য গেল, তাহ'লে বেদ মিথ্যা, মন্ত্র মিথ্যা, বিধির বিধি মিথ্যা। যদি কেউ বল, বিধির বিধিতে বিরাধের ওরূপ ভাবে মৃত্যু, তা নয়, বিধির বিধি ওরূপ অবিধি বিধান করে না। বিধির বিধি কোথায়? অলসের কাছে—অকর্ম্মণ্যের কাছে, অসাধকের কাছে, অভক্তের কাছে, ভক্তের কাছে নয়, সাধকের কাছে নয়, সাধক সব পারে, ভক্ত সব পারে, বিধির কলম কেটে খান্‌ খান্‌ ক'রে দিতে পারে। তবে আর কেন এই ভূতের বোঝা বেদখানা ব'য়ে নিয়ে মরি? পুড়িয়ে ফেলি, পুড়িয়ে ফেলি। জল জল প্রজ্বল প্রজ্বল দহ দহ সব দহন ক'রে

ফেল, জল জল অনল, এই শোকানলের সঙ্গে সঙ্গে আরও ভীষণ ভাবে জলে জলে ওঠ। [ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালা]

ধূলি ধূসরিত ছিন্ন ভিন্ন বেশে বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ।

নারদ। কৈ রে কৈ রে, সেই নির্দ্দয় রাঘব?
কৈ রে কৈ রে, সেই রাঘব-বনিতা?
চণ্ডাল চণ্ডালী, ঘাতুক ঘাতুকী
কৈ, কৈ? কোথা, কোথা?
ওই যে কপটী ওই কপট রোদনে
ভুলাইছে ভক্তজনে।
ওহো, জ্ব'লে যায় প্রাণ!
ওই যে পাষাণী ওই জনকের বালা
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, না দেয় উত্তর।
মিটিয়াছে সাধ, রাম বিপদ্‌বারণ?
মিটিয়াছে সাধ, মাগো বিদ্যুৎবরণি!
ভকত বৎসল বলি আর কে চাহিবে?
ভকত বৎসল বলি আর কে ডাকিবে?
সুমধুর রামনাম সর্ব্বলোকে বলে,
সীতানাম দিলে তার প্রাণ যায় গ'লে।
[মৃত বিরাধকে লইয়া দেখাইলেন]
এ কি করিয়াছ সর্ব্বনাশ দেখ্ আঁখি মিলি,
শুনিতে শ্রবণ আছে, রাঘব সম্রাট্?
না না, দেখ নাই, শোন নাই,
তাই তুমি কালা, কানা সংসার মাঝারে।

রক্ষঃ বিভীষণ! সুগ্রীব ভূপতি!
চিনিতে না পারিয়াছ রাঘবে তোমরা,
কাল বিষধর সম সবে জান রামে।
কে বলে রে ভগবান্ ভক্ত-ভয়ত্রাতা?
কে বলে রে দুঃখহারী শ্রীমধুসূদন?
বাল্মিকীর মহাকাব্য দূর ক'রে ফেল,
করিয়াছে চণ্ডালেরে পূর্ণ ভগবান্।
যোগবলে এ সংসারে সবে সব পারে,
আজি হ'তে নিরাকার বাদ,
সমস্ত জগত মাঝে করিব প্রচার।
বিশ্বব্যাপী হয় কি রে এই ক্ষুদ্র দেহ?
বহুরূপ হয় কি রে এই কালোরূপ?
প্রহ্লাদে রাখিতে গেল, হইয়া কপটী
হীনবল হিরণ্যেরে করিল নিধন;
পারিল না বিরাধে বাঁচাতে?
আছে কি শকতি ওই কপটীর দেহে?
ভাঙিয়াছে সব যাদুবিদ্যা,
জানিয়াছে সবে, হরি স্বার্থপর বলি।
তা না হ'লে দানবমণ্ডলী
কভু করে না আদর?
বেদ মিথ্যা, তন্ত্র মিথ্যা, সকলি কল্পনা,
জড়বুদ্ধি বুঝাইতে পুরাণের সৃষ্টি।
চূর্ণ কর বিষ্ণু শিলা পাষাণে পেষিয়া,
ফুৎকারে উড়া'য়ে দাও সমুদ্র সলিলে,

অতলে ডুবিয়া হ'ক পক্ষের সমষ্টি।
হরিনাম কেহ না বলিও,
বিশেষতঃ রামনাম মুখে না আনিবে।
জিহ্বা কাটি মূক তারে করিয়া রাখিব,
যে শুনিবে দিব তার কর্ণে সিসা ঢালি,
রাঘব চণ্ডাল হ'ল পূর্ণ ভগবান্ !
হায় রে সংসারী জীব, নিতান্ত অজ্ঞান।

লক্ষ্মণ। এ কি শুনি নারদের মুখে !
এই কি রে ভক্তি ব্যবহার ?
বার বার করে নিন্দা রাঘবে আসিয়া।
যতগুলি করিয়াছে বচন বিন্যাস,
প্রত্যেক অক্ষরে শুনি রাঘবের নিন্দা।
এ শুনে লক্ষ্মণ স্থিরপুত্তলিকা সম ?
করে নাই ধনুকেতে শরের যোজনা ?
আরে আরে ; দুষ্ট ব্রহ্মার তনয় !
সাবধান হও এইবার।

নারদ। কি, চণ্ডাল ! চণ্ডালের সহোদর !
সদর্পে বলিব শতবার
রাঘব চণ্ডাল, রাঘব চণ্ডাল, রাঘব চণ্ডাল।
বলিব কি তোষামোদ করি,
রাঘব চণ্ডাল তুমি বড় দয়াময়।

লক্ষ্মণ। নিতান্তই মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার,
কে সাহসী, লক্ষ্মণ সম্মুখে
করি রাঘবের নিন্দা,

প্রাণ নিয়ে ফিরে যায় আপন ভবনে ?
আছে পিতা, পিতামহ তোর,
তারা বিদ্যমানে কাটি তোর মুণ্ড ;
সাবধান !
ধরাধর করে ধরে খুর্ত্ত ধনুর্ব্বাণ।

নারদ। কি ভয় চণ্ডালে ?
চণ্ডালের সহোদর রাঘব চণ্ডাল,
রাঘব চণ্ডাল—রাঘব চণ্ডাল।

লক্ষ্মণ। আরে আরে, দুষ্ট নারকী নারদ !
রাঘবের কর নিন্দা লক্ষ্মণ সম্মুখে ?
[নারদকে বধ করিতে উদ্যত]

সহসা শিবের প্রবেশ।

শিব। আরে আরে, দুষ্ট নারকী নারদ !
শিবের ত্রিশূলাঘাতে যাও যমালয়।
[নারদকে বধোদ্যত]

সীতা। [মধ্যস্থলে থাকিয়া বাধা প্রদান]
কর কি, কর কি, দেবর লক্ষ্মণ !
কর কি, কর কি হে ত্রিপুরেশ্বর !
ব্রহ্মহত্যা ?

শিব। করি ব্রহ্মহত্যা, করি নারদেরে বধ,
ঘুচাইব মনের সন্তাপ।
রামনিন্দা করে দুষ্ট মনে নাই ভয় ?
শঙ্কর সহিয়া রবে রাঘবের গ্লানি ?
মানস-মন্দিরে যাঁরে পূজি অহরহ,

যাঁহার চরণ লাগি শঙ্কর সন্ন্যাসী,
ধরিয়াছে শিরে জটাজাল,
করিয়াছে ভস্ম বিলেপন,
পরিয়াছে বাঘ ছাল সাধনে যাঁহার,
সেই সাধনের ধনে নিন্দে বার বার ?
ত্রিদিবের ভোগ করিয়া বর্জ্জন,
যাঁহার চরণ চিন্তি কৈলাস কাননে,
শ্মশানে সতত ভাবি সমাধি হইয়া,
সেই রামচাঁদে মোর নিন্দে বারবার ?
ক্ষিপ্ত প্রায় রামনামে বেড়াই কাঁদিয়া,
জীবে যাচি মহাপ্রেম আনন্দে মাতিয়া,
ভব ভিন্ন সে নামের গুণ
কে জানিবে বল ?
কৃষ্ণ বিষ্ণু, নৃসিংহ বামন,
ছাড়িয়া অসংখ্য নাম
পঞ্চমুখে পঞ্চানন জপে রাম নাম !
রাম নাম না বলিলে মনঃপূত নয়,
রামনাম না বলিলে নাহি যায় ভয়,
রামনাম না বলিলে মহামোক্ষ নয়।
তাই মহামোক্ষ ক্ষেত্র করিয়া কাশীরে,
তারকব্রহ্ম রামনাম মৃত্যু জীবে গাই।
"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।"
এই সপ্তস্থানে মৃতজীব পায় মোক্ষপদ,

কিন্তু মহামোক্ষ কাশী ভিন্ন নয়,
মহামোক্ষ শিব ভিন্ন নয়,
মহামোক্ষ রামনামেই হয়।
পুণ্যবান্ জীব যবে সংসার ছাড়িয়া
যায় মোর আনন্দ কাননে,
সেইদিন করি তারে আপনার সঙ্গী
সেইদিন ঘুচাই তার ভবের বন্ধন,
কৃপানেত্রে করি তারে সতত পালন,
সেইদিন যত্র জীব তত্র শিব, না হয় অন্যথা।
তারকব্রহ্ম রামনাম মৃত্যু জীবে বলি,
সেই রামদেবে নিন্দা করিল আমার,
সহে কি শঙ্কর এই দুরক্ষর বাণী?

নারদ। সহে না শঙ্কর এই দুরক্ষর বাণী,
সহে কি শঙ্কর এই বিরাধের মৃত্যু?
সহে যদি, হে শূলীন্!
ছাড় শূল মিটুক্ পিয়াসা।

শিব। নারদ রে! তুই বড়ই মূর্খ; কেবল কাঁদ্তে লাগ্লি? কেবল ভেবে ভেবে আকুল হ'তে লাগ্লি? ভয় কি রে নারদ! আমার ভব-ভয়হারী ভক্তদুঃখহারী রামচাঁদ রয়েছেন, তবে তোর ভাবনা কি? কৈ, এসে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলি কি? কেবল কেঁদেই ম'লি। আমার রাম-সীতার পদে একবার ঐ মরা ছেলেকে দিয়ে দেখেছিস্ কি? বোধ হয় না। তবে দেখ্ দেখ্রে, নারদ! শুধু তুই কেন, জগতবাসী দেখুক্, আমার রাম-সীতার পদের গুণ, রামসীতার নামের গুণ, রামসীতার মন্ত্রের গুণ। [বিরাধকে বুকে লইয়া] আয় রে শিশুর শব, শিবের শিরে আয়, শব নিয়েই

শিব, আর শিব ছাড়া হ'লেই শব, যখন শব আর শিবের যোগ হয়েছে, তখন সাধ্যসিদ্ধ হবে, অসাধ্য কিছুই রবে না। আমি যে মাথায় গঙ্গাকে ধারণ ক'রে গঙ্গাধর নাম পেয়েছি, আজ সেই মাথায় তোকে ধারণ করি। আয় আয় রামভক্ত মৃতশিশুর দেহ! আয় আয় ভক্ত ভগীরথের সাধনায় তুষ্ট হ'য়ে আমি যে, গঙ্গাকে শিরোদেশে ধারণ করেছিলাম, তার কারণ আজ বিশ্ববাসীকে প্রকাশ ক'রে বলি। গঙ্গার বেগ যে, পৃথিবী ধারণ কর্‌তে পার্‌ত না, তা নয়, যে পৃথিবী শিবের তাণ্ডব নৃত্য সহ্য করেছিল, সে আর গঙ্গার বেগ ধারণ কর্‌তে পার্‌ত না, অবশ্যই পার্‌ত, তবে কারণ কি? না—তোর শব ধারণ কর্‌ব ব'লে গঙ্গাজলে শিবের এই শির পবিত্র ক'রে রেখেছি। দেব অর্চ্চনায় কোন বস্তুকে কোন স্থানে রাখ্‌তে হ'লে যেমন সেইস্থান গোময় লেপন ক'রে তবে সেই বস্তুকে রাখে, আমিও তেমান আজ তোর দেহকে রাখ্‌ব ব'লে পঞ্চাননের পঞ্চ মস্তক গঙ্গাজলে পবিত্র ক'রে রেখেছি। আয় আয়, [শিরোদেশে ধারণ] আজ আমি মনের সাধে রামদেবের অর্চ্চনা করি। নারদ! নারদ! দেখ্‌ রে নারদ! যে রামনাম ক'রে আমি মৃত্যুঞ্জয় হয়েছি, সেই রামের গুণে মরা ছেলে বাঁচ্‌বে না? রঘুনাথ! রামদেব! তবে পূজা করি। শিবের শবই পুষ্প, চরণে উৎসর্গ করি। একবার ঐ পা দুখানি মরা ছেলের মাথায় দিন্‌, যে পদের গুণে পাষাণ মানবী হয়েছে, কাষ্ঠতরি স্বর্ণ হয়েছে, সমুদ্রে শিলা ভেসেছে, সেই পদের গুণে মরা ছেলে প্রাণ পাবে না? রঘুনাথ! রঘুনাথ! ঐ সঙ্গে যেন আপনার পা দুখানি শিবেরও কেশাগ্র স্পর্শ করে। দিন্‌—দিন্‌।

গীত।

দেহি বৈদেহীনাথ যুগল শ্রীচরণ।
ভব ভক্তি ভরে দেব রঘুবরে,
প্রেম পবিকরে করে আকিঞ্চন॥

যদি করেছে শিব শবাসনে শ্মশানে কিছু সঞ্চিত,
তবে শব শিশুর শিরে দেহ পদরজঃ কিঞ্চিৎ,
(দেখি বাঁচে কি না)
(ওই রাঙা চরণের গুণে)
যে পদে পাষাণ মানবী হয়,
কাষ্ঠতরি স্বর্ণময়,
দয়াময়, ভবভয় যাতে হয় নিবারণ ॥
মতি, গতি, পতি যার রঘুবংশ অবতংস,
ভাবে ভব ভবের মাঝে কি ভাবে তার ধ্বংস,
(ভাব্‌তে হৃদয় কাঁদে হে)
(লোকে রামচাঁদে নিন্দা কর্‌বে হে)
যে নামে হর মৃত্যুঞ্জয়,
সে নামে কেন মৃত্যুভয়,
হয় বিজয়, নয় পরাজয়,
শমন ভয় যাতে হয় খণ্ডন ॥

বিরাধ । [পুনর্জীবন পাইয়া]
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে,
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াপতয়ে নমঃ ।
আমার রাম, সীতারাম, আমার নয়নাভিরাম ।

শিব । বিশ্ববাসি ! বল,—একবার প্রাণভ'রে বল, জয় রাম, জয় সীতারাম ! দেখ্‌রে নারদ, দেখ্‌রে, দেখ্‌রে, আমার রামের চরণের গুণ দেখ্‌রে । দেখ্‌রে রামনাম বলে মরা মানুষ বাঁচে কি না ? সাধ

ক'রে কি আমি মৃত্যুঞ্জয় হয়েছি? রামনাম নিলে সকলেই মৃত্যুঞ্জয় হয়। তাই সব, ভক্ত সব, সব ছাড়, সব ছাড়, জপতপ, যোগযাগ সব ছাড়, কিছুই কর্‌তে হবে না, কেবল রাম রাম বল্‌লেই ভবের ফাঁস কাটতে পার্‌বে। রাম রাম বল্‌লেই সব সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পার্‌বে। বল, প্রাণ ভ'রে বল, জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!

সকলে। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!

. বিরাধ। একি! আমি কোথা? স্বর্গে না মর্ত্তে? ব্রহ্মলোকে না শিবলোকে না গোলোকে? এ কোন্ স্থান? এ তিন লোকের লোক যে বিভিন্ন আনন্দের অধিকারী। এ সব লোকের লোক কি আমার মত এত বিমল আনন্দের অধিকারী? সে সব স্থানে কি আমার মত কেউ ভাগ্যবান্? তারা কোথায় আর আমি কোথায়? আমি যে শিবের মস্তকে। এই যে এই যে জাহ্নবী জলসিক্ত জটাজাল, তার মধ্যে আমি, আবার একি? আমার রামের পদযুগল আমার বক্ষের উপরে শোভা পাচ্ছে? একি! বিরাধের বক্ষো-সরোবরে কোকনদ প্রস্ফুটিত হয়েছে? আহা, মরি মরি মরি রে! উর্দ্ধে আমার রামের পদযুগল, নীচে শম্ভুশিরঃ, তার মধ্যে আমি। আমি প্রাণ হারিয়ে প্রাণ পেয়েছি, আমার নূতন জীবন, নূতন উৎপত্তি। ভাব ভাই সব, এ ভাবে ভবে কার বিকাশ হয়েছে, বল দেখি? গঙ্গার, নয়? গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা হ'য়ে শিবের শিরে স্থান পেয়েছিল, আমার ভাগ্যেও ত তাই. ভবে এসে ভবের শিরে স্থান পেয়েছি, তবে কি, আমিও গঙ্গা।

শিব। বৎস! তুমিও গঙ্গা, গঙ্গা নৈলে কি গঙ্গাধরের শিরে স্থান পাও? গঙ্গা বিষ্ণুপদে উদ্ভব হ'য়ে, পরে আমার মস্তকে এসেছিল, কিন্তু বাপ, তুমি আগে আমার মস্তকে স্থান পেয়ে পরে বিষ্ণুপদে উদ্ভব হয়েছ, এই যা পার্থক্য। তা এ পার্থক্যের কারণ আছে। গঙ্গা জীব নিস্তারিণী,

আর তুমি শিব নিস্তারণ। গঙ্গা জীবের জ্বালা জুড়ায়, আর তুমি শিবের জ্বালা জুড়াও, অতএব তুমি গঙ্গা। তাই বা কেন, তুমি গঙ্গা অপেক্ষাও শিবের আদরের বস্তু, গঙ্গা অপেক্ষাও তোমার মাহাত্ম্য অধিক।

ব্রহ্মা। গঙ্গা অপেক্ষা যে রামভক্তের মাহাত্ম্য অধিক, জীবে তা শিক্ষা করুক্, আর এক কথা, পাতকী সব তীর্থজলে স্নান ক'রে পাপমুক্ত হয়, কিন্তু তীর্থে সে পাপ সঞ্চিত থাকে; রাম ভক্তের অঙ্গস্পর্শ না হ'লে সে পাপ বিনষ্ট হয় না। তাই আজ ত্রিলোচন তীর্থের জ্বালা জুড়াবার জন্য রক্ষোশিশুকে জটাজালে ধ'রে আছেন, কেন না—সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা যখন মস্তকে, তখন সর্ব্বতীর্থই পবিত্র হয়েছে। শিবের একটি নাম সর্ব্ব, তাই আজ সর্ব্ব, সর্ব্বতীর্থের জ্বালা নির্ব্বাণ কর্‌লেন।

রাম। এস, বাপ্! এস ভক্তশিশু! রামের কোলে এস।

[বিরাধকে ক্রোড়ে ধারণ]

রাণী। অহো! কি পুণ্যই না ক'রে রক্ষঃকুলে জন্মেছিলাম, আজ আমি কি ধন লাভ করেছি! রামদেবের দয়ায় যে মরা ছেলে বাঁচ্‌বে, তাতে আর বিচিত্র কি! বিরাধ রে, আর তোর পিতার ভয় কর্‌তে হবে না, তুমি এখন জগৎপিতার অভয় কোলে ব'সে আছ।

সাধিকা। রঘুনাথ! ঐ ছেলেকে ঐ কোলে দেখ্‌ব ব'লে পাগ্‌লী সেজে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেম। এখন এ দাসীকে চরণে স্থান দিন্, অনেক দিন প্রাণের আবেগে রাম রাম ব'লে ডাক্‌ছি।

রাম। সাধিকে! ভক্তবালা! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে; আমার ভক্তের বাসনা অপূর্ণ থাকে না।

সাধিকা। ভক্তবৎসল! আপনার ইচ্ছায় সব হয়। ও মা জগজ্জননী জানকী, একবার রাম বামে ব'স দেখি, মা! তোমাদের যুগল মিলনের অপূর্ব্ব ছবিখানি হৃদয়ে এঁকে নিই। আয়, রাণী! আয়, আমার

নয়নাভিরাম রামের রূপ প্রাণভ'রে দেখে নে, আর নয়ন ফিরাতে পার্‌বি না; আয় আয়।

[রামসীতার যুগলে উপবেশন]

সীতা। রাণী! আর তোমার কোন ভয় নাই।

রাণী। ভবভয়হারিণী মা যার সম্মুখে, তার আর ভয় কি? তবে দেখো মা, শেষের সময় ফাঁকি না দিয়ে একবার মনোমোহন বেশে এসে দেখা দিও।

সাধিকা। রাণী! ঐ চোরের রমণী, আর ও চোর, ওদের কথায় বিশ্বাস ক'রো না, ভাল ক'রে হৃদয়ে ধ'রে নাও।

[রাণী ও সাধিকার করপুটে উপবেশন]

শতা। [নৃত্যসহ]

গীত।

দেখে যাও সব, শুনে যাও সব,
কি উৎসব হেথায় হতেছে।
মামাব আমার পায়ের গুণে
মরা ছেলে বেঁচেছে॥
এ ত কিছু নূতন কথা নয়,
যাব পা ছুঁযে কাঠেব নৌকা খাঁটি সোণা হয়,
আবার যার নামেতে সাগরেতে শিলা ভেসেছে॥
মামার নামটি, বল্‌লে এমনি হয় মজা,
কাছে আসে না, ভয় দেখায় না, শুন্‌লে যম রাজা,
তাই আহ্লাদেতে আটখানা প্রাণ আমার হয়েছে॥
মামার নামে প্রেমের পারাবার,
বিধি, শিব তার হাবুডুবু কত দিচ্ছে রে সাঁতার,
দেখ্‌না এসে, যাবি রে ভেসে, তুফান বয়েছে॥

শিব। [শতামোদকে কোলে লইয়া] শতামোদ! যথার্থই তুমি বাবা শতামোদ। তোমার নৃত্য দেখে যে, পাগ্‌লা ভোলার প্রাণ-চকোর নৃত্য ক'রে উঠ্‌ছে। রাম রাম ব'লে নৃত্য কর্‌লে আর কি শিব থাক্‌তে পারে? শিব যে রামনামে পাগল, রামনাম শুন্‌লে শিবের হৃদয়ে কি যেন একটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায়। আয় আয়, জীব! তোরা একবার শিবের সঙ্গে রাম রাম ব'লে নেচে যা, তোদের জন্য আমি কাশীকে মহা-মোক্ষক্ষেত্র ক'রে রাম নামের অমিয়ধারা কাণে কাণে ঢেলে দিয়ে যাই, তবুও তোরা আমার কথা শুন্‌বি না? তোদের কল্যাণ তরে আমি কত কাণ্ডই না করেছি। আয় আয়, আর কাঁদ্‌তে হবে না, ভবের ভাবনায় ভাব্‌তে হবে না। লক্ষ্মণ! ধরাধর! আর ত তোমার মাথায় ধরার ভার নাই, তবে নাচ, একবার পাগল ভোলার সঙ্গে তোমার দাদার নাম ক'রে নাচ, বিভীষণ, সুগ্রীব, তোমরাও নাচ, আমার ভেদাভেদ নাই, যবন চণ্ডাল নাই, আয়—প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে রাম রাম ব'লে নেচে যা। আয় রে আয়, সিদ্ধচারণগণ! আয় রে গন্ধর্ব্বকুল! আয় রে ব্রহ্মাণ্ডবাসি! আয়, সকলে আজ শিবের সঙ্গে রাম নাম সংকীর্ত্তন কর্‌বি আয়।

খোল করতাল হস্তে গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

গন্ধর্ব্বগণ।—

সংকীর্ত্তন।

জয় সীতারাম, জয় সীতারাম।
বল রে বল রে জীব জয় সীতারাম জয় সীতারাম ॥
ঘুমিয়ে থেকো না কেহ, বল বল রে,
সদানন্দের সঙ্গে সদানন্দে একবার বল রে,
নামের গুণে নারদ যোগী—শিব হ'ল পাগল রে,
জয় সীতারাম জয় সীতারাম ॥

বিরাধ। রঘুনাথ! এই ফলগুলি আমি কালযবনের হাতে দিয়েছিলাম, সে কি আপনাকে দিয়ে গেছে?

রাম। না, বাপ্! সে পাপী কালযবন কি সে রকম ধারার লোক? সে যখন ফলগুলি নিয়ে ঘরে ফিরে যায়, তখন গরুড় গিয়ে এই ফলগুলি এনে আমায় দিয়ে কাঁদ্তে কাঁদ্তে চ'লে গেল।

বিরাধ। [নিজে একটি ফল খাইয়া] রঘুনাথ! এই ফলটি বড় মিষ্টি, এই ফলটি খান্।

রাম। দাও ভক্ত! [খাইয়া] তোমার এঁঠো ফল সুধার মত বোধ হচ্ছে, দাও।

বিরাধ। [আর একটি ফল কাম্ড়াইয়া] মা জানকী, এই ফলটি নাও, নাও মা, নাও, খাও।

সীতা। বড় মিষ্ট, এই ফলগুলি তুমি কোথায় পেয়েছিলে, বিরাধ?

বিরাধ। মা! আমাদের বাগানে হয়েছিল।

শতা। মামা! মামা! আমারও বড় ক্ষিধে হয়েছে।

রাম। বাবা শতামোদ! ফল খাবে? তবে এই নাও, ধর। [শতামোদকে ফল অর্পণ]

শিব। রামদেব! বামদেবকে দয়া করুন, আমিও প্রসাদ অভিলাষী। [হস্ত প্রসারণ]

রাম। ত্রিলোচন! এ ফল তোমায় দেবো না, এ ফল বড় মিষ্ট ব'লে বোধ হচ্ছে।

শিব। বিশ্বম্ভর! আপনিও আজ আত্মম্ভরী হলেন? তা ত চিরদিনই দেখে আস্ছি, মহাপ্রলয়ে গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাকে উদরে যখন ধারণ করেন, তখন উদর পূর্ণ হওয়া প্রমাদ বটে। তবে নাই দিন্, শতামোদ! বাবা!

তুমি একটুখানি তোমার মামার খাওয়া ফল দাও দেখি, দাও বাবা, দাও, আমারও বড় ক্ষুধা হয়েছে।

শতা। দেখ, কাণ্ড দেখ, আমি ফল খাচ্ছি দেখে বুড়োটা থাকৃতে পারৃছে না, তুমি ত বড় ছেঁচ্‌ড়া হে! তোমার কি কিছু আক্কেল নাই?

শিব। না, বাবা! রামের প্রসাদ পেলে শিব সবই হারিয়ে যায়। তুমি এখন দেবে কি না?

শতা। খাবার জন্তে একেবারে কি লোভাত্তে হয়েছে, দেখ। মুখে জল আস্‌ছে, ওগো, তোমরা কেউ ঐ বুড়ো শিবটাকে ফল টল দাও, তোমাদের এখানে এসে যে, বুড়ো ক্ষিধেয় মারা যায়। এই বুড়ো শিবকে তোমরা কেউ আর ফুল বেলপাতা দিয়ো না, কেবল ফলই দেবে, তাহ'লে তোমরাও ফল পাবে।

শিব। শতামোদ! দাও বাবা, তোমার মামার প্রসাদ এককণা মাত্র আমায় দাও, তারপর তুমি সব খাও।

শতা। [হাত ধরিয়া] আঃ কর কি? পয়সা নেই? বাজারে কিনে খাও গে।

শিব। না, বাবা! ভব যে ভিখারী, দাও—দাও।

শতা। দোব না, আমি নিজেও বরং খাব না, তবু তোমায় দোব না। তুমি বেটা কোন্ জন্মে ডান্ ছিলে, ও ফল আমার খাওয়া হবে না, পেটের অসুখ করবে। এই যে এই কুকুরটাকে খাইয়ে দিই। [তথাকরণ] খাও, এরপর কি ক'রে খাবে?

শিব। এই যে বাবা, এমনি ক'রে খাব। [কুকুরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া]

শতা। একি করলে? কুকুরের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বুড়োটা খেতে লেগে গেল, বুঝি বা বুড়োর বড় ক্ষিধে হয়েছিল! হ্যাঁগা, তোমাদিগে

অমন ক'রে বল্লাম, তবু তোমরা এই বুড়ো শিবটাকে কেউ কিছু দিলে না? তোমাদের এখানে এসে পেটের জ্বালায় কুকুরের মুখের খাবার ছিনিয়ে খেলে? হাঃ হাঃ।

শিব। আয় বিশ্ববাসী কেন উপবাসী,
আয় রে আয় রে পরম রঙ্গে।
প্রসাদ পাইয়া, সুতৃপ্ত হইয়া
নাচ্ এসে নাচ্ শিবের সঙ্গে॥
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্
অঙ্গুলি নাড়িয়ে বাজা রে গাল।
তাথৈ তাথৈ তাথৈ, থুম্ থুমা থৈ থৈ,
বগল বাজিয়ে সাধি রে তাল॥
রামের প্রসাদ লইলে প্রমাদ
না হয়, না থাকে জীবের জ্বালা।
ভেদাভেদ নাই, সব এক ঠাঁই,
আয় রে খুলেছি আনন্দশালা॥
নাহি খেদাখেদ, নাহি জেদাজেদ
কুকুরেও খেলে কুড়িয়ে খাই।
এই ত সুবিধি, স্বয়ম্ভুর বিধি,
মহানির্ব্বাণের এ পথ ভাই॥

[সকলের প্রসাদ ভোজন ও নাম-সংকীর্ত্তন]

গীত।

জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম।
(মহাপ্রসাদ পেয়ে ভব নাচে ভাবে বিভোর)
ব্রহ্মা নাচে, নারদ নাচে, আর নাচে ভোলা,

সদানন্দে সদানন্দ দেখান্ পূর্ণানন্দ মেলা,
পুষ্কর হ'ল পুরীক্ষেত্র পুরারির খেলা,
সীতাসনে রঘুনাথ নিত্য কর্‌বেন লীলা,
বল সীতারাম, বল সীতারাম, বল সীতারাম॥

[গন্ধর্ব্বগণের প্রস্থান।

হনুমানের প্রবেশ।

হনু। [অদূর হইতে] দেব রঘুনাথ! প্রণাম করি, আপনি সসৈন্যে সত্বর সমবায়োজন করুন, মহাপাপী কালযবনের সঙ্গে যুবরাজ কুম্ভাণ্ডক আগত প্রায়, আমি চল্‌লেম।

রাম। এস, বাপ্! রামসীতার স্নেহের মাণিক। কোথা যেতে চাও?

হনু। যেখানে সেই পাপাত্মা শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ত্রিমুণ্ডী আছে, সেইখানে চল্‌লাম। আজ ত্রিমুণ্ডীকে নির্মুণ্ডী ক'রে তবে এ পুষ্করে প্রত্যাবৃত্ত হব। [গমনোদ্যত]

সীতা। হনু! সর্ব্বনাশ হ'লেও কি ব্রহ্মহত্যা কর্‌তে আছে?

হনু। সর্ব্বনাশী যদি সর্ব্বনাশের পথে জীবকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, তবে আর সে কেন সর্ব্বনাশ করবে না?

শতা। হনুমান্ দাদা! হনুমান্ দাদা! একবার ছুটে এসে দেখে যাও, একটা মরা ছেলে বড় মামার পা ছুঁয়ে বেঁচে গেল।

হনু। কে ভাই, শতামোদ?

শাত। ঐ যে, দাদা!

হনু। সত্যই ত, সেই মৃতশিশু। মা জনক দুহিতা, হনুর দোষ মার্জ্জনা কর, মা!

সীতা। ছেলের দোষ কি মায়ে গ্রহণ করে? তোমার কোন চিন্তা নাই। এখন বল, কাকে সেনাপতি করা যায়?

হনু। ও কথা আমি বল্‌তে পার্‌ব না, ব'লে কে মা দুর্নামের ভাগী হবে? বীরকে অতিক্রম ক'রে অন্য বীরকে বরণ কর্‌লেই বীরের মনে একটা অভিমান জেগে উঠ্‌বে।

ভরত। বলাবলি কি, এ যুদ্ধে আমি সেনাপতি হব।

বিভী। না না, ভাই! এ যুদ্ধে আমি সেনাপতি হব।

সুগ্রীব। এ যুদ্ধে আমি সেনাপতি হব।

শত্রুঘ্ন। এ যুদ্ধে আমি সেনাপতি হব,

শতা। এ যুদ্ধে আমি সেনাপতি হব,
হনুর কোলেতে চড়ি করিব সমর।
আমি হব সেনাপতি নাশিব পুষ্কর॥
আর যদি শরাঘাতে অঙ্গ হয় জব্ জব্।
তবে ছুটে গিয়ে লুকাইব মেজ মামার জামার ভিতব॥

সীতা। আচ্ছা, দেবর ভরত! এ যুদ্ধে তুমিই সেনাপতি হও।

ভরত। তোমার ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী, আমি ত যুদ্ধে নূতন-ব্রতী, যুদ্ধ যে কেমন, আজ পর্য্যন্ত তা ত জানি না; তবে যদি মা, বিপদে প'ড়ে মা মা ব'লে ডাকি, সে সময় বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর্‌বে ত? তা হ'লে যুদ্ধে যাই, আর আমার অদম্য রণপিপাসা মিটে যায়।

সীতা। আচ্ছা, দেবর! তবে আমার হস্তের এই কঙ্কণখানি নাও, যুদ্ধ স্থলে তুমি যদি অস্ত্রশূন্য হও, কিংবা যদি জীবন সঙ্কটে পড়, তবে এই কঙ্কণখানি বিপক্ষকে লক্ষ্য ক'রে ত্যাগ কর্‌বে, ভুলো না। যাও বৎস হনুমান্, তুমি দেবরের সঙ্গে যাও।

শত্রুঘ্ন। দাদা! আমিও আপনার সেনানী হ'য়ে যাব।

ভরত। আচ্ছা চল, তুমি ত আমার চিরসঙ্গী। রঘুনাথ! আজ্ঞা দিন্, আজ্ঞাবহ দাস যুদ্ধে যেতে চায়। [প্রণাম]

রাম। এস, ভাই! যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে রঘুবংশের নাম চিরস্মরণীয় কর। সখা সুগ্রীব, বিভীষণ, তোমরা সকলেই ভরতের সাহায্যে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন কর, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

ভরতাদি সকলে। জয় অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের জয়!

[ভরত শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, বিভীষণ ও জম্বুর প্রস্থান।

সীতা। রঙ্গময়!

রাম। রঙ্গময়ি! চল, এখন রাণী সুলোচনাকে তোমার শিবিরে নিয়ে চল। চল মা সুলোচনে, চল সাধিকে, আমার শিবিরে চল; এস বাপ্, ভক্তশিশু! [বিরাধকে কোলে লইলেন]।

শত্রু। ওঃ, আমি বুঝি কোলে চড়্ব না? মামী! তুমি আমায় নাও ত। [সীতার কোলে উঠিল]।

ব্রহ্মা। রঘুনাথ! তবে এখন ব্রহ্মলোকে যাই?

শিব। ভবারাধ্য! ভবদেব এখন কি কৈলাসে যাবে?

শতা। না না, তোমার যে রকম ক্ষুধার দৌরাত্ম্য, তাতে বোধ হয়, অতদূর রাস্তা যেতে পারবে না। তুমি এখন আমাদের শিবিরে চল, তোমাকে পেটভ'রে খাওয়াব। মামী রাঁধ্বে, আর তোমায় আমায় এক সঙ্গে ব'সে খাব; দেখ্ব, তুমি কত খেতে পার। তুমি যে মামাকে আমার আত্মম্ভরী ব'লে একটা কথা বল্লে, তুমি বুঝি লও? তুমি যে স্বয়ং বিশ্বম্ভর, তোমারও যে কিছুতেই উদর পূরে না। আচ্ছা, চল—দেখি তুমি কত খেতে পার।

নারদ। শতামোদ! ঋষ্যশৃঙ্গেরকুলতিলক! আমরাও যাব, আমাদেরও ত পথ অনেকদূর।

শতা। আচ্ছা, তোমরাও চল, তোমরাও বামুন কি না? ফলারের নামে নেচে বেড়াও, চল; তোমাদিগেও খাওয়াব। কিন্তু আমার মনে একটা বড় সন্দেহ হচ্ছে। এখন রাঁধ্‌তে বেলা হ'য়ে যাবে, আবার তোমাদের অসময়ে খাওয়া অভ্যাস নাই।

ব্রহ্মা। তুমি দুধের ছেলে, তোমার অসময়ে খাওয়া অভ্যাস আছে?

শতা। ওঃ! তা আবার নেই? আমি নাটক লিখেছি, কবি হয়েছি। চল চল, বল—জয় মামার জয়।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

রণাঙ্গন।

শশব্যস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হিরণ্যবাহু, সরভ ও কালযবনের প্রবেশ।

হিরণ্য। আমি পূর্ব্বেই বলেছিলাম, নর বানর সামান্য নয়, তারা যখন লঙ্কা ধ্বংস করেছে, তখন মনের মধ্যে এটা স্থান দেওয়া উচিত ছিল যে, নিশ্চয়ই রক্ষোবংশের অবনতি বা উচ্ছেদ।

সরভ। তোমার বুদ্ধিবৃত্তির অবসানের পূর্ব্বে বোধ হয়, এ কথা মনোমধ্যে আন্দোলিত হয় নাই, পরে হ'য়ে থাকবে, কেমন?

কাল। নতুবা একটা অসম্বন্ধ আলাপ বাতুলের পক্ষেও বিরল।

হিরণ্য। কালযবন! এ তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, বুদ্ধি-হীনতার পরিচয়—দাম্ভিকতার পরিচয়। জান ত অমন সোণার লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল।

সরভ। আরে, সেটা বিভীষণের কুমন্ত্রণায়।

হিরণ্য। তথাপি অবশ্যম্ভাবী রাক্ষসের ধ্বংস, এ কথাটা স্বীকার করবে না?

সরভ। না?

হিরণ্য। তা করবে কেন? সে বিষয়ে তাৎপর্য্য গ্রহণ হ'লে ত? বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হ'লে ত? অজ্ঞান অন্ধকার কাটলে ত? দাম্ভিকতা—দুষ্টতা—পাশবিকতা দূরে পরিহার হ'লে ত?

সরত। তুমি তাতে কি বল্‌তে চাও?

হিরণ্য। আর রক্ষোবংশের পরিত্রাণ নাই।

হনুমান বিভীষণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

হনু,বি,সু,। সত্যই বলেছ,

রক্ষোবংশে পরিত্রাণ নাহি দেখি আর।

নিশ্চয় নিশ্চয় আজি করিব সংহার॥

কাল,ত্রিস,। রক্ষঃ সনে রণ আশা মরণ নিশ্চয়।

অজেয় পুষ্করবাসী সতত নির্ভয়॥ [শরত্যাগ]

[বিভীষণ, হনুমান্ ও সুগ্রীবের পলায়ন।

সরত। কি, হিরণ্যবাহু! রক্ষোবংশের আর পরিত্রাণ নাই নাকি? তার পরিচয় পেলে ত? ক্রমশ আরও পাবে। তুমি যে মনে ভেবেছ, রামটা ঈশ্বর, তা কি কখন হ'তে পারে? হায় দশস্কন্ধ যার ভার্য্যাকে হরণ করে অশোককাননে বেত্রহস্তা চেড়ীদের দ্বারা অপমান করেছিল, সেই হীনবীর্য্যটা আবার ঈশ্বর?

হিরণ্য। আপত্তি ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না, মায়ায় মানব চরিত্রের অনুকরণ ক'রে স্বয়ং গোলোকেন্দু, রঘুকুলসিন্ধুর অভিনব ইন্দু; তুমি তা বুঝ্‌বে কেমন ক'রে? বোঝ্‌বার শক্তি বিধাতা তোমার মস্তকে নিহিত করেন নাই; আমারও বোঝাবার চেষ্টা করা বা মীমাংসা করতে যাওয়া, সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয়। যিনি আবাঙ্‌মনস-গোচর—যিঁনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তাঁকে আমি তর্ক বা যুক্তির দ্বারায় বোঝাবার চেষ্টা করব? "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," তখন আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির একেবারেই নিরুত্তর ভাল। তবে এইমাত্র বল্‌তে পারি, যে রামকে তোমরা মানব ব'লে দেখ্‌ছ, তিনি মানব নন। মায়াচরিত্র তাঁর, মানব জ্ঞানেই উপদেশ

দিতে চায়। তিনি সূক্ষ্ম—অতীন্দ্রিয়—জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, আবার অত্যুচ্চ হিমালয় অপেক্ষাও বৃহৎ, তিনি বিরাটব্যাপী, একবালে সকলেই তাঁর ব্যাপিত্ব স্বীকার কর, কোনটিই অসম্ভব নয়; তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণ, অপূর্ণ তাঁর কোথাও নাই। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের খণ্ডত্ব কোথায় পাবে?

গীত।

তর্কে কি বোঝাব বল, অবাঙ্‌মনসগোচরে।
বুঝিবার বা বোঝাবার সাধ্য কার এই চরাচরে॥
বাক্য মন আগে গিয়ে,
পুনঃ আসে তেয়াগিয়ে,
রয় কি সে জাগিয়ে
অবসন্নতা আবরে॥
সাংখ্য পাতঞ্জল আর মীমাংসাদি সকল,
সে তত্ত্ব বর্ণিতে গিয়ে হইয়াছে হীনবল,
স্বয়ম্ভু শম্ভু অনাদি,
বাসব বাসুকি আদি,
না পান্ আদি তায় বিবাদী
ঘোর মায়ায় যারা বিচরে॥

হিরণ্য। আরও বলি শোন, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের দয়া-রাজ্যে তুমি আমি সকলই সমান হ'লেও তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বের বহির্ভূত জীবকে দণ্ড বা শিক্ষা দেবার ছলে সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত—পাপিগণের ধ্বংসের নিমিত্ত—ধর্ম্ম স্থাপনের জন্ম তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ। তুমি প্রায়ই বলে থাক, তিনি কৃষ্ণ

না বিষ্ণু না মহাবিষ্ণু, তার ঠিক নাই। বাস্তবিক তিনি যে কি, কেউ কি তা ঠিক ক'রে দিতে পারে? তাহ'লে ত ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণীত হ'য়ে গেল। তিনি যে কোন্ উদ্দেশ্যে কখন্ কোন্ শরীর ধারণ করেন, তা তোমার আমার বোঝ্‌বার সাধ্য কি? তবে তিনি সত্য লীলায় কৃষ্ণ, ভক্ত পালনে বিষ্ণু, সৃষ্টি কার্য্যে যোগনিদ্রায় ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণু। আরো বলি, শোন কালযবন, এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভিন্ন আর কিছুই হয় না। জগততত্ত্ব উন্মেষ ক'রে দেখ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাবে না। এই তিন কর্ম্মের জন্য তিনি কর্ম্মের ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আর দুর্গা ব'লে যাঁকে বল্‌ছ, তিনিই আদ্যাশক্তি। শক্তি নৈলে জগৎ জড়্, সৃষ্টি শূন্য, স্থিতি শূন্য এবং লয় শূন্য। তিনি নৈলে জগতের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব কিছুই হয় না। অতএব তিনি শক্তিরূপা দুর্গা, শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ না থাক্‌লেও তিনিই সব। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর সবই তাঁর খেলা। তাঁর লীলারহস্য কেউ ভেদ্ কর্‌তে পারে না। তিনি যা করেন, বা করান, জীব তাই করে, জীব স্বতন্ত্র প্রবৃত্তির দাস নয়, জবের স্বতন্ত্র বল্‌তে কিছুই নাই।

সরভ। থাক্, হিরণ্যবাহু! আর তোমার সিদ্ধান্ত শোন্‌বার এখন সময় নয়। দুষ্ট রাঘবসৈন্য কি জানি কোথায় গিয়ে এতক্ষণ অনর্থ বাধালে! কুমার কুষ্মাণ্ডের সংবাদ কি? তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে আমাদের এখানে আসা উচিত হয় নি।

কাল। চল চল, তাহ'লে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

ভদ্রমুখের প্রবেশ।

ভদ্র। আর যেতে হবে না, হ'য়ে গিয়েছে—হ'য়ে গিয়েছে, হায় হায়, হ'য়ে গিয়েছে।

সরভ। কি, ভদ্রমুখ! সংবাদ কি?

ভদ্র। কিছু না, বাবা! কিছু না, আমি সংবাদ-পত্রের কোন ধার ধারি না; আমায় ছেড়ে দাও বাবা, আমি এখন হাঁপিয়ে বাঁচি।

সরভ। ভয় পেয়েছ না কি?

ভদ্র। ভয় কি নির্ভয়, কিছুই জান্‌তে পার্‌ছি না, আমি বেঁচে আছি কি মারা গেছি, তারই ঠিক নাই। আমায় মেরো না বাবা, আমি তোমাদের পায়ের জুতো, জুতো বল্লেই পিঠ ভেঙে দিয়ো না, বাবা! আমি ঠিক ঠিক্ মারা গিয়েছি, আর এ সময় মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়োনা বাবা, তোমাদিগে বাবা বল্‌ছি—চৌদ্দপুরুষ বল্‌ছি, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও। বুড়ো বলদকে মেরে আর গলদ ক'রে তুলো না, বাবা!

কাল। ভদ্রমুখ! আমাদিগে চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমরা কি আর সৈন্য?

ভদ্র। গড় করি পিটে দাঁত ছাড়, আমায় আর ঘিরে দাঁড়িও না, বাবা! একে ত কপিসৈন্যে আর ভল্লুকসৈন্যে আমার বাবার নামটি ভুলিয়ে দিলে, তার উপর আবার কি সৈন্য এসে জুটেছ?

সরভ। আমাদিগে চিন্‌তে পার্‌ছ না? দেখ দেখি, আমরা কে?

ভদ্র। [ভঙ্গি সহকারে দেখিয়া] চিনেছি চিনেছি, বাবা! তোমরা স'রে যাও বা আমায় কোলে ক'রে ঘরে দিয়ে আস্‌বে চল, তোমাদিগে কিছু দোব।

সরভ। আরে ম'ল যা, আমরা—আমরা, চিন্‌তে পেরেছ?

ভদ্র। হাঁ হাঁ, আরও পার্‌ব না! কৈ দেখি! [দেখিয়া শিহরিয়া পলায়ন] বাপ্ বাপ্! তোমরা সমুদ্রের কাঁকড়া, বড় বড় দাড়া, বাপ্ বাপ্!

সরভ। [হস্ত ধরিয়া] আরে ও ভদ্রমুখ, কর কি ? কর কি ? আরে ম'ল দেখ্ছি, কুমার কুষ্মাণ্ডক কোথা জান ?

ভদ্র। আরে ম'ল যা, তাই বল যে, আমি আমাদের—

সরভ। তাই ত বল্ছি।

ভদ্র। তা বুঝ্তে পার্লে কি এত ভয় খেতেম ? ভয় খেয়েছি ব'লে খেয়েছি, এত—এত। [কান্নাসুরে] কুমার কুষ্মাণ্ডক, বাছা আমার, আমাদিগে ফেলে কোথা চ'লে গেল গো। তোমাদের কাছ থেকে গিয়ে হুয়াহাক্ হুক্কা হুয়া করে কুষ্মাণ্ডককে নিয়ে পড়্ল। সেই যে লালরঙের জানোয়ারটা, সেই বেটা এক কিল মেরে বাছার আমার পিলে চট্কে দিলে। বাছা আমার হাকস্ মাকস্ ক'রে দড়াম্ ক'রে পড়্ল। হায়! হায়! হায়!

হিরণ্য। কালযবন! আর কাল্ বিলম্ব করা উচিত নয়। নিশ্চয়ই কুমার কুষ্মাণ্ডক আর ইহজগতে নাই ; চল—চল।

কাল। য়্যাঁ! য়্যাঁ! তাই ত!

[কালযবন, হিরণ্যবাহু ও সরভের প্রস্থান।

ভদ্র। বাপ্! বাপ্ সেই লাল জানোয়ারটা কি ভয়ঙ্কর! আবার শুন্ছি, সেই বেটাই লঙ্কাদগ্ধ করেছিল! তাহ'লে ত সে বেটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। বাবা, কত কাণ্ডই দেখ্ব! কত সব ঘরপোড়া মুখপোড়া, পেটপোড়া এসে জুটবে! আমারও পরকালটা সার্লে দেখ্ছি ; যাই, বাবা! এই অবকাশে পালিয়ে যাই। [গমনোদ্যত]

সহসা ভল্লুক-শিশু ও বানর-শিশুগণের প্রবেশ।

শিশুগণ। এই যে, এই বেটা পালিয়ে এসেছে, ধর্ ধর্। [ভদ্রমুখকে ঘিরিয়া সকলে তাহাকে ধরিল]

ভদ্র। আজ্ঞে, আমি আমাদের নই, তোমাদের বাবা!

ভল্লুকগণ। তুমি আমাদের বাবা? বেটাকে মার্ রে! [প্রহার]

ভদ্র। আরে, তাই ত বল্‌ছি, আমি তোমাদের বাবা। আমাকে মেরো না, আঃ—আঃ, কর কি, কর কি! মার্ বল্লেই মার্? আমায় কি শালা সম্বন্ধী পেয়েছ? হাড় ভেঙে দিলে যে? এই নাও মার। [শুইয়া পড়িল]

শিশুগণ। [পা ধরিয়া টানিতে টানিতে]

গীত।

লম্বাটান্ লম্বাটান্, দে সটান্, বেটাকে ছাড়িস্ না।
পিলে চট্‌কা, পিলে চট্‌কা, কসুর রাখিস্ না॥
ও রাক্ষস, ও রাক্ষস, তুই যে দেখ্‌ছি বিষম দমবাজ,
ধন্য বাপের বংশধর তুই মূর্ত্তি আথাম্বাজ,
তোর দফা সার্‌ব আজ;
তোকে কর্‌ব কুপোকাৎ করেছি তার সা'ত
এক ঘায়ে ভেঙে ফেল্‌ব তোর বত্রিশ দাঁত,
ও খোক্কস, ও খোক্কস হাঁকস্ মাকস্ দেখিস্ করিস্ না॥

[গীতান্তে কতকদূর টানিয়া লইয়া যাওয়া]

ভদ্র। বলি, মামার বাড়ী পেয়েছিস্ নাকি? যা ইচ্ছে তাই আরম্ভ করেছিস্? সমুদ্রের জলে এখনি তোদিগে শুদ্ধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব, তখন তোদের দফা নিকেশ ক'রে ফেল্‌ব।

শশব্যস্তে হিরণ্যবাহু ও কালযবনের প্রবেশ।

হিরণ্য। বলি, দেখ্‌লে, দেখ্‌লে? আমি পূর্ব্বেই বলেছিলাম, এ বিবাদ নয় প্রমাদ।

সরভ। তাই ত, হিরণ্যবাহু! কি সর্ব্বনাশই হ'ল! হায় হায়, এখন করি কি?

ভদ্র। কর্‌বে আর কি, এখন বাঁদরমারা সাজ্‌তে হবে। পার ত আমার সঙ্গে এস, জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি; বাঁদর ভিজ্‌লেই মাটী।

[প্রস্থান।

কাল। যাক্ যাক্, সাবধান হও। ঐ ঐ ক্ষুরধার মহাবাণ, এল, এল। [তিনজনের শরত্যাগ] ঐ ঐ শব্দভেদী শায়ক, দেখ—দেখ—দেখ্, সর্ব্বনাশ হয়!

সহসা বিভীষণ, সুগ্রীব ও হনুমানের প্রবেশ।

[বিভীষণ হিরণ্যবাহুকে, সুগ্রীব সরভকে ও হনুমান কালযবনকে. মল্লযুদ্ধে ভূমিতে ফেলিল]

বিভী, সুগ্রীব, হনু। দুরাচারগণ!

[রাক্ষসগণের ধনুঃ অস্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান]

হনু। কালযবন!
ফিরে যাও আপন ভবনে,
কহ গিয়া রাবণ রাজারে,
মারুতির মহারণে মরে কুম্ভাণ্ডক।

কাল। অসম্ভব। অত্যাশ্চর্য্য!
বনের বানর যত লঙ্ঘিয়া বারিধি,
বীরপুত্র কুম্ভাণ্ডকে বধিল আহবে?
অহো—হোঃ—হোঃ!
কি বলিয়া দাঁড়াইব বীরের সমাজে?
কি বলিয়া প্রবোধিব রাবণ রাজারে?
নেত্রনীর মুছিবারে আইনু সমরে,

শিক্ষালাভ এতদিনে হইল জীবনে।
বিধির অখণ্ড লিপি হায় বলবান্!
হায় বলবান্ কাল অনন্ত সংসারে!

সুগ্রীব। নীচমনা, দেবতা বিদ্বেষী, দুষ্ট!
এক এক করি রাক্ষসের দল
নির্ম্মূল করিয়া যাব অযোধ্যা প্রদেশে।

কাল। শুধু তুই কেন, বনের বানর!
বনের ভল্লুক সেটা রহিল কোথায়?
দীর্ঘ দীর্ঘ লোমে যার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা,
শূকরের সম যার সুদীর্ঘ বদন,
হেরিলে যাহারে হাসি সদা আসে মনে,
কোথা—কোথা সেটা?

বিভী। অসহ্য—অসহ্য প্রাণে!
পরম ধার্ম্মিক বীরকুলচূড়ামণি
ব্রহ্মার তনয়ে দুষ্ট, বল দুরক্ষর বাণী?
রণনীতি যার প্রধান ভারতে,
মন্ত্রনীতি যার প্রধান জগতে
রঘুবংশে বুদ্ধিবল বিখ্যাত যাঁহার,
নিন্দ' তারে ভয় নাই মনে?

সরভ। হাঃ হাঃ হাঃ! কি বলিলে?
রঘুবংশে বুদ্ধিবল বিখ্যাত যাহার?
হ'তে পারে ধ্বনি গর্ব্বে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি,
মূর্খতার পরিচয় রাঘব বংশের।
বুদ্ধিবলদাতা ভল্লুক যাহার,

নিজে তিনি বড় বুদ্ধিমান্।
হাঃ হাঃ হাঃ! [গান্ত]

সুগ্রীব। বুদ্ধির উপরে বুদ্ধি খেলে বুদ্ধি যাঁর,
নির্ব্বুদ্ধি! কেমনে তুই চিনিবি তাঁহারে?
মায়ায় মানবদেহ রামরঘুমণি,
গোলোকের শশী ভূলোকে উদয়।
চিনিবে চিন্ময়ে তুমি জ্ঞানহীনপাপী,
এ হেন সৌভাগ্য তোর আছে কি পামর?

সরভ। কে তুই, দুষ্ট বানরাধম?

সুগ্রীব। যুদ্ধস্থলে পরিচয় কিবা প্রয়োজন?

হিরণ্য। সে গূঢ়রহস্য তুমি যদি ভেদ করতে পার্বে, তা হ'লে বানরবংশে জন্মগ্রহণ কর? তুমিই যদি আমায় বধ কর? বলতে পারি না, রণস্থলে কার জয় হয়, কার পরাজয় হয়? কারো মৃত্যু হয়, কারো জীবন রক্ষা হয়। তা হ'লে তোমার জানা উচিত কি না? সমরাঙ্গনে বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি বীর হয়, আর তার হাতে যদ্যপি বিপক্ষ বীরের মৃত্যু হয়, তা হ'লে তার স্মৃতিপটে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হবে কি না যে, আমি একটা বীরকে নিধন করেছি, আর যার জীবন যাবে, তারও মনে একটা চিরশান্তি সঙ্গে সঙ্গে যাবে যে, আমি বীরের হাতে জীবন দান করেছি; পরিচয়ের উদ্দেশ্যও এই, বুঝ্লে বানর?

সুগ্রীব। কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের অধীশ্বর মহাবীর বালির কনিষ্ঠ সুগ্রীব আমি, মনে কর রাক্ষসের ইতিহাসে লঙ্কানাথ রাবণের আখ্যায়িকা? তা'হলে বুঝ্তে পার্বে, এই লোম লাঙ্গুলের কি অপূর্ব্ব শক্তি! যে বালি, রাবণকে সপ্তদিন সপ্তরাত্রি সপ্তসাগরের জলে গলদেশ লাঙ্গুলে আবদ্ধ ক'রে ডুবিয়ে রেখেছিল, শুধু তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এক একবার

আকাশে তুলে সমুদ্রের খরসান বালীতে, তীরস্থ উপলখণ্ডে দশমুখ ঘর্ষণ ক'রে পাষাণময় ভূখণ্ডে সজোরে নিক্ষেপ ক'রে অস্থি মাংসের বন্ধন ছাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই মহাবীর বালির মহাবীর কনিষ্ঠ সুগ্রীব, রাজা রামচন্দ্রের বন্ধু।

সরভ। এইজন্যেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করা, তাহ'লে তুমি বীর পদবাচ্য হ'তে পার; যেহেতু তুমি বালির সহোদর, বালির মত রণ-পাণ্ডিত্য তোমার থাক্ নাই থাক্, কিছু-না-কিছু থাকা সম্ভব। তবে এস, এই অসিতে তোমার সম্ভাষণ করি। বীরের সম্ভাষণ যোগ্য একমাত্র অস্ত্র, এস—তোমার লাঙ্গুলের গর্ব্ব বিনাশ করি।

হনু। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, অগ্রে কালযবনের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন কর, তারপর যোদ্ধ্‌ বিভাগে যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত হবে। দুরাত্মন্ কালযবন, আয় আয়, শুনেছি তুই নাকি রক্ষোযুদ্ধে সেনাপতি!

বিভী। হনুমান্! শত্রুকে সময় দেওয়াই অন্যায় হচ্ছে। বদ্ধ-পরিকর হও, পুনরায় লঙ্কা সমরের ভীষণ কোন্দল মনোমধ্যে আন্দোলিত কর; আর না, আর না। আয় রে নরকের কীট কালযবন! [শর কার্ম্মুক উত্তোলিত]

কাল। কে তুমি

অনুমানি তুমি হইবে রাক্ষস?

বিভী। রাবণ কনিষ্ঠ আমি বীর বিভীষণ।

কাল। রাবণ কনিষ্ঠ তুমি বীর বিভীষণ?

রাবণ কনিষ্ঠ তুমি নরকের কীট।

কেমনে ত জ্ঞাতিহত্যা করিলে পাপিষ্ঠ?

কেমনেতে রক্ষোবংশে হ'লে ধূমকেতু?

কেমনেতে গৃহছিদ্র করিয়া প্রকাশ

রাঘবের হস্তে সবে করিলে বিনাশ ?
কেমনেতে নিলে তুমি রাণী মন্দোদরী ?
কেমনেতে দিলে তুমি লঙ্কার সুন্দরী
অসভ্য বানরকুলে তুষ্টাইতে রতি ?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ, বিভীষণ ! নিতান্ত অধম তুমি,
এ কলঙ্ক-রেখা তব যাবে না কখন,
অঙ্কিত সমাজপটে কাল স্বর্ণাক্ষরে।

সুগ্রীব। কর রথী নির্ব্বাচন করিতে সমর।
সরভ। রথশূন্য রথী কোথা শুনেছ, বর্ব্বর ?
সুগ্রীব। আর য'দ অর্থ করি রড়িতে গ্রহণ ?
সরভ। না হয় গ্রহণযোগ্য বানর বচন।
সুগ্রীব। বানরেরি বুদ্ধিবলে হ'ল লঙ্কা-নাশ।
সরভ। ওই কথা শুনি তাই করি উপহাস॥
সুগ্রীব। ওই কথা শুনি মনে নাহি হয় ত্রাস।
ওই কথা শুনি তবে ছাড় তপ্তশ্বাস॥

[সরভের ধনুঃ কাড়িয়া লইল]

সরভ। অস্ত্রশূন্য নহে কপি, রক্ষোবীরগণ।
সুগ্রীব। কর বাণ ধনুকেতে পুনশ্চ যোজন॥

[পুনঃ কাড়িয়া লওয়া]

যাই তবে রাঘব সম্রাট্ যথা, বলিতে বারতা।
সরভ। বানর হইয়া ধর এতই ক্ষমতা ?
সুগ্রীব। বার বার বল তুমি বানর বানর।
বানর চিনিতে নার নিতান্ত পামর॥

[ধনুকের ছিলা গলায় দিয়া লইয়া প্রস্থান।

হিরণ্য। বালীর সহোদর ব'লে এতই তুমি বলীয়ান? আচ্ছা আচ্ছা রে মদদৃপ্ত বানর! আজ তোমার চির-গৌরব নষ্ট কর্‌বে।

[দ্রুত প্রস্থান।

বিভী। বিভীষণের ভীষণ হিংসাবহ্নি জ'লে ওঠ্‌বার পূর্ব্বে নয়।

[তৎপশ্চাৎ বাণ মারিতে মারিতে প্রস্থান।

হনু। পেয়েছি পেয়েছি।

কাল। তোমায়।

হনু। প্রতিশোধ প্রতিশোধ

কাল। অন্যায় আচরণের।

হনু। শিশু হত্যার—

কাল। মূর্খতার—

হনু। না মত্ততার?

কাল। এইবার।

হনু। [বাণ কাড়িয়া লইয়া] এইবার তোমার দেহ হ'তে ধমনী নাড়ী বিচ্ছিন্ন ক'রে উষ্ণ শোণিতের অস্তিত্ব লোপ এবং ভেক সম শীতল রক্তের ঘনীভূততা।

কাল। লঙ্কাদাহী মর্কট! এইবার কেউ তোমার পরিত্রাণ কর্‌তে পার্‌বে না, বালক রামের কথা দূরে বর্জ্জন কর।

হনু। [কুম্ভকার চক্রসম ঘুরিতে ঘুরিতে]

তাই ত! তাই ত!
হ'ল সর্ব্বনাশ, বহে দীর্ঘশ্বাস
রক্তারক্তি কলেবর ক্রমশঃ শিথিল।
থামে না থামে না, থামাতে পারি না,
চলে না চলে না চরণ অচল।

পাই না পাই না কিছুই দেখিতে,
আঁধার আঁধার বিশ্বলেপী মসী!
কোথা বিভীষণ, কোথায় সুগ্রীব,
কোথা নল, নীল, মন্ত্রী জাম্বুবান্,
কোথা গয়, গবাক্ষ, শরভ,
কোথা রাজপুত্র অঙ্গদ সুমতি,
বাঁচাও বাঁচাও হনুমানে আজি।
কাতরকণ্ঠেতে করি পুনশ্চ আহ্বান,
এস কপি ঋক্ষসেনা,
এস অযোধ্যার ক্ষত্রিয়মণ্ডলী!
এস নিষাদের পতি, বাঁচাও আমায়।
কৈ কৈ, কেউ না আসিল?
কোথায় শত্রুঘ্ন, সহ সেনাদল,
কোথায় কোথায় ঠাকুর ভরত!
কৈ—কৈ, কোথা কেহ নাই।
কোথা রঘুনাথ ভক্তভয়ত্রাতা!
হনুর জীবন নাট্যে শেষ অঙ্কে প্রশান্তি সূচনা
দেখে যান্. দেখে যান্, দয়াময়!
ডাকিছে অঞ্জনাসুত ব্যাকুল হইয়া।
কোথা মাগো রামজায়া ভকত বৎসলে,
দেখে যা মা, প্রাণে কত অসহ বেদনা,
দেখে যা মা, পুরুষের প্রযাহ সূচনা,
দেখে যা মা, দেখে যা মা, হনুর লাঞ্ছনা,
দেখে যা মা, দেখে যা মা, বিষম ঘটনা,

বর্ণিতে এ ভীতিভাব রসনা রটে না,
পুষ্করে আসিয়া মাগো, পড়িনু প্রমাদে ;
বিশ্বজেতা হনুমান্ হারিল আহবে,
কুম্ভকার চক্র সম ভ্রমি রণস্থলে।
আয় মা, আয় মা, সীতা বিশ্বপ্রসবিনী,
জনকনন্দিনী, ভূভারহারিণী, ত্রিতাপবারিণী

মা ! মা ! মা ! [পতনোদ্যত]

দ্রুতপদে সীতার প্রবেশ।

সীতা। [হনুমান্‌কে বক্ষে ধরিয়া]
ভয় কি, ভয় কি, বাপ্ অঞ্জনানন্দন !
ভয় কি, ভয় কি, বাপ্ ভক্ত হনুমান্ !
ঐই যে, এই যে, বাপ্, এসেছি আমি রে।

হনু। এসেছ মা, রামের ঘরণি !
এসেছ মা, জীব নিস্তারিণি !
এসেছ মা, জগতবন্দিনি !
এসেছ মা, সঙ্কট হারিণি !
তবে আর ভয় কি মা, শ্রীরামরঙ্গিনী ?
হনুর ভঁরসা মাগো !
তোমাদের শ্রীপদ কমল।

সীতা। বৎস ! তোমার হৃদয়ের ব্যথা দূর হয়েছে ত ?

হনু। ভবব্যথানাশিনি ! তোমার পদ্মহস্ত দেহে স্পর্শ করবামাত্র

আর কি কোন বাধা থাকে? মা, তোমাদের দয়া থাকলে বাধার কথা অযথা ব'লেই বোধ হয়।

সীতা। বাবা! তবে তুমি রক্ষোসৈন্য বিনাশে তৎপর হও। আমি যাই।

হনু। রত্নময়ি! রণস্থল হ'তে যেতে চাচ্ছ, যাও; কিন্তু মা, হনুর হৃদয়দেশ ছেড়ে যেয়ো না।

সীতা। বৎস! সে চিন্তায় তুমি চিন্তিত হ'য়ো না, তোমার হৃদয়ে আমার নিত্য সান্নিধ্য।

[প্রস্থান।

হনু। আরে রে কুক্কুর কালযবন, এইবার হনুমানের করে প্রাণ উৎসর্গ ক'রে শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্।

রণবেশে ভরতের প্রবেশ।

ভরত। ক্ষান্ত হও, পবননন্দন! পুষ্করের দুষ্ট সেনাপতি এই কালযবন; রাঘব-সেনাপতি ভরতের করে জীবন উৎসর্গ ক'রে বিরাধ-বধের প্রায়শ্চিত্ত করুক্। কালযবন, এই দুরন্ত বাঁটুলে মুণ্ডমোচনরূপ মস্তক মুণ্ডন কর।

কাল। কে তুমি? শিশু সম্রাট্ রাঘবের শিশু ভ্রাতা ভরত? যাও, প্রাণ নিয়ে অযোধ্যায় পলায়ন কর।

ভরত। রক্ষোরক্তে দধিসমুদ্রের শ্বেত সলিল লোহিতাক্ত ক'রে তবে পলায়ন করবে।

কাল। নতুবা নয়, কেমন? [বাঁটুল ছেদন] অসভ্য রাঘব! বাঁটুল আবার অস্ত্র? চঞ্চল স্বভাব বালক, দূর হও; রণস্থল হ'তে দূর হও; রণস্থল হ'তে দূর হও।

ভরত। [পুনর্ব্বার বাঁটুল আরোপ করিয়া] দুর্ম্মতি রাক্ষস! ক্ষণ তুই অপেক্ষা কর, তার পর কে কোথায় দুর হয়, দেখ্‌তে পাবে।

কাল। নিতান্তই জীবনদানে বাঞ্ছা হচ্ছে, নয়? দুর্ম্মতি! দুর্ম্মতি তোমাদের, তা' না হ'লে সুদূর অযোধ্যা প্রদেশ হ'তে এসে জগতসম্রাট্ জগদেকবীর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ বাঞ্ছা কর? মনেও ক'রো না, অক্ষত দেহে বা প্রাণ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে যাবে? শোন শোন, বাচাল বালক! বাঁটুল আবার অস্ত্র? তার আবার গৌরব? বীরের সম্মুখে ও কথা বল্‌তে লজ্জা হয় না? লজ্জাহীন রাঘব! যাও, এখনও বল্‌ছি, পালিয়ে যাও, গিয়ে ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন কর। গোপনে ধীরভাবে বনে বনে তরুতলে তরুশাখাবিহারী বিহঙ্গকে বধ কর গে; বীরের সম্মুখে অগ্রসর হ'য়ো না।

ভরত। কালযবন! নিরক্ষর! ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে বল্‌তে হবে কেন? ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন কর্‌তেই ধরায় এসেছি। তুমি সহসা বুঝ্‌তে পারছ না? তবে এস, তোমাকে বুঝিয়ে দিই। কেন না, আজ তুমি রঘুবংশের বালক ভরতের করে প্রাণ দিতে এসেছ। চিরদিনের মত সংসার থেকে চ'লে যাচ্ছ, আজ তোমার কিছু তত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশ হওয়া উচিত। তবে শোন, ব্যাধবৃত্তি, হিংসাবৃত্তি, সৃষ্ট জীবের ধ্বংস, নির্দ্দয়তা প্রকাশ, বিহঙ্গকুল ধ্বংস করা, তা ত হচ্ছে, বুঝ্‌তে পারছ না? পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামদেবের খেলায় এই জীব জগতের উৎপত্তি, তাঁরই খেলায় আবার জগতের ধ্বংস; এই ধ্বংসনীতি লীলাময়ের লীলারাজ্যের রহস্য মন্ত্র। রহস্য বিষয় যেমন সহসা ভেদ হয় না, তেমনি ধ্বংসনীতি কেন, তাও সহসা ভেদ হয় না। সৃষ্ট নষ্ট কর্‌তে হ'লেই হিংসা অবলম্বনীয়, তাহ'লে হিংসা বৃত্তি চাই, কেমন? পূর্ব্বেই বলেছি, হিংসা ব্যাধের স্বভাব। তরুশাখাসঞ্চারী বিহঙ্গের জীবন, ব্যাধ যেমন অতি সন্তর্পণে বিনাশ

করে, তেমনি ধ্বংস নীতিতে ভগবান্ ব্যাধ, বনরূপ ধরায় এসে, তেমনি যুগরূপ পদবিক্ষেপে, কর্মরূপ শরের যোজনায়, দেহ তরুর হৃদয় শাখা সঞ্চারী জীবরূপ পক্ষীকে নিয়ত নিক্ষেপ কর্‌ছেন; আজ নয় কাল জীবকে এই হিংসার হস্তে পড়্‌তেই হবে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না।

গীত।

হৃদয় শাখা সঞ্চারী জীবের আয়ু-বিহঙ্গে।
কালরূপ হরি, কর্ম্ম শর ধরি, নাশিছেন নিত্য রঙ্গে॥
এই ধ্বংস খেলা লীলাময়ের লীলা,
সদা হয় জীব জগতে,
সৃষ্টি তত্ব অঙ্ক, ধ্বংস তার গর্ভাঙ্ক,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিনেরি প্রসঙ্গে॥
যে দিনে বিকাশ, সেদিনে বিনাশ,
চলিছে অনন্ত ধারা,
কালের প্রবাহে, কি কার্য্য নির্ব্বাহে
ভাবিলে হৃদয় হারা,
গৌণ ধ্বংস কালরূপেতে, পাপের ধ্বংস হয় লীলাতে
ভগবান্ ব্যাধের তাই অবতার, বিনাশিতে এই ভূভার,
অধোক্ষজ হরি, রাম রূপ ধরি,
সেই চতুর্ব্ব্যূহ শক্তি সঙ্গে॥

ভরত। শোন্, বর্ব্বর! হিংসার কার্য্য হস্তেই সমাধা হয়, আমিই সেই হস্ত, অধোক্ষজ মহালক্ষ্মীপতি নারায়ণ চতুর্ভুজ, শুনে থাক্‌বি, কেমন? তিনি আজ রঘুবংশে দ্বিভুজ রামদেব, আর তাঁর দুই ভুজ

ভরত শত্রুঘ্ন হ'য়ে আবির্ভূত হয়েছে, আজ সেই ভগবানরূপী ব্যাধের হাতে কালযবনের আয়ুঃপক্ষী বিদ্ধ হ'ক্।

[পূর্ব্বগীতাংশ]:

চতুর্ভুজ চিন্তামণি, স্বয়ং রঘুকুলের মণি
দুই ভুজ ভরত শত্রুঘন্।
ব্যাধ বৃত্তি সাধিবারে, আসিয়াছে সমরে,
আয়ুপক্ষী করিতে ঘাতন ॥
(আজ ভবের খেলা সাঙ্গ তোমার)

ভরত। এতে তুমি আজ মোক্ষও লাভ কর্‌তে পার, যদি বল, তুমি ত পূর্ণব্রহ্ম রাম নও, তবে তোমার মোক্ষ দেবার কি শক্তি আছে? তা আছে, পিপাসুর পরিমিত জলেই যেমন পিপাসার শান্তি হয়, অগাধ সমুদ্রবারিকে যেমন অপেক্ষা করে না এ তেমনি মোক্ষার্থীর সামান্য মোক্ষলাভে পূর্ণব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে না।

[পূর্ব্ব গীতাংশ]

যেমন পরিমিত জলে, পিপাসুর শান্তি মিলে
অপেক্ষা না রাখে বারিধি জীবন,
তেমনি মোক্ষপদ দিতে পারে, অংশরূপ সংসারে,
সর্ব্বরূপে পূর্ণরূপ শ্রীরঘুনন্দন।
(অপূর্ণ তায় কোথায় পাবে)
(কেবল শান্তির বিকাশ আর কিছু নয়)

ভরত। তবে রাখে কার? সামান্য জলে পিপাসার শান্তি হয় না কার? না—যার ত্রিদোষের প্রান্ত সীমায় মৃত্যুশয্যায় মহাবিকার ধরে,

তারই সামান্য জলে পিপাসায় শান্তি হয় না। তেমনি ভগবানের যারা সত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণাত্মক দেহে তারতম্য রেখে মহাবিকাররূপ কাল কামনায় ঈশ্বর লাভে চেষ্টা করে, তাদেরই পূর্ণাপূর্ণ বিবেচনা এবং তাদেরই অগাধ সমুদ্রে প্রয়োজন হয়।

[গীতাবশেষ]

ত্রিগুণে সন্দেহ যার ত্রিদোষ জুটেছে তার
বিকারেতে পতিত সে জন।
পেয়ে জলনিধি জল নয় কভু সুশীতল
মুক্তি পদে বঞ্চিত সে জন॥
(সে যে কামনার দাস ঘোর পিশাচ)

ভরত। বুঝলে, কালযবন! হস্ত উত্থিত পান পাত্রে নির্ব্বাণ তৃষ্ণার শান্তি কর। তা তুমি পারবে না, তোমার ভাগ্যেও তা ঘটে উঠবে না। একে ত সম্মুখ সমর, এতে যদ্যপি তুমি প্রাণত্যাগ কর, তবে তুমি অক্ষয় স্বর্গলাভ করতে পার; তাও তোমার ভাগ্যে নাই। ভগবৎ বিগ্রহ সান্নিধ্য মুক্তিলাভও অসম্ভব নয়, তাও পারবে না, আর চাইলেও তা তোমায় দেবে না।

কাল। তাই ত, এ বালককে দেখে যে, আমার সর্ব্বাঙ্গ থর, থর, কম্পিত হচ্ছে, প্রাণপক্ষী হৃদয়পিঞ্জরে যেন কত ছটফট করছে। তবে কি আমার ভবধাম পরিত্যাগ করে যাবার সময় হয়েছে?

ভরত। তা নিশ্চয়। তোমার ও স্বগত এখন সর্ব্বশ্রাব্য, তুমি বিলম্ব করো না, শীঘ্র অবসর নাও—তোমার কর্ম্মশেষ।

কাল। বটে বটে, ক্ষত্রিয়বটু! এই দেখ তোমার অবসর গ্রহণের

সময় হয়ে এসেছে। উভয়ের পরস্পর শরত্যাগ ও কালযবন কর্ত্তৃক ভরতের সমস্ত শরচ্ছেদন]

ভরত। ক্রমে তূণ সব শরশূন্য হয়ে এল, এখন করি কি ?

হনু। দেবীদত্ত কঙ্কণ ক্ষেপনের এই বেশ সুসময়।

ভরত। সাধু বৎস হনুমান্! সত্যই তুমি রঘুকুলের হিতার্থী। বেশ মনে ক'রে দিলে। আচ্ছা—আচ্ছা [কঙ্কণ লইয়া] এস দেবীদত্ত কঙ্কণ, এস সীতার করভূষণ মহাপাপী কালযবনের মর্ম্ম বিদ্ধ কর। [যোজনা] কালযবন, সতর্ক হও, আজ তোমার মহাপ্রস্থানের সময়। [উত্তোলন]

কাল। আসে আসে গ্রাসে গ্রাসে
কঙ্কণ-নিক্কন জীমূত-মন্দ্রের সম
শ্রবণ বধির করে,
শূন্য হেরি চারিধার,
ঘূর্ণ্যমান্ বিশ্বচরাচর!
ওই এল—ওই এল, বিদ্যুতের বেগে,
বিদ্যুত প্রভায় কেবা ওই বাণমুখে ?
বিদ্যুৎবরণী রামজায়া
জনকনন্দিনী সীতা সতী ?
মা! মা! কেন মা, নাশিবে মোরে?
বিশ্বপ্রসবিনী সীতে! আমিও মা,
তোর ক্ষুদ্র জীব এই ধরাগর্ভে;
তবে—তবে—তবে, ক্ষমা কর
ক্ষমা সুতা ক্ষেমঙ্করী তুমি।
চিনিতে পারি নাই মা চিন্ময়ী তোমায়।
তুমি ত মা, অজ্ঞান আঁধারে

ঢাকি নয়ন আমার,
নরকের খেলা খেলাতে শিখালে।
আমি বদ্ধজীব, বদ্ধভাবে রেখেছ আমায়,
দিলে না কখন জ্ঞান হইতে উন্মেষ?
মা! মা! মা ওই, ওই, ওই—
বিশ্বপ্রসবিনী আজ বিশ্বসংহারিণী।

ভরত। সৃষ্টিরাজ্যে নীতি এই বিশ্ব-বিধাতার।
যাও—ভবধাম কর পরিত্যাগ।
ভবরঙ্গস্থলে তব
কর্ম্মনাট্যের শেষ দৃশ্যে
জীবনের যবনিকা হইবে পতন।
যাও, যাও, মহাশয্যায়
মহানিদ্রায় হওগে নিদ্রিত। [কঙ্কন ত্যাগ।

[কালযবনের পতন]

হনু। এইবার কালযবনের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে শোণিত সংগ্রহ করি। দুরাচার! রামভক্ত শিশু বিরাধের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রেছিলে, শিশু-শোণিতে রঞ্জিত হয়েছিল, আজ তোমার শোণিতে হনুর আরক্ত দেহ আরও রক্তময় হ'ক্। [হস্তে শোণিত লিপ্ত] যাও, দ্বাপরী লীলায় আবার দুঃশাসন রূপে ধরায় এসে জন্ম নেবে, আর আমিও আমার আংশিক আত্মা পিতার দেহে বিযুক্ত ক'রে কুরুকুলান্তক ভীমসেন হ'য়ে পুনর্ব্বার তোমার বক্ষের শোণিত সংগ্রহ করব। আজই তোমার বক্ষের শোণিত পান করতেম, কিন্তু সে উপাদানে হনুমানের দেহ গঠিত হয় নাই, হনুমানের দেহ সাধক উপাদানে গঠিত, এই দেহে রাজসিকবৃত্তি অবলম্বন করব না। দুরাচার, যাও—অনন্ত নরকে অবগাহন করতে প্রস্তুত হও।

যমদূত ও বিষ্ণুদূতের প্রবেশ।

বিষ্ণুদূত। ফিরে যাও যমদূত, কালযবন সম্মুখ সমরে এবং ভগবৎ সান্নিধ্যে জীবন বিসর্জ্জন করেছে, তোমাদের অধিকারে যেতেই পারে না।

যমদূত। তুমিই বরং ফিরে যাও, মহাপাপ কালযবনের বৈকুণ্ঠলাভ হ'তেই পারে না। যে দুরাচার গোহত্যা করে, যে বীরঘ্ন রামভক্তের জীবন নষ্ট করে, তার জন্য কুম্ভীপাক নরক প্রস্তুত, আর এই ডাণ্ডস্ বাড়ি।

বিষ্ণুদূত। আচ্ছা, নিয়ে যাও, দেখি তুমি কি ক'রে একে নরকে নিয়ে যাও।

যমদূত। কেন, তোমাকে ভয় করি নাকি? তুমিও স্বতন্ত্র রাজ্যের দূত, আমিও স্বতন্ত্র রাজ্যের দূত, তবে?

বিষ্ণুদূত। তবে নাও।

যমদূত। তবে দেখ, দেব ভরত! অভিবাদন করি, একে নরকে নিয়ে যাই?

ভরত। তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা কর্‌তে পার।

বিষ্ণুদূত। ভগবন্! দাসের নমস্কার গ্রহণ করুন। আমি এখন এই ভাগ্যবান্ জীবকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে পারি?

ভরত। তোমাদের কর্ত্তব্য কর্‌তে পার, আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আজ দেখ্‌ব, তোমরা কে কেমন কর্ত্তব্য বুঝ্‌তে পেরেছ?

যমদূত। আচ্ছা, [কালযবনের গলায় দড়ি দিয়া] চল্ রে মহাপাপী কালযবন, এইবার আমাদের হাতে পড়েছিস্।

বিষ্ণুদূত। সাবধান, যমদূত! [গদা ধরিয়া নিক্ষেপ] কালযবনের কেশাগ্র স্পর্শ কর্‌তে তোমার সাধ্য কি?

যমদূত। আর না, উচ্চপদস্থ ব'লে এখনও ক্ষমা ক'রে আস্‌ছি,

এখনও তোমার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে আস্‌ছি। সাবধান, এই তাজস্ পাপীর মস্তকে পতিত না হ'য়ে তোমারই মস্তকে পতিত হ'ক্।

বিষ্ণুদূত। আয়, উদ্ধত। [উভয়ের গদাযুদ্ধ ও যমদূতের পতন]

যমদূত। ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ! প্রভু! প্রভু! দাসকে রক্ষা করুন, বিষ্ণুদূতের অত্যাচারে আজ অপমানিত হলেম, আসুন—পরিত্রাণ করুন।

যমদূতগণ সহ যমের প্রবেশ।

যম। কি, যমদূতের অবমাননা? যম কি এতই হীনবীর্য্য যে বার বার বিষ্ণুদূতের অত্যাচার সহ্য ক'রে আস্‌বে? বিচার নাই, সম্মুখ সমরে বিষ্ণু সাক্ষাতে মরেছে ব'লেই তাকে বৈকুণ্ঠে যেতে হবে? বৈকুণ্ঠবাসীর এতই ক্ষমতা যে, লঘু-গুরু বিচার কর্‌বে না? বৈকুণ্ঠবাসীর এতই ঔদ্ধত্য যে, স্বেচ্ছাচার তন্ত্র অবলম্বন কর্‌বে? সে রাজ্য কি অরাজক তন্ত্রেই চালিত? যে কালযবন জগতে এসে মহা মহাপাপ জীবনে অনুষ্ঠান করেছে, যে কালযবনের পাপের পরিসীমা নাই, যে কালযবনের পাপের গণনা কর্‌তে গেলে চিত্রগুপ্তের লেখনী নিশ্চল হ'য়ে যায়, যে কালযবনের স্বল্প পরিমাণ পাপের শাস্তি বিধান কর্‌লেও আকল্প ভোগেও নরক মোচন হয় না, সেই মহাপাপী বৈকুণ্ঠে যাবে? ধিক্ রে স্বেচ্ছাচারিতা! ঐ পাপী কালযবন কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছে, কত লোকের মুখের গ্রাসাচ্ছাদন কেড়ে নিয়েছে, কত শত সতীর সৎধর্ম্ম নষ্ট করেছে, কত শত ব্রহ্মহত্যা—স্ত্রীহত্যা—গোহত্যা প্রভৃতি দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয় দুর্ব্বচ দুর্ব্বচ পাপের অনুষ্ঠান করেছে, সেই মহাপাপী বৈকুণ্ঠে যাবে? এক মুহূর্ত্তের জন্যও মদ্য পান কর্‌তে যার মতি বিরত হয় নাই, সেই সুরাপায়ী অবিশ্বাসী অপরিণামদর্শী সাধুদ্রোহী লোকের সর্ব্বনাশ করাই যার জীবনের অন্যতম ব্রত,

সেই মহাপাপী বৈকুণ্ঠে যাবে? কখনই না। আজ যদি প্রলয় কর্‌তে হয়, তাও প্রস্তুত, তথাপি এ কুনীতি—এ কুশাসন বৈকুণ্ঠবাসীর আর সহ্য হয় না। রে গর্ব্বিত বিষ্ণুদূত! গদা যুদ্ধে প্রস্তুত হও; যমের কালদণ্ড
।

বিষ্ণুদূত। কি, নরক-সম্রাট্! সঞ্জিবনী পুরীর ঐশ্বর্য্যলাভে এতই তুমি মত্ত হয়েছ? আচ্ছা—আচ্ছা, যম! সাবধান হও। [উভয়ের যুদ্ধার্থে অস্ত্রোত্তোলন] এস বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুর নিত্য পার্ষদগণ! দুরাচার যমের শাস্তি প্রদান করি, চিরদিনের মত যমকে নষ্ট করি, আর যেন কোন নর নারীকে পতি পুত্রহীন হ'য়ে কাঁদ্‌তে না হয়?

বিষ্ণুদূতগণের প্রবেশ।

সকলে। সাবধান, যম। [গদা উত্তোলন]

যমদূতগণ। সাবধান, বিষ্ণুদূতগণ! [ডাঙ্গস উত্তোলন]

শশব্যস্তে সীতার প্রবেশ।

সীতা। সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মরাজ, না কর প্রলয়,
দণ্ডধর! কর দণ্ড সম্বরণ,
ব্যাপি বহ্নি বিশ্ব মাঝে জ্বলিয়া উঠিল।
ভূচর খেচর, নর নাগ কিন্নর পিশাচ,
সবে ব্যাকুলিত,
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, না কর প্রলয়।
[সকলের সশস্ত্রে করপুটে দণ্ডায়মান]

যম। ইচ্ছাময়ী রামজায়া।

তোমার ইচ্ছায় গাঁথা বিশ্ব চরাচর,
কর দাসে অনুমতি, কি করিব, দেবি?

সীতা। নিয়ে যাও নরক মাঝারে
পাপী কালযবনেরে।

জীবগণ! শিক্ষালাভ কর, যে দুরাচার বৈষ্ণব বিদ্বেষী, যে পাপী রামভক্তের জীবন হন্তা, তার মুক্তি নাই—তার পরিত্রাণ নাই, কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারে না। ছেড়ে দাও ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বরের কথা, আমিও তাকে ত্রাণ করতে পারি না। এই জগতে যে যত গুরুতর গুরুতর পাপ করুক, বিষ্ণু নাম স্মরণ এবং বিষ্ণু মূর্ত্তি দর্শন করলেই তার নির্ব্বাণ লাভ হয়, কিন্তু কেউ যদ্যপি বৈষ্ণবদ্বেষী হয়, সে যেমনই পুণ্যাত্মা হ'ক্, তার কস্মিন্‌কালেও পরিত্রাণ নাই; অনন্ত নরকে তার চির বিশ্রাম। জগতের যত পাপ একদিকে, আর বৈষ্ণবদ্বেষীর পাপ একদিকে তুলাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লে বৈষ্ণবদ্বেষীর পাপই গুরুতম ব'লে জান্‌বে, কিছুতেই তার পরিত্রাণ নাই। যে ভক্তের জন্ম আমাদের যুগে যুগে অবতার, যে ভক্তের জন্ম আমাদের স্বগুণতা প্রকাশ, যে ভক্তের জন্ম সংসারের উৎপত্তি, যে ভক্তের জন্ম গোলোক বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব, সেই ভক্তের প্রতি কে অত্যাচার ক'রে পরিত্রাণ পায়?

গীত।

ঘৃণাক্ষরে ভক্তের করে যে দুরাচার অত্যাচার।
বিধি মতে হয় বিহিত, নরক বিস্তার দুস্তার তার॥
যাদের জন্ম অবতরি,
দয়ার তরী আনি সন্তরি,
সেই ভক্ত আমার যায় তরি ভব সমুদ্রের ধার॥

যুগে যুগে আসি ভবে,
মুগ্ধ যাদের বৈভবে,
তাদের কি দুঃখ সম্ভবে,
প্রিয় তারা ভক্ত বৎসলার॥

সীতা। বিষ্ণুদূতের কাছে যমদূতের চিরপরাজয়, আজ যমদূতের কাছে বিষ্ণুদূতের পরাজয়, এ-ব্যবস্থা আমার ভক্তরাজ্যের। হে নিত্য পার্ষদগণ, যাও—তোমরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না, বৈকুণ্ঠে ফিরে যাও। এই রকম স্থল দেখ্‌লে সেখানে কদাচ পদার্পণ ক'রো না। আজ থেকে ধর্ম্মরাজ্যে এই সীতা-শাসন প্রচলিত হ'ক্। এস ভক্ত হনুমান্, এস সেনাপতি দেবর, রাঘবের কাছে এস।

ভরত। পরিণামদায়িনি! তোমার প্রসাদেই ভরত আজ রণজয়ী, চল মা, তোমরাই এ বিশ্বরাজ্যের চালক, আর জীব চালিত এই লীলা রঙ্গভূমিতে তোমরাই ঐন্দ্রজালিক, আর জীব যন্ত্র-পুত্তলিকা। মা, কার সাধ্য তোমাদের ইচ্ছাসূত্র অতিক্রম করে?

হনু। জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়। জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়! জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়! আয় রে রক্ষোসেনা, রণরঙ্গে হনুর সঙ্গে আর একবার মত্ত হবি আয়। আয় আয়, কিঙ্কর সহ শমনও সম্মুখীন, শুধু এক শমন নয়, রক্ষোবংশের দ্বিতীয় শমন হনুমান্‌ও অগ্রসর।

[বিষ্ণুদূতগণ, হনুমান, ভরত ও সীতার প্রস্থান।

যম। নাও, যমদূতগণ! এ দুরাত্মার গলে রজ্জু দিয়ে কণ্টকের বনে সজোরে টেনে নিয়ে চল, এবং পলকে পলকে মাথায় ডাঙ্গস বাড়ি নিক্ষেপ কর্‌তে কর্‌তে নিয়ে এস; আমি চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

যমদূতগণ।—

গীত।

ধর্ ধর্ ধর্ বেটাকে ছাগল তাড়া কর্।
জল্‌দি জলপ, জল্‌দি জলপ, চলুক যমের ঘর ॥
বেটার টিকি কই মাথায়,
কিসে ধ'রে চড় মার্‌ব হায় হায় হায়,
লেজের মত মাথার কৈ উড়্‌ছে ফর্ ফর্ ফর্ ॥
তবে কি লুকিয়ে রেখেছে,
আমাদের সব ফাঁকি দিয়ে বিষ্ণুদূতে ঘুঁস্ দিয়েছে,
ভাল চাস্ ত আস্ত পাজী, টেনে বাহির কর্ ॥

[কালযবনকে বাঁধিয়া ডাঙ্গস মারিতে মারিতে প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

সরোবরতীরস্থ বিহার-ভবন।

নর্ত্তকীগণ সহ রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। যাক্—যাক্, আমি কেন ভাবি? সব যাক্, আমি আছি-ত? আর ভাব্‌ব না, অলীক চিন্তা আর মনোমধ্যে স্থান দোব না। কৈ, সুবাসিত তাম্বুল দানে প্রণয়রাজ্যের প্রীতি সাধন কর। [নর্ত্তকীদের হাত হইতে পান লইয়া ভক্ষণ] সুন্দরীগণ! এস—এস, তোমরা আমার হৃদয়ে এস; তোমরা হৃদয়েশ্বরী হ'য়ে কিঙ্করীর মত দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? রাবণের ভুজবন্ধনে আবদ্ধ হও। [হাত ধরিয়া সিংহাসনের বামে ও দক্ষিণে আবদ্ধ রাখিয়া] কি শীতল! কি আমোদপ্রদ! কি মনোরম যুবতী-সংসর্গ! কি প্রাণোন্মাদকর যুবতীস্পর্শ।

হায়, হেম স্পর্শ কে বলে শীতল!
কে বলে রে মুক্তাহার সতত শীতল,
কে বলে রে মলয়জ অতি স্নিগ্ধকর!
সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা।
যে বলে প্রেমিক নয়, ব্যাধি চিকিৎসক।
কচি কচি মুখ শোভা নবনীত সম,
অধরে ঝরিছে কত মুকুতার জ্যোতিঃ।
অতি সুকোমল কপোল হেরিয়া
গোলাপ ফুটেছে ব'লে ভ্রম হয় মনে।

নধর অধর করে ঢল্ ঢল্ ঢল্,
লাবণ্য-প্রবাহ কত ছুটিয়া যাইছে।
এ দেখেও—
রতিরসরঙ্গপটু রসিক নাগর
থাকে কি নিশ্চল প্রাণে না করি চুম্বন ?
প্রেমরাজ্যে আছে এই রতির শাসন,
পীন পয়োধর ধরি অধর দংশন।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
লাজ বিনম্র মুখ ঢাকিলে অঞ্চলে
লজ্জাবতী লতা সম লাবণ্য ঢাকিলে।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! [মুখ খুলিয়া]
নিভৃত কুঞ্জেতে পশি বিহগের সনে
প্রেমভরা বিহঙ্গিনী নীরবে মগন ;
না না না, নীরবে থাকিবে কেন ?
আকুল মন্মথ শরে ব্যাকুল হইয়া
চাহি কত ধীরে ধীরে প্রেমের আবেগে,
কোকিল কাকলী জিনি কলকণ্ঠস্বরে
কানে কানে দাও ঢালি অমিয়ের ধারা।

সখীদ্বয়।—

নৃত্যগীত।

পিও পিও পিও রসিক রসিকা, পীরিতি সুধার কলসে।
চোখে চোখে মুখে মুখে আধ ঘুমেরি অলসে।
পিরীতি সমান নাহিক ভুবনে সকলে তাহাতে মজিও,
এ শুভ বারতা সকলের তাই কাণে কাণে আসি কহিও,

গোপনে পিরীতি ভাল এ কথাটি নাহি ভুলিও,
মরমে মরমে মজিয়া রহিবে, ভাসিবে হাসিবে হরষে॥
যদি পিরীতি কেমন এ মর জগতে জানিতে কেহ চাহিও,
তবে যার তরে যার প্রাণ কাঁদে তার কাছে গিয়া জানিও,
খুঁজিয়া আনিয়া পরাণে তাহার একটু ঢালিয়া দিও,
অন্তরে অন্তর সঁপিয়ে দিয়ে পর বাসিবে বাহির দেশে॥

রাবণ। আবার নাচিয়া গাও মোহিয়া রসিক,
তবে ত প্রণয়-মধু আপনি ঝরিবে,
বিধুমুখে সীধু দান করিয়া হরষে।
পাপিয়া! পাপিয়া! গাও মোহিয়া মোহিয়া,
রহিয়া রহিয়া পুনঃ সহিয়া সহিয়া,
তবে ত পুলকে পুনঃ পড়িবে ঢলিয়া,
তবে ত পুরুষ প্রাণ যাইবে মাতিয়া,
তবে ত রমণী প্রাণ যাইবে গলিয়া,
প্রেম-পরাগ সনে যাইবে মিশিয়া
তার মাঝে কারো মন পড়িবে খসিয়া।

নর্ত্তকীগণ।—

নৃত্যগীত।

সখি! চাইলে কই লো পাই লো।
মনের মতন এ সংসারে কোথায় মেলে সই লো॥
যে দেশেতে সদাই প্রেমের হাট
যে দেশেতে খোলা আছে হৃদয় কপাট,
যে দেশেতে চাঁদের হাসি পাব মোরা রাশি রাশি,
চল্ চল্ চল্, সেই দেশে বোন্, হেসে হেসে যাই লো॥

যে দেশেতে ফুটিবে প্রণয়-ফুল,
যে দেশেতে বিরহেতে হয় না প্রাণ আকুল,
যে দেশেতে আড় নয়নে, চেয়ে থাকে উদাস প্রাণে,
পাই লো যদি চল্ লো দিদি, কূলে দিয়ে ছাই লো ॥

[নাচিয়া নাচিয়া কানে কানে পরামর্শ করিয়া রক্ষা-কবচ লইয়া প্রস্থান।

সাধিকা ও হনুমানের প্রবেশ।

সাধিকা। আচ্ছা হ'ল নিয়ে গেল রক্ষা-কবচখানা।
মায়ার যুক্তি এই ত ভাল এখন গেল জানা ॥
মর্ মর্ মর্, পোড়ারমুখো! মরণ-কাল যে তোর।
তাই ত বাঁধন ছিঁড়্ছে জোরে রাখ্ছে না আর জোর ॥
মরণ-কালটা নিকট হ'ল কত সাবধান হও।
হাতি বাঁধলেও যায় না রাখা আসল শুনে লও ॥
কত লোকে কতই করে সংসারেতে এসে।
সয় না কভু, রয় না তবু টেনে বাঁধ্ছে শেষে ॥
দেখে শুনে সংসারটায় ভাব্তে কেউ না চায়।
আপনার পায়ে মার্ছে কুড়ুল মতিচ্ছন্ন হায় ॥
ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!
ভাই সব! বন্ধু সব! শোন পাগ্লীর কথা।
কথা শুনে দেখো যেন কেউ পেয়ো না ব্যথা ॥
আর শুনে কথা পেলে ব্যথা আমি করব কি।
সত্য কথা তোমাদিগে আমি ব'লে দি ॥
যাবার সময় সকলেরি হ'য়ে এসেছে।
তবু কেন এখনো সব ব'সে রয়েছে ॥

কেউ মর্‌বে জ্বরে, কেউ মর্‌বে বসন্তেতে।
কেউ মর্‌বে ওলাউঠায়, কেউ বা গ্রহণীতে॥
কেউ মর্‌বে সর্পাঘাতে, কেউ বজ্রপাতে।
মৃত্যুর কারণ অনেক আছে, জুটবেই একটা হাতে॥
বুঝ্‌তে পারে, খোকা নয় সব, তবু বুঝেও বুঝ্‌বে না।
পরকালটার দিকে বারেক চেয়েও ত কেউ দেখ্‌বে না॥
দর্প দম্ভ, আমি আমার, হামবড়টা ছেড়ে।
সমান হ'য়ে সবাই চল, কেউ যেয়ো না উড়ে॥
যে উড়্‌বে সেই পড়্‌বে।
যে দৌড়বে সেও পড়্‌বে॥
এ সংসারের পিছল মাটি মায়ার বর্ষা ভারি।
ওলোট পালোট হবে যখন ভাঙ্‌বে তখন জারি॥

হনু। কি সুন্দর বৈরাগ্যপূর্ণ ভাব! হায় হায়, কে তোমায় মা, পাগলিনী বলে! তুমি যে মা, একাধারে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, উপনিষদের আধার। সত্যই বলেছ মা, জীবে যদি পরকাল লক্ষ্য ক'রে চলে, তা হ'লে জগৎ কি এত অশান্তিময় হ'য়ে ওঠে? সত্যই বল্‌ছ মা, যে বাড়্‌বে—সেও পড়্‌বে, যে দৌড়বে—সেও পড়্‌বে, সংসারে সন্তর্পণে কে যেতে পারে, মা? আবার বল, আবার বল, মা! ঐ কথা আবার শুনি!

সাধিকা।—

গীত।

সমান ভাবে সবাই চল, কেউ যেয়ো না উড়ে,
দর্প দম্ভ, আমি আমার, পাগ্‌লামি সব ছেড়ে।
প্যাঁচ মেরে ভাই এ সংসারে খেল্‌তে যেয়ো না,
প্যাঁচের উপর প্যাঁচ খেল্‌ছে ভবে একজনা,

তাও কি দেখ না—
চোখের ওপর হচ্ছে কত তবু ধর্‌ছ বেড়ে ॥
হাটে এসে হাট করিতে হ'লে হাট-কানা,
নিলে মাটি, ফেলে খাঁটি চিন্‌লে না সোণা,
তাই ত করি মানা—
শোকের আগুন জল্‌বে দ্বিগুণ ফেলে দিয়ো না ছুড়ে ॥
এ সংসার নিত্য নতুন কতই বিভীষিকা,
চোখের জলে বুক ভাস্‌ছে যায় না আর দেখা,
তবু হয় না জীবের শেখা—
ভূতের বেগার, মাথায় বোঝা, যাক্ না তোমার পুড়ে ॥

সাধিকা। হনুমান্! এখন গোপনভাবে থেকে দুরাত্মার কার্য্য সব দর্শন কর। সময়ে তুমি তোমার মন্ত্রসিদ্ধির পথে প্রস্তুত হবে। আমি একবার বিরাধকে নিয়ে আসি। ততক্ষণ রাবণ নিদ্রিত ভাবেই থাক্; জাগিও না। [প্রস্থান।

হনু। আচ্ছা, আমিও কতকক্ষণ দেহকে ক্ষুদ্র ক'রে এই পার্শ্বে লুক্কায়িত হই। [তথাকরণ]

রাবণ। ক্রমশঃ নিস্তেজ কেন হতেছে শরীর?
ক্রমশঃ কেন বা ভীতি হতেছে সঞ্চার?
একি! একি! কে হরিল কবচ আমার?
কোথা গেল সেই যুবতী দুজনে,
প্রাণের আবেগ কত দিয়ে দগ্ধ প্রাণে।
যাক্ সব, সব চিন্তা ছেড়েছি এখন,
লভি নিদ্রাসুখ পরম যতনে। [নিদ্রাভাব]
কেউ নাই, সব নষ্ট রাঘবের রণে,
বানর ভল্লুকসেনা নাশিল সকল।

লঙ্কার শ্মশান সম হইল পুষ্কর,
রাম রঘুমণি করে এ কর্ম্ম দুষ্কর।
হায় রে, আসন্নকাল আসিল আমার!
হাঃ! হাঃ! হাঃ! বিষ্ণুরূপী রাম রঘুনাথ!
রাবণ নিধনে আশা পুষ্কর বিজয়ে?
মনে নাই সেইদিন—
যবে গরুড়ের পৃষ্ঠে করি আরোহণ,
এসেছিলে এই রাবণ সমরে
ধরি করে গদা সুদর্শন?
আমিও সদর্পে ছুটি রণরঙ্গ মাঝে
বাম হস্তে গলদেশ ধরিয়া বিষ্ণুর
ডুবাইয়া দিয়েছিনু সমুদ্রের জলে।
সেই ভীরু কাপুরুষ শত্রুতা করিছে মোর—
হাঃ হাঃ হাঃ!
করুক্ শত্রুতা প্রাণে ভয় কি আমার। [পুনর্নিদ্রা।

হনু। স্বপ্নরাজ্যে নহে তোর ভীতির সঞ্চার,
সম্মুখ সমরে তব যাবে অহঙ্কার।

রাবণ। কে বামা নবীনা পরমা সুন্দরী অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী কে মা, তুমি? কি সুন্দর সুবিমল শান্তিময়ীমূর্ত্তি! কি সুন্দর চন্দ্রিকা বিধৌত শরতের শুভ্র শশধর! কি স্নিগ্ধ মনোহারিণী মূর্ত্তি! কে মা তুমি? কেন তোমায় মা মা ব'লে ডাক্‌তে মন যাচ্ছে? কে তুমি, কে তুমি, মা? য়্যাঁ! একি!

তুমি আদ্যাশক্তি সনাতনী ব্রহ্মময়ী সীতা
রামলীলা প্রকটনে এসেছ ধরায়?

একি, একি রঙ্গছটা অট্ট অট্ট হাসে ঘন ঘন!
কৈ? কৈ? ওকি! ওকি!
রমণী হইয়া হ'লে আবার পুরুষ?
নব জলধর কান্তি শ্যাম অঙ্গ আভা।
তবে কি মা, প্রকৃতি পুরুষ তুমিই?
তোমারই এ খেলা,
ভবলীলা রঙ্গময়ী, করিছ সংসারে?
ওই, ওই, সূক্ষ্মতম হ'ল, অত বড় দেহ!
ওই—ওই—ওই পরমাণু সম
ততোধিক সূক্ষ্ম কল্পনার অতীত!
ওই ওই হ'ল অন্তর্দ্ধান!
যা ছিল আবার সব চ'লে গেল।
ওই—ওই দেখ অকস্মাৎ,
জ্যোতিঃপুঞ্জ জ্বলিয়া উঠিল!
স্নিগ্ধকর মনোরম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত,
ব্রহ্মজ্যোতিঃ নারি; নিরাকার ভাব।
ওই ওই যায় ছুটি, অনন্ত সংসার—
যায় ছুটি পুনঃ পুনঃ ভেদি সহস্রার।
ওই ওই ব্রহ্মরন্ধ্র পাশে স্থগিত হইল;
আত্মজ্যোতিঃ আত্মপ্রদীপ কলিকা
পরমাত্মারূপে সতত প্রকাশ।
ওই যে আবার! ঁয়্যা কি আশ্চর্য্য!
ওই যে আবার জ্যোতিঃপুঞ্জ জ্বলিছে সঘনে।
বিন্দু বিন্দু জ্যোতির্বিন্দু পড়ে চারিধারে

অণু পরমাণুরূপে নাচিতে নাচিতে।
জড় জগতের কত হতেছে বিকাশ,
তথাপি ওই পূর্ণজ্যোতিঃ হেরি চারিধারে,
হাসিতে হাসিতে সেই সুবিমল মূর্ত্তি।
সীতা! রামজায়া, জনক দুহিতা,—তুমিই মা!
এত রঙ্গখেলা তোমারি সংসারে। [নিদ্রা]
একি! একি! তেমন সে সুবিমল শান্তিময়ী মূর্ত্তি,
দেখিতে দেখিতে ভীষণ লোলরসনা নিমগ্না
আরক্তনয়না রূপে হ'ল পরিণত।
ওই—ওই, আসে—আসে—
প্রচণ্ড খর্পর খাণ্ডা ধরিয়া স্বকরে,
শ্যামা দিগাম্বরীরূপে নাচিতে নাচিতে;
গলদ্রক্তধারা বহিছে চৌদিকে।
শবশিবা চতুর্দ্দিকে হইয়া বেষ্টিতা
মহামেঘপ্রভা শ্যামা বড় ভয়ঙ্করী,
মুণ্ডমালা গলে সঘনে দুলিছে,
থর্ থর্ থর্ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিছে,
ওই এল, ওই এল, ওই এল!
কাটে—কাটে—কাটে মোর সহস্রবদন।
কে মা তুমি?
ক্ষেমঙ্করী হ'য়ে আজি কেন ভয়ঙ্করী?
ভীষণা ভীষণ ভাবে ব্যোম নিনাদিতা?
জিজ্ঞাসি মা, করযোড় করি,
জিজ্ঞাসি মা, আসন্ন সময়ে,

আমি কি মা, বিশ্বরাজ্যে তোমা ছাড়া আছি ?
বিশ্বপ্রসবিনি ! আমিও মা, তোমার সন্তান,
তবে কেন পুত্রবধে এত আয়োজন ? [নীরব]
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না, অপরাধী বলি ?
ওই ওই আসে অত্যুগ্র বেশেতে,
ধরা বিকম্পিত করি'
বিকট রসনা, বিকট দশনা, আসে—আসে,
গ্রাসে-গ্রাসে, দন্তে দন্তে চূর্ণ করিতে বাসনা।
হায় হায় ! কোথা যাই ? কে আছে আমার ?
করে ত্রাণ বিপদে আসিয়া।
হে পিতঃ তাপসশ্রেষ্ঠ ! হে বিশ্রবঃ মহামুনে !
রহিলে কোথায় এ সময়ে ?
এস, সন্তানের মায়া হৃদয়ে ধরিয়া।
বড় অসময় হয়েছে আমার,
পাইয়াছে ভয় সন্তান তোমার।
জগত জননী যিনি, নাশিছেন মোরে তিনি।
এই ভীতিভাবপূর্ণ ভবরঙ্গস্থলে,
তোমা ভিন্ন পরিত্রাতা কে আছে আমার ?
এস এস, পিতা মহাতপা, তনয়ে তারিতে,
রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা ক'রো না—ক'রো না,
সস্নেহে আসিয়া ধর সহস্র আননে।

বিশ্রবামুনির প্রবেশ।

বিশ্রবা। [রাবণকে কোলে ধরিয়া]
ভয় কি—ভয় কি, বাপ্‌ সহস্র-আনন !

কে তোরে নাশিতে পারে, কার এত শক্তি ?
বিশ্রবা করিবে রক্ষা আপন নন্দনে,
সন্তান মমতা পাশে সকলে জড়িত।
আমি কি বাপ্! এতই নির্দ্দয় ?
ভয় নাই, পুত্র প্রাণধন!
আমার প্রসাদে তুমি সংসার-বিজয়ী।

হনু। [প্রকাশ হইয়া]
পুত্রের মমতা ফাঁস পরিয়া গলেতে
আসিয়াছ, মুনিবর! বিঘ্ন ঘটাইতে ?
হনুমান্ ঘুচাইবে সকল জঞ্জাল,
মুনি বলি কিছু ভয় না রাখি হৃদয়ে।

বিশ্রবা। কে তুমি মদোদ্ধত বীর!
নির্ভয় হৃদয়ে ভ্রম রাবণ মন্দিরে ?

হনু। আমি কি অপরিচিত বিশ্রবামুনির ?
শুনিয়াছ পুরাণ প্রসঙ্গে বাল্মিকীর,
রক্ষোবংশে কালান্তক আমি হনুমান্,
বায়ুপুত্র বলী, বীর অঞ্জনানন্দন।

বিশ্রবা। কেন তুমি গুপ্তভাবে
চোর সম ভ্রমিয়া বেড়াও ?

হনু। বিনাশিতে তোমার নন্দনে।

বিশ্রবা। বিনাশিতে আমার নন্দনে ?

হনু। হাঁ, বিনাশিতে তোমার নন্দনে।
কেন ? তাতে বিঘ্ন ঘটাইবে তুমি ?

বিশ্রবা। যদি রক্ষা করি আমি সহস্র-আননে ?

হনু। কেন রক্ষা কর নাই পুত্র দশাননে ?

বিশ্রবা। করিবার প্রয়োজন কিছু নাহি ছিল,
শঙ্কর রক্ষিত ছিল পুত্র দশগ্রীব।

হনু। তবে কেন মৃত্যু তার রাঘবের রণে ?
শঙ্কর হইতে তুমি বলীয়ান্ ভবে ?
তাই বাঁচাইতে আশা সহস্র-আননে।
বিফল বাসনা তব, হে বিশ্রবা মুনি !

বিশ্রবা। বটে, হনু !
বায়ুপুত্র বলি তুমি এত অহঙ্কারী ?
সমান উত্তর কর বিশ্রবার সনে ?
ঋষি বলি ভয় তব না আসে অন্তরে ?
না করি প্রণাম মোরে কর প্রত্যুত্তর ?
কাঁপে মোর তপোবলে বিশ্ব চরাচর ;—
আমি রাবণের পিতা, পুলস্ত্য-তনয়,
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পৌত্র।
অশ্রদ্ধায়া বাণী তার বানর সমীপে ?
রক্ষঃ যক্ষ, দেব দৈত্য, সকিন্নর সবে
লুণ্ঠিত মস্তকে থাকে বিশ্রবার পাশে ;
কুবেরের পিতা আমি ব্রহ্মাণ্ড বিদিত,
দেব রক্ষোপুরে মোর সমান আদর,
ব্রহ্মর্ষিবংশের আমি ব্রহ্মর্ষি প্রধান।
মোর পদরেণু শিরে না করি গ্রহণ,
উচ্চবাক্য কহ তুমি, ভয় নাই প্রাণে ?

হনু। আমি ত অবজ্ঞা নাহি করি ঋষিবরে,

বলিতে যথার্থ কথা ভয় কেন হবে?
বলি তবে, হে বিশ্রবামুনে!
রাঘবের ক্রীতদাস অঞ্জনাকুমার
সর্ব্ব সমর্পণ করিয়াছে জানকী-বল্লভে;
যে মস্তকে ধরিয়াছি রামপদরেণু,
সে মস্তকে কার পদরজঃ হনু করিবে গ্রহণ?
গ্রহণ করিব তব পদধূলি?
লাঙ্গুলে বাঁধিয়া তোমা ডুবাইব সাগর মাঝারে।

বিশ্রবা। সাবধানে কর্ম্মক্ষেত্রে কর বিচরণ,
যতক্ষণ ভস্ম নাহি হও ব্রহ্মশাপে।

হনু। সাবধানে আছে সেই—
ঐকান্তিকী ভক্তি যার হৃদে আছে গাঁথা।
সাবধানে আছে সেই—
রামসীতা দুটি ছবি হৃদয়ে যাহার।
না জানি ব্রহ্মর্ষি তব কেমন প্রতাপ?
রাক্ষসীর গর্ভে করি বীর্য্যাধান
জন্মাইলে কুসন্তান ত্রিলোকী কণ্টক,
সাধুদ্বেষী, ব্রহ্মঘাতী, গোহত্যায় পটু।
এই কি তোমার, হে বিশ্রবা!
ব্রহ্মর্ষি-বংশের গৌরব? ছিঃ! ছিঃ!

বিশ্রবা। সাবধান, বায়ুপুত্র! এখনও তোমায় শাপ দিতে বিশ্রবা যজ্ঞসূত্র উত্তোলন করে নাই।

হনু। করলে?

বিশ্রবা। ভস্মসাৎ করত।

হনু। ভ্রম ধারণা। করলে যজ্ঞসূত্র সহ তোমায় টেনে নিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে মার্‌ত।

বিশ্রবা। বটে, দুষ্ট?

হনু। দুষ্ট তুমি আর তোমার ঐ দুরাত্মা পুত্র; রামদাস হনুমান্ নয়। যে ত্রিলোক জ্বালাতন করে, সে দুষ্ট না হ'য়ে আমি দুষ্ট? আর এমন দুষ্টকে যে রক্ষা করতে আসে, সে আবার ততোধিক দুষ্ট না হ'য়ে আবার শান্ত শিষ্ট মুনি?

বিশ্রবা। তাই তোমায় এখনও ভস্মসাৎ করি নাই, নিরীহ মহর্ষি-কুল বরং প্রাণ উৎসর্গ করে, তবু কারো হিংসা করে না। ধনুর্বিদ্যা যারা জীবকে শিক্ষা দেয়, তারা কি আর স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতে পারে না? তাতেও নয় বিরত হলাম। কিন্তু নিদ্রিত রাবণ যদি জেগে ওঠে, তা হ'লে তুমি জীবন নিয়ে রাঘবের কাছে কি ফিরে যেতে পার্‌বে?

হনু। কেন পার্‌ব না? হনুমান্ কি অঞ্জনার স্তন্যপান করে নাই? নিকষারাক্ষসীর স্তনদুগ্ধ কি অঞ্জনার স্তনদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক বলশালী? তুমি স্বয়ং তোমার পুত্রকে জাগাতে পার্‌বে না, কেন না তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, ডাকতে ডাকতে হয় ত কণ্ঠরোধ হ'য়ে যাবে; এই দেখ, আমিই জাগিয়ে দিচ্ছি।

বিশ্রবা। বৎস সহস্রানন! নিদ্রা পরিত্যাগ কর, দেখি বানরাধম তোমার কি অনিষ্ট করতে পারে?

নিদ্রার প্রবেশ।

নিদ্রা। [অদূর হইতে] বিশ্রবা! তোমার পুত্রকে জাগাবার চেষ্টা ক'রো না, আর জাগালেও কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বে না।

বিশ্রবা। কেন পার্‌ব না?

নিদ্রা। কি জানি।

বিশ্রবা। তা হ'লে বিশ্রবার আর ঋষিত্বের গৌরব কি? অভয় দান কর্‌তে আস্‌বারই বা প্রয়োজন কি?

নিদ্রা। কিছুই না।

বিশ্রবা। কেন, কেন কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌ব না?

নিদ্রা। রঘুনাথের ইচ্ছা।

বিশ্রবা। রঘুনাথের ইচ্ছা, না রঘুনাথের কুমন্ত্রণা?

নিদ্রা। তা হ'লে তোমার মতিচ্ছন্ন।

বিশ্রবা। বেশ, মতিচ্ছন্ন তবে ভাল ক'রেই হ'ক্, দেখি কৃতকার্য্য হ'তে পারি কি না?

নিদ্রা। শেষে রক্ষা কর্‌তে পার, তা হ'লেই জান্‌ব।

[প্রস্থান।

বিশ্রবা। দেখ তবে বিশ্রবার তেজ,
পারে কিনা রক্ষা করিতে তনয়ে?

শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্র। কেন না পারিবে?
তা হ'লে যে ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।
ব্রহ্মর্ষি বংশের তেজ হ'ক্ দীপ্তমান্।
ওই দুরাচার রক্ষঃকুল করিল সংহার,
আসিয়াছে কুমন্ত্রণা করি রাবণে নাশিতে।
রক্ষঃ-দৈত্যকুলে আমি আচার্য্য পালক,
কেউ রহিল না মোর শিষ্য যজমান
ওই বানরের করে;
কর ভস্ম ওই বানরী সন্তানে।

হনু। কে তুমি, হীনবলে হীনবল হইলে সহায় ?
ভার্গব ! ভৃগুবংশধ্বজ ! দৈত্য-পুরোহিত !
আচার্য্য ! পণ্ডশ্রম হ'ল বৃথা চেষ্টা তব।

শুক্র। বৃথা চেষ্টা মম ?

হনু। হাঁ, বৃথা চেষ্টা তব।

শুক্র। তপোবল মম জান না, দুর্ম্মতি ?

হনু। তপোবল, ধর্ম্মবল, বীর্য্যবল, কর্ম্মবল
সব জানি আমি।
গিয়েছিনু যবে অধ্যয়ন আশে,
হে কবি উশনাঃ ! আমি তব পাশে ;
একদিন মাত্র করাইয়ে অধ্যয়ন
* নিঃশেষিত করি বিদ্যা, অধ্যাপক তুমি
ভয়ে ভয়ে পুঁথি পত্র নিয়ে পলাইলে ;
সেইদিন মনে আছে আচার্য্য লাঞ্ছনা ?

শুক্র। মনে আছে,
মহাযুদ্ধে আত্মস্মৃতি হারাইবে তুমি
সেই সেই দুরক্ষর অভিশাপ বাণী
আজি পূর্ণরূপে গ্রাসিবে তোমায়। [জল গ্রহণ]

শূল, রজ্জু ও খড়্গ হস্তে নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। সম্বর সম্বর ক্রোধ, ওহে মুনিবর !
আস্ফালন, তর্জ্জন, গর্জ্জন,
দূরে কর পরিহার।
আমি আসিয়াছি তার করিতে মীমাংসা।

হে উশনাঃ! দৈত্যাচার্য্য!
আমি আসিয়াছি, করিব মীমাংসা।

বিশ্রবা। মীমাংসায় বুদ্ধিহীন বিশ্রবা ব্রহ্মর্ষি?
তুমি তাই আসিয়াছ করিতে মীমাংসা?
কিসের মীমাংসা, কে তোমায় করে অনুরোধ?
তবে তুমি আসিয়াছ কিসের কারণ?

নিয়তি।—

আমি এসেছি, নিয়ে যেতে তব সন্তানে।
ছেড়ে দাও, বাধা দিয়ো না, মমতা রেখো না প্রাণে॥
ভবের খেলার হয়েছে ভোর,
ভেঙে গেছে আজি ঘুমের ঘোর,
নিয়তির সনে অন্তক-ভবনে
যাবে কালরাত্রি অবসানে॥
জীবে নিয়ে যাই আমি চিরদিন,
ভবেতে যাদের হয় আয়ুক্ষীণ,
শোকের অনল, জ্বালাই প্রবল
ফিরে নাহি চাই কারো পানে॥

বিশ্রবা। মহাভাগ বিশ্রবাকে তুমি ভয় কর না? পিতার কাছ-থেকে সন্তানকে তুমি বেঁধে নিয়ে যাবে? এতই তোমার সাহস?

নিয়তি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

পিতা মাতার কোলে শায়িত শিশুরে,
ঘরে ঘরে ফিরে আনি ধ'রে ধ'রে,
ভাসাইয়া নীরে, ভাঙিয়া পাঁজরে
চিতাভস্মরাশি করি শ্মশানে॥

বিশ্রবা। প্রেতপুরাধিবাসিনী পিশাচি! বিশ্রবা তোমায় ভ্রূক্ষেপও করে না। এ কি ভ্রমান্ধ মানব পেয়েছ, তাই যা ইচ্ছা, আচরণ কর্‌বে? অভ্রান্ত তপস্তেজোদ্দীপ্ত মুনির কাছে তোমার কোন চাতুরীই খাট্‌বে না; দূর হও। মানব দানবের কাছেই বীরত্ব প্রকাশ কর্‌তে পায়, আমাদের কাছে নয়।

নিয়তি।— [গীতাবশেষ]

মানব দানব সকলি সমান,
রাজা, প্রজা, দীন আর মতিমান্,
ছোট বড় নাই, যারে যখন পাই,
ধ'রে নিয়ে যাই যম-ভবনে॥

ত্যজ পুত্রমায়া পুলস্ত্যনন্দন!
নিয়ে যাব আজ তোমার তনয়ে।

বিশ্রবা। কোথা নিয়ে যাবে?

নিয়তি। চির বিশ্রামের স্থানে।
জীবগণ পায় যথা অনন্ত বিশ্রাম,
নিয়ে যাব সেই অন্তক-ভবনে।

বিশ্রবা। বিশ্রবা সম্মুখে তব হেন উচ্চভাষা?

নিয়তি। উচ্চভাষা আমি বলি উচ্চরোলে।
গলে রজ্জু দিয়ে সকলের
নিয়ে যাই আমি কেন দাও বাধা?
শমন শাসন শিরে করি অঙ্গীকার
আসিয়াছি তব তনয় লইতে,
ছেড়ে দাও, হ'য়েছে সময়,
নিয়ে যাই রামরণে দিতে উপহার।

বিশ্রবা। হ'লেও সময়
সময়ের বিপর্য্যয় করিবে বিশ্রবা।
না চাই শুনিতে তব নিষ্ঠুর কাহিনী।
দেখি যমে জিজ্ঞাসিয়ে, কি দেয় উত্তর ?
যম ! যম ! স্মৃতিমাত্রে এস পুষ্কর-পুরীতে,
দেখি তব অনুজ্ঞা কেমন ?

সহসা যমের প্রবেশ।

যম। নত দাস চরণ কমলে,
কি কারণে মুনিবর করিলে স্মরণ ?
বিশ্রবা। কি কারণে করেছি স্মরণ,
শোন ধর্ম্মরাজ ! স্থির হ'য়ে বিশ্রবার বাণী।
মৃত্যুলিপি রাবণের দাও খণ্ডাইয়া,
সহস্র আনন আজি বিশ্রবা রক্ষিত,
দিলে বাধা অভিশপ্ত করিব তোমারে।
যম। ক্ষম দাসে ত্রিদেবের পূজ্য !
আমি নই স্বতন্ত্র জগতে।
শঙ্কর শাসন শিরে করি অঙ্গীকার,
সংহারের পথে সতত ধাবিত।
যম, মহাকাল, নিয়তি প্রভৃতি
সকলেই তাঁহার ইঙ্গিতে চালিত।
সেই তমোগুণান্বিত দেব আশুতোষ,
স্বয়ং সংহারী হ'য়ে না করি' সংহার
সংহারের কার্য্যে রত করিলেন মোরে।

তাঁর আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন,
হে ব্রহ্মর্ষে! বড় ভয় উপজে অন্তরে।

গীত।

কি সাধ্য আমার, বল খণ্ডিবার
ভাগ্যে যা আছে তা হবে।
জনম যে দিন, মরণ সেদিন,
বিশ্বমাঝে তার গতি কে রোধিবে॥
ললাট-পটেতে ধাতার যে লিপি,
অন্যথা করিতে না শুনি না দেখি,
অসম্ভব এ কি;—
বিশেষতঃ শঙ্কর, সংহারে তৎপর,
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরে এই চরাচর,
আমি কাল চিরকাল তাঁহারি কিঙ্কর,
তাঁর অনুজ্ঞা বিনে, দেয় বাধা কে ভুবনে
বিশ্বমাঝে কার শক্তি প্রবল এমন;—
আমি দাস হই তাঁর, কি সাধ্য বল আমার
হতে তাঁর বিরাগভাজন;
বিধি, বিষ্ণু, শিব, তিনেরি এ খেলা
এ খেলা প্রপঞ্চ এম্‌নি রহিবে॥

বিশ্রবা। তবে শুন্‌বে না?
যম। কেমন ক'রেই বা শুনি?

বিশ্রবা। বিশ্রবা রক্ষা করলে যমের সাধ্য কি?

যম। যমের অসাধ্যই বা কি? না পারি যত্তপি, তা হ'লে এই সংহার দণ্ড ধারণে ফল কি?

বিশ্রবা। ফলাফল যমত্ব লোপ।

যম। বিশ্রবার ইচ্ছা, না বিধাতার ইচ্ছা?

বিশ্রবা। বিশ্রবার ইচ্ছা হ'লে বিধাতার ইচ্ছা না হ'য়ে যায় কি?

যম। আর হ'লেও যম তাতে ভ্রূক্ষেপও করে না; শঙ্কর শাসনে যম চিরদিনই বলীয়ান্। ছেড়ে দাও—ব্রহ্মর্ষি বংশের গৌরব।

হনু। কি, ব্রহ্মর্ষে! সকলে ত হনুমানের পক্ষে। যম, নিয়তি, নিদ্রা প্রভৃতি সকলেই আজ হনুমানের পক্ষ। শুধু এ সব দেবতা কেন, সকলেই হনুমানের পক্ষ সমর্থন করবে এখনও বলছি, পাপ পুত্রের মায়া পরিত্যাগ কর। বিশ্রবা! বৃদ্ধ হ'য়ে জ্ঞানপুঞ্জ একবারেই হারা হয়েছ? গো, শূকর প্রভৃতির রক্তে যে রাবণের দেহ বর্দ্ধিত ও রঞ্জিত, অপেয় মগু যার মুখে হুঙ্কারের সূচনা করছে, সেই রাবণের দেহকে অঙ্কে ধারণ ক'রে তোমার ঐ ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্র অপবিত্র করছ? ছিঃ! ছিঃ! হনুমান্ ব্রহ্মবধ করতে আসে নাই, ব্রহ্মঘাতী রাবণকে বধ করতে এসেছে; তাই বলছি পুত্রকে পরিত্যাগ ক'রে একটু অন্তরে দাঁড়াও, পদাঘাত ক'রে রাবণের বক্ষঃ বিদলিত করি। নয় কেউ যদি তোমার সাহায্যকারী থাকে, তবে ডাক; ঐ লম্ব-শ্মশ্রু ভার্গব তোমার কিছুই করতে পারবে না।

বিশ্রবা। বটে—বটে, বানরাধম! আচ্ছা—এখনই উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করছি। এস, কুবের! বিশ্রবা তোমায় স্মরণ করছে, বৈরভাব পরিত্যাগ ক'রে এসে রাবণকে রক্ষা কর। শীঘ্র এসে ধূর্ত্ত অঞ্জনাসুতের বিরুদ্ধে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হও; দেখি—আজ আমি রাবণকে রক্ষা করতে পারি কি না।

কুবেরের প্রবেশ।

কুবের। এই যে পিতঃ! আসিয়াছি,
কি ভয় অন্তরে?
তব আজ্ঞা শিরে ধরি'
বৈরভাব করিয়া বর্জ্জন,
রক্ষিব রাবণে আজি;
দেখি কে অনর্থ সাধে কুবের থাকিতে?

বিশ্রবা। এস বৎস! দাঁড়াও সশস্ত্রে তুমি রাবণের পাশে।
আমি আসি যজ্ঞীয় বহ্নিতে
করি আহুতি প্রদান।
দেখিব কেমন যম, কেমন নিয়তি,
কেমনই বা বলী ওই বানরী-সন্তান?

[প্রস্থান।

হনু। চল তবে দেখি তেজ কেমন তোমার? [গমনোদ্যত]

কুবের। [বাধা দিয়া] কোথা যাবে দুষ্ট বানরী-সন্তান?

হনু। নিবাইতে যজ্ঞীয় অনল।
অঞ্জনা-পুত্রের কাছে চাতুরী বিস্তার?
বিশ্রবা করিবে যজ্ঞ রাবণে রক্ষিতে?
অসীম সাহস আজি দেখি বিশ্রবার।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ যবে মেঘনাদ করে
সেইদিন পশি তার যজ্ঞীয় ভবনে,
মহাকায়ব্যূহ করিয়া বিস্তার
নির্ব্বাপিত করি বহ্নি আপন দাপটে।
আজিও তাই করিতে বাসনা।

কুবের। অসহ্য অসহ্য প্রাণে বানর বচন,
হ'ক্ না রামের দাস কি ভয় আমার?
সাবধান হও তবে, বানরী-সন্তান!

হনু। অনেকক্ষণ।

নিয়তি। বসি রঙ্গ দেখ হনু; না করিও রণ,
আমি মিটাইব আজি সকল বাসনা।
দেখ বীর! নিয়তির খেলা,
নিয়ে যাই মহাপত্ত অর্চ্চিতে জানকী।

[রাবণের গলে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ, শুক্রাচার্য্যের রজ্জু ধারণ]

শুক্র। যাও, দেখি কত তেজ নিয়তি হৃদয়ে?
শুক্রাচার্য্য বিদ্যমানে নিয়তির খেলা?

নিয়তি।

।

সময় হ'ল দাও হে ছেড়ে বাধা আর দিয়ো না।
স্রোতের মুখে বালীর বাঁধ দিতে কেন বাসনা॥
ললাটে লিখিত যাহা বষ্ঠী জাগর বাসরে,
না, হরি শঙ্কর ব্রহ্মা অন্যথা করিতে পারে,
এ বিচিত্র খেলা হ'লে কত বেলা
নিয়তির লীলা কভু সাঙ্গ হয় না॥
অনন্তকাল সিন্ধুনীরে জীব নিত্য ছুটিছে,
নিয়তির বিতাড়নে ফিরে নাহি চাহিছে,
দেখে যারা আঁখি মিলে, ভাসে তারা আঁখি জলে,
কিন্তু জানে না যে সময় হ'লে কেহ আর রবে না॥

শুক্র। রে দুঃশীলা নিয়তি! এতই তুমি তেজস্বিনী, আজ তোমার তেজোগর্ব্ব নষ্ট করব।

যম। বটে, ভার্গব! নিয়তির লীলাক্ষেত্রে তুমি প্রতিঘাত করবে? তবে সাবধান! কালদণ্ড উত্থিত।

কুবের। কুবেরের বিশাল গদা, তোমার ও দণ্ড ভগ্ন করতে প্রস্তুত, সাবধান হও, আজ তোমাদের একত্র সহানুভূতি সব নষ্ট করব।

সহসা নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। সাবধান!
মহাকাল নন্দী রণে হ'ল অগ্রসর।
সাবধান, বিশ্রবাপক্ষীয়!
শিবের শাসন সব লঙ্ঘিতে বাসনা?
পরিত্রাণ নাহি আর নন্দীর ত্রিশূলে

[ত্রিশূল উত্তোলন]

দ্রুতপদে ভৃগুমুনির প্রবেশ।

ভৃগু। কি ভয় নন্দীরে?
ভৃগুমুনি জীবিত থাকিতে,
কার সাধ্য ঘটাইতে অনিষ্ট ঘটনা।
ভ্রাতুষ্পুত্র মোর বিশ্রবা ব্রহ্মর্ষি,
তারে অপমান করিতে বাসনা?
কি সাধ্য শিবের, কি সাধ্য নন্দীর?
আরে আরে ধূর্ত্ত শিবের কিঙ্কর!
যাও পলাইয়া শঙ্কর সমীপে।

বিশ্রবার পুনঃ প্রবেশ।

বিশ্রবা। কোথায় পলায়ে যাবে শিবের কিঙ্কর?
কোথায় পলায়ে যাবে পবন-নন্দন?

আহুতি অর্পণমাত্র আয়ুধ লভিয়া
আসিয়াছে স্বয়ং বিশ্রবা মুনি
করিতে সমর।
ধ্বংস করি, চূর্ণ করি বিপক্ষমণ্ডলী।
সাবধান! বিশ্রবার ব্রহ্মতেজ উঠিল জ্বলিয়া।

ভৃগু। এস, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি ভাবিছ বৃথা?
ভৃগুমুনি আসিয়াছে অনন্তপ্রতাপ,
রাখ বৎস, ব্রহ্মর্ষির অনন্ত গৌরব।
দেখ বৎস, চাহি, ওই শিবের কিঙ্কর,
আসিয়াছে নিয়তির হইয়া সহায়।
কিন্তু জানে না যে, ভৃগু শিবের বিরোধী;
জানে না যে, ভৃগু পারে অসাধ্য সাধিতে?
শিবার্চ্চনা, শিবনাম লোপ
আশা আছে তায় চিরদিন।

নন্দী। বটে বটে, ভৃগুমুনি।
মনে নাই দক্ষযজ্ঞ কথা?
যবে দক্ষ প্রজাপতি সনে করি কুমন্ত্রণা,
শিব যজ্ঞভাগ উঠাইবে বলি করিলে যতন,
মনে নাই সেই দিন—
কোশাকুশী আজ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া
মুষ্ট্যাঘাতে ফেলি ভূমির উপরে
বীরভদ্র বসি বক্ষে, এক এক করি
শ্মশ্রুহীন করিল বদন,
মনে নাই সেইদিন?

না আছে যত্তপি দেখ মুখে হাত দিয়া,
তাহ'লে সে পূর্ব্বস্মৃতি উঠিবে লাগিয়া।
কোন্‌কালে গেল তব লম্বা শ্মশ্রুগুলি?
দক্ষযজ্ঞে নয়? কে কহিল? শিবদূতে নয়?
কোন্ দিন হ'তে তুমি নির্লোম শ্রীমুখ?
মনে নাই? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! নির্লজ্জ ভৃগু!
ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, তোদের মন্ত্রণা!

হনু। ওই সঙ্গে ওই ভার্গব বৃদ্ধেরে
রেত নামে নাম যার—
বল তারে ছিঃ! ছিঃ! বল কটুস্বরে।

ভৃগু। বটে, হনু! গুরু বলি ভয় নাই প্রাণে।
রামদাস বলি মনে এত গর্ব্ব কর?
মর্কটে মর্কটে মিলে মর্কট মন্ত্রণা,
মর্কট লোচন সব শিবের কিঙ্কর।
আচ্ছা—আচ্ছা রে দাম্ভিক! কর্ আত্মরক্ষা।
হে ধনদ বৈশ্রবণ কুবের সুমতি!
ওই প্রেতনাথ নরক সম্রাট্ যমে
দাও আজি ভাল শিক্ষা গদাঘাত করি;
দণ্ড হ'তে শতগুণ হউক ভীষণ গদা
ভৃগুর প্রভাবে।
হে ভার্গবকুলশশী শুক্র দৈত্যগুরো!
হনুর নিশ্চল দেহ কর মন্ত্র তেজে।
হে বিশ্রবা! নিরস্তির নির্য্যাতন কর অস্ত্রবলে,
তেজগর্ব্ব কর তার কুন্ডলিকা সম।

আমিও ওই মর্কটলোচন
মর্কট নন্দীরে করি ভস্মসাৎ।
ডাক্ রে, ডাক্ রে, মর্কটলোচন শিবে,
দেখে যাক্ ভৃগু হ'তে নন্দীর পীড়ন।
কোথা রে, কোথা রে, আয় রে, আয় রে,
মর্কটলোচন প্রেতরাজ ভূতপতি দিগম্বর!
প্রেতাচার প্রধান মর্কট দুরাচার শিব?
কর্ আসি নন্দীরে উদ্ধার,
দেখ্ আসি নিয়তির কেমন দুর্দ্দশা,
যজ্ঞসূত্র ভৃগুমুনি করে উত্তোলন।

নিয়তি। সাবধান, ভৃগুমুনি!
নিয়তির অটল শাসন
চির বলীয়ান্ সংসার ভিতরে।
দাঁড়াও দেবতাকুল! স্ব স্ব পক্ষে
ধরি সবে নিজ নিজ অস্ত্র;
নিয়তি করিবে গ্রাস বিপক্ষমণ্ডলী।
বিকশিত করাল বদন,
উগ্রদংষ্ট্রা, অলুক্ ভীষণ
ভৃগু! ভৃগু! শিবদ্বেষী দুরাচার!

হনু। কোথাকার জল আসি কোথায় মরিল—
কার সাহায্যেতে কার হ'ল আগমন?
আকস্মিক কেন এই অনর্থ ঘটনা?
রাবণ মরিলে সুখী হয় ত্রিভুবন।
তবে কেন ঋষিদ্বয়ে জ্বলে হিংসাবহ্নি?

কাজ হন্ ব্রহ্মার নন্দন!
শিব নিন্দা না করিও আর!
হ'লে রুষ্ট পশুপতি ঘটিবে প্রলয়।

ভৃগু। পশুপতি রুষ্ট হ'লে ঘটিবে প্রলয়,
আর ভৃগু তাই পুত্তলিকা সম
রহিবে চাহিয়া শুধু নিষ্পলক নেত্রে?
পশু সেটা, প্রেত সেটা, তা না হ'লে
তার নাম উচ্চারিলে সব নষ্ট হয়?
ভৃগু প্রজাপতি শিবে কভু নাহি ডরে।

শিবের প্রবেশ।

শিব। ভৃগু প্রজাপতি শিবে কভু নাহি ডরে?
নিতান্তই মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার!
শিবদ্বেষী দুরাচার অধম ব্রাহ্মণ!
মনে মনে হেয় জ্ঞান কর ত্রিলোচনে?
দক্ষযজ্ঞে কি দুর্দ্দশা মনে নাই বুঝি?
বার বার ক্ষমা করি ব্রহ্মাপুত্র বলি।
তমঃগুণে পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার,
তমসায় মহাদেবে নারিলে চিনিতে।
ক্ষতি নাহি তায়;
কিন্তু শিবের শাসন তব লঙ্ঘিতে বাসনা?
নিয়তির লীলাক্ষেত্রে দেবে প্রতিঘাত?
পামর! অমর হইয়া বর এত গর্ব্ব তুমি?
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর মর্কটলোচন,
মনে করিয়াছ তোমার এ উদ্ধত বারতা

শিব-শিবা কিছু নাহি জানে?
অন্তর্যামী শিবে প্রতারিতে আশা?
সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখা দেবী কাত্যায়নী
শুনি শিব-নিন্দা, কাঁপিতে কাঁপিতে
মহাসিংহে করি ভর অষ্টাদশভুজা
ভয়ঙ্কর রোষে মহাশূল নিয়ে করে,
ভৃগু নাম লোপ করিবারে,
পর্ব্বত হইতে বাহিরিলা বেগে।
কিন্তু বহু অনুরোধ করি, বহু স্তব বাক্যে
তারে করিয়ে সান্ত্বনা,
আসিয়াছে হেথা দেব ত্রিলোচন।
সাবধান!
এখনও বলি সাবধান!
আসিলে পার্ব্বতী কিন্তু নাহি প্রতীকার।

ভৃগু। ভৃগু তার প্রতীকার করিয়া রেখেছে,
শিব-শিবা তৃণজ্ঞান করে ভৃগুমুনি;
অঙ্গুলি হেলায়ে দেবে অবজ্ঞা উত্তর।
সংহারী বলিয়া গর্ব্ব বৃথা কর তুমি,
আমি কেন ভয় করিব তোমারে?
আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার তনয়।

শিব। তাই বুঝি তৃণজ্ঞান কর ধূর্জ্জটীরে?
আমি যদি মারি তোরে শ্বপচ প্রকৃতি!
রাখিতে কি পারে পিতা সৃষ্টিকর্ত্তা তোর?

ব্রহ্মা। পারে কি না দেখিবে স্বচক্ষে!

ব্রহ্মার প্রবেশ।

তুমি পার আমি না পারিব ?
যেমন তোমার সংহারের শক্তি,
আমারো তেমতি জগত বিকাশে।
কর দেখি ঘৃণাকরে অনিষ্ট ভণ্ডর ?

শিব। তুমি তাতে প্রতিহন্তা হইয়া আসিলে ?
শিব-প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি, অশিব এ বাণী।
ধর ধর ধর, তূর্ণ, দণ্ড, কমণ্ডলু,
চূর্ণীকৃত করি ত্রিশূল আঘাতে।

বিশ্রবা পক্ষীয় সকলে। হও তবে সাবধান বৃদ্ধ পঞ্চানন

শিবপক্ষীয় সকলে। অগ্রে বিপক্ষের দলে করিয়া নিধন
তবে হরে সাবধান বৃদ্ধ পঞ্চানন।

শিব। রে ব্রহ্মণ্। ওরে চতুরানন!
শঙ্কর স্বকরে তোর ছিঁড়ি একমুণ্ড
স্বকীয় চতুরাননে করিয়া স্থাপন
পঞ্চানন বলি খ্যাত জগত মাঝারে ;
আজি অবশিষ্ট মুণ্ড লোপ করিব নিশ্চয়।

ব্রহ্মা। ব্রহ্মজ্যোতিঃ হওরে বিকাশ।

শিব। শিবজ্যোতিঃ জ্বলুক্ প্রচণ্ড।

ব্রহ্মা। ব্রহ্ম বহ্নি হও প্রজ্বলিত,
ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদি
ব্রহ্মবহ্নি হও প্রজ্বলিত।

শিব। ধবক্ ধবক্ নেত্র বহ্নি জলন্ত প্রতাপে
জল জল, জ্বালাও জগৎ।

অস্ত্র ঝন্‌ঝনা উঠাও চৌদিকে দেবগণ!
আমিও সংহারী করে ধরিনু ত্রিশূল।

[সকলের যুদ্ধোদ্যোগ]

নৃসিংহমূর্ত্তিতে রামের প্রবেশ।

রাম। [ধনুকে শর যোজনা করিয়া]
লক্ লক্ লোলজিহ্বা হও ব্যালোড়িত,
ঘোর দংষ্ট্রা ঘোর সটা হও আন্দোলিত,
সমগ্র সংসার এবে করি কবলিত,
দন্তে দন্তে চূর্ণ করি সর্ব্বলোকপাল,
দন্তে দন্তে চূর্ণ করি বিরিঞ্চি শঙ্কর,
ক্রমে ক্রমে সপ্ত স্বর্গ করি ভস্মীভূত,
সৃষ্টিরাজ্য আজি করিব সংহার।
এতই ক্ষমতা ধরে ব্রহ্মর্ষি সকল,
রামের অনুজ্ঞা বিনা প্রলয়ে বাসনা?
রামলীলা করিতে ধরায়,
গোলোক ত্যজিয়া আমি ভূলোকবিহারী।
সেই লীলাকার্য্যে মোর করিবে ব্যাঘাত?
আমার বিরুদ্ধে কর ইচ্ছায় চালনা?
রাবণে রক্ষিতে এলে করি কুমন্ত্রণা?
আমার বিরুদ্ধে ইচ্ছা বিশ্ব বিনাশিতে?
আমি সৃজিয়াছি, আমি পালিতেছি,
আমিই আবার করিব সংহার;
আমি ছাড়া কিছু না রাখিব আর,
সর্ব্বগ্রাস করিব এখনি।

এস এস, ইন্দ্রাদি দেবতা!
এস এস, নাগ নর কিন্নর প্রভৃতি,
এস এস, পশু পক্ষী,
তরুলতা, আব্রহ্ম জগৎ!
এস এস, বিরিঞ্চি শঙ্কর!
বদন ব্যাদানি আজ সর্ব্বগ্রাস করি।

[লম্ফপ্রদানে দেবদলে পতন]

সকলে। [কাঁপিতে কাঁপিতে রামের পদে পতিত হইয়া]
রঘুনাথ! রঘুনাথ! কর পরিত্রাণ।

শশব্যস্তে সীতার প্রবেশ।

সীতা। সর্ব্বনাশ! সত্য সত্য ঘটিল প্রলয়!
সর্ব্বনাশ, বিশ্বনাশ হ'ল বুঝি আজ!
সর্ব্বনাশ, রামলীলা না হ'ল সমাধা।
ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদি জ্বলে লয়বহ্নি,
দ্বাদশ আদিত্য তেজঃ হইল বিস্তার,
কূর্ম্মরাজ, নাগরাজ, না পারে ধরিতে ধরা,
প্রলয় পয়োদ সব উঠিছে গগনে।
সম্বর সম্বর ক্রোধ রাম রঘুমণি!
আব্রহ্ম জগৎ ভয়ে মূর্চ্ছিত হইল।
প্রলয় পয়োধি ডাকে গভীর গর্জ্জনে,
ক্ষান্ত হ'ন্, ক্ষান্ত হ'ন্, দেব রঘুনাথ!
একি রঙ্গ রঙ্গময়, বিশ্ব বিনাশিতে ?
ভয়ার্ত্ত জগত-জীবে কর পরিত্রাণ।
ইচ্ছাময়! না হ'লে তোমার ইচ্ছা,

বাধা দিতে লীলারাজ্যে পারে কোন্ জন ?
করি ক্রোধ সম্বরণ, দয়াময় !
ত্বরা করি যাও সমুদ্র-শিবিরে।
দেবগণ ! আমিই অবিদ্যারূপে মোহিয়া সকলে
পুরুষে আনিয়া করি খেলার বিস্তার ;
যাও যাও পলাইয়া স্ব স্ব নিকেতনে।

[রাম, সীতা, হনু, নিয়তি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাম। এবে চলিলাম, জনকনন্দিনি !
তুমি ত্বরা করি রাবণের
বিশ্রবা নিহিত তেজঃ কর অপহৃত। [প্রস্থান।

নিয়তি। মা রাঘব-কুলকামিনী, কলুষনাশিনী, কমলা ! এই নাও, মা ! নিয়তিদত্ত মহাবলি। দেবি ! আজ আমি তোমার চরণার্চ্চনে এই বিশ্বকণ্টক পশু উৎসর্গ করি, মা ! দেবি ! প্রসন্না হও।

সীতা। নিয়তি ! আজ যে কমলাকে কালীভাবে সাজাতে যাচ্ছ ?

নিয়তি। আমি কমলাকে কালীভাবে সাজাতে চাচ্ছি, না মা, তুমি স্বইচ্ছায় কালী হ'তে সাধ করেছ ? ইচ্ছাময়ি ! তোমাদের ইচ্ছা না হ'লে যে কিছুই হয় না, মা ! আর এক কথা মা, কালী কমলা কি ভিন্ন ? মহাকালী, মহালক্ষ্মী তুমিই যে মা, সব। তবে এই পশু-উপহার নাও, মা ! ভক্তের সামান্য অর্চ্চনা বলি ধর, মা ! [খড়্গ লইয়া] মা ! বলি উৎসর্গ কর্‌লেম, তবে স্কন্ধদেশে খড়্গ স্পর্শ করাই। ছিন্দি ছিন্দি ফট্ মহাকাল্যৈঃ সীতায়ৈঃ নমঃ। তার পর নিজের বলি নিজেই নেবে, মা !

সীতা। এই সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিশ্রবার শক্তি অপহরণ করি, তবে এই খড়্গেই রাবণবধ কার্য্য সমাধা কর্‌ব ; এস অঞ্জনাসুত, রাবণ এখনই যুদ্ধে ধাবিত হবে।

হনু। মা! তার যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

সীতা। এস, বাপ্‌! তোমাকে আমার অবক্তব্য কিছুই নাই, সবই বল্‌ব বাপ্‌! [হনুসহ প্রস্থান।

নিয়তি। ওঠ বিশ্রবানন্দন! আজ তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত।

[প্রস্থান।

রাবণ। তা ত সবই বুঝ্‌তে পেরেছি, আজ আমার অন্তিম কাল, তবে আজ আমিও এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিরসঞ্চিত শত্রুভাব পরিত্যাগ ক'রে ভক্তিভাবে রণরঙ্গে ধাবিত হই। একি! একি হ'ল! সর্ব্বনাশ না শুভদিন? প্রাণ যেন ছট্‌ফট্‌ও কর্‌ছে, অথচ শান্তিনীরে ভাসমান্‌ হচ্ছে। আমি কি এখনও নিদ্রিত আছি, না জাগরিত হলেম? আমি প্রবাহে ভেসে যাচ্ছি, না কূলে অবস্থান কর্‌ছি? আমি যে যাই, আর থাকতে পারি না। কোথায় যাব? আমার যাবার পথ কোন্‌টি? নরক না স্বর্গ? গিয়ে ঘোর যন্ত্রণাময় নরকের দারুণ কৃমিকীটের দংশনে অস্থির হব, না শান্তিময় স্বর্গের বিমল পিযূষধারায় মনঃপ্রাণ পরিতৃপ্ত কর্‌ব? বল বল, আমি আর থাকতে পারি না, আর যে যেতেও পারি না। আমার চরণ অচলও নয়, আর সচলও নয়; জীবনে আমার দ্বৈধভাব। আমার এ সন্ধিলীলা সাঙ্গখেলা; সন্ধ্যাবেলা তপন অস্তমিত, আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র স্তিমিত ভাবেই রয়েছে। সন্ধি সময়, দাও, বলি দাও।

গীত।

খেলা সাঙ্গ হ'ল রে আমার,
কালসন্ধ্যা সন্ধি-বেলাতে।
আজ জীবনে আমার দ্বৈধভাবের উদয়,
আমি নয় প্রবাহে, নয় কূলেতে।

আমি নয় জ্বালাতে, নয় শান্তির মাঝারে,
আমি যাবার জন্যে সেজে আছি বসি সিন্ধুর দোলাতে ॥
দুদিনের তরে, এই ভবঘরে, মোহঘোরে হারা,
চিনিতে নারিনু পরেশ রতন, হায় কি অন্ধ মোরা,
হায়, ভবে এসে কত পাপ করিলাম,
স্বকরে তুলে বিষ খাইলাম,
এবে নয়নের বারি, নিবারিতে নারি,
কাঁদি কত ব্যাকুলিত প্রাণে—
(হায় রে, পাপের কথা মনে হইলে)
হিয়ার মাঝারে কি যে আঘাত হতেছে,
আজ মরমে আমার কত বাজিতেছে,
(বাজের আঘাতের মত)
নিয়তির ঘোর নিষ্পেষণে—
জীবের খেলা ভাঙে অবনীতে ॥

রাবণ। ঐ যে সুরবালাগণ ধূপ গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত ক'রে ত্রাহি ত্রাহি জগদম্বে, ত্রাহি অসীতে সীতে ব'লে উচ্চরোলে মা মা ব'লে ডাকৃছে। দাও দাও, আমায় বলি দাও; হায় আমি সত্য সত্যই অকাল কুষ্মাণ্ড, এই কুষ্মাণ্ডে মার প্রীতি সাধন হ'ক্। আমার সংস্কার হয়েছে, বলি-সিন্দুর আমার ললাটে বিলেপিত, আমি পূতঃ ও প্রাজ্ঞ হ'য়ে আছি। শুনেছি সন্ধির বলিদানে সময়ের ব্যত্যয় না হ'লে বলি-কুষ্মাণ্ড সুবর্ণময় হয়, যজমানের অক্ষয় সাযুজ্য লাভ হয়। তবে যাই—যাই, সন্ধির সুসময় উপস্থিত! দেখি, আজ জীবনান্ত সন্ধিতে এই অকাল-কুষ্মাণ্ড রাবণ সুবর্ণময় হয় কিনা?

[প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

রণস্থল।

বিভীষণ ও হিরণ্যবাহুর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

হিরণ্য। বিভীষণ!

বিভী। দুরাচার!

হিরণ্য। তুমি না আমি বল দেখি? আমি ত জানি, দুরাচার তুমিই।

বিভী। হ'তে পারে, অসাধু, কুসংসর্গবাসি! তোর ধারণায় আমি দুরাচার হ'তে পারে। যাক্, বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই; যুদ্ধ কর্। [শরত্যাগ]

হিরণ্য। শুন্‌বে না? আচ্ছা—[শরত্যাগ করিয়া অস্ত্রছেদন] এর পর শুন্‌তে বাধ্য কিনা?

বিভী। কিছুতেই না। [শরক্ষেপ]

হিরণ্য। কিছুতেই না? [শরচ্ছেদ] এর পর?

বিভী। দুরাচার!

হিরণ্য। দুরাচার তুমিই, বিভীষণ! অত বড় লঙ্কার নূতন রাজা বিভীষণ দুরাচার শব্দের অর্থবোধ কর্‌তে পারে নাই? বলি, বিভীষণ, যার আচার দূষিত, সেই দুরাচার কি না? আমি ত জানি, তোমারই আচার দূষিত।

বিভী। আমার আচার দূষিত?

হিরণ্য। হাঁ, তোমারই আচার দূষিত।

বিভী। কিসে?

হিরণ্য। নয় কিসে? তবে শোন, তোমার মত দুরাচার রক্ষোবংশে প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তুমি তোমার সহোদর রাবণের পত্নী মন্দোদরীকে কেমন ক'রে অঙ্কশায়িনী কর্‌লে? জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী যে মাতৃতুল্য, বিভীষণ! এ জ্ঞান তোমার মনোমধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উপস্থিত হয় নাই? তুমি ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হ'য়ে—কামের কিঙ্কর হ'য়ে—লোকলজ্জায় ভীত না হ'য়ে অবলীলাক্রমে মন্দোদরীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর্‌লে? ছিঃ ছিঃ, বিভীষণ! তুমি রামদাস হয়ে কামদাস হ'লে? ধিক্ তোমার অসংস্কৃত ক্ষুদ্র হৃদয়কে! ধিক্ তোমার শাস্ত্রাধ্যয়নে! ধিক্ তোমার রামার্চ্চনে! তুমি অমর হয়েছ, এ কলঙ্ককাহিনী কেবল শোন্‌বার জন্য, নয়?

বিভী। আমি যে মন্দোদরীকে কেন পত্নীত্বে গ্রহণ করেছি, তা তোকে —তোর মত নির্ব্বোধকে বুঝাতে অনেক সময় যাবে; শেষে হয় ত আবার আরও বিপরীত বুঝে বস্‌বে। আর একটা কথা হচ্ছে যে, রাবণ ত আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নয়, রাবণ আমার মধ্যম ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য, আর তাঁর পত্নী মাতৃতুল্যা। তবে পত্নীত্বে গ্রহণ করা চলে না কেন?

হিরণ্য। কৈ, সমাজকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি, এই সৎকুলোদ্ভব সমাজের শীর্ষস্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি, কি উত্তর পাও? জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীই মাতৃতুল্যা, আর সব নয়? বেশ—বেশ বিভীষণ! ভাল ভাল। এতদিন ধ'রে যে গভীর গবেষণায় শাস্ত্রচিন্তা করেছিলে, তার বেশ সুসিদ্ধান্ত ক'রে রেখেছ। হাঁহে, ও বিভীষণ! বলি বন্য শূকর অভক্ষ্য বল্‌লে কি গ্রাম্য শূকর ভক্ষ্য বল্‌তে হবে? কাক হ'তে খাদ্য রক্ষা কর ব'লে কি কুকুর বিড়ালকেও ভোজনে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে? মাতৃগমনে পাপ হয় বল্‌লে কি বিমাতৃগমনে পাপ হয় না বল্‌তে

হবে? গঙ্গাজলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় বল্‌লে, যমুনা স্বরস্বতী প্রভৃতি পুণ্যজলে বা পুণ্যক্ষেত্রে পাপ মুক্ত হয় না বল্‌তে হবে? কাশীধামে মৃত্যু হলে মুক্তি হয় বল্‌লে কি, বুঝায় যে আর অন্য তীর্থে মুক্তি নাই?

বিভী। না, তাও কি হয়।

হিরণ্য। তা যেমন হয় না, তেমনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীই মাতৃতুল্য, অন্য নয়, এ সিদ্ধান্ত তোমার ভুল।

বিভী। হাঁ, হে সুপণ্ডিত! বিভীষণের এ বোধ আছে।

হিরণ্য। থাক্‌লে কি আর অবোধের মত কার্য্য কর?

বিভী। সবই ত রঘুনাথের ইচ্ছা, বোধাবোধ ত আমার নিজের কিছুই নাই। রঘুনাথের শ্রীমুখ হ'তে যখন নির্গত হ'ল যে, বিভীষণ, তুমি মন্দোদরীকে গ্রহণ কর, তখন আমার আর না বলা চলে কি?

হিরণ্য। অন্তরে কামের প্রবৃত্তি থাক্‌লে "না বলা" না চল্‌তে পারে, কিন্তু প্রত্যবায়ের ভাগী হ'তে হবে ত?

বিভী। না না, তোমারই ভুল বলা হ'চ্ছে, হিরণ্যবাহু। রঘুনাথের একান্ত দাস কখন কি পাপের ভয় রাখে? হিরণ্যবাহু! দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি এই পুষ্করদ্বীপের অধিবাসীগণের মধ্যে একজন বোদ্ধা, তবে তোমায় বল্‌বার বাধা নাই। শোন—পাপ পুণ্য সবই আমার রামদেবের ইচ্ছা। তোমার আমার ইচ্ছায় কিছু আসে যায় না, জীবের সাধ্য-স্বতন্ত্র কিছুই নাই, তিনি যা করান, জীব তাই করে। আমিও ত তাঁর সেই ভৃত্যরাজ্যের একজন অস্বতন্ত্র প্রজা? তখন আমি "না" বল্‌লে কি "না" হ'তে পারে? শাস্ত্রতঃ বা লোকতঃ কোন বিষয় পাপ হয় হ'ক্, কিন্তু স্বয়ং রামদেব যদি সেই কর্ম্মে অনুমতি দেন, তা হ'লে সে কি পাপ? আমি ত জানি, সেই পুণ্য। সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, বেদ প্রভৃতির বাক্য হ'তেও আমার রামের বাক্য অধিক ব'লে জানি। অবহেলা করব কি, অবলীলা-

ক্রমে তাই পালন কর্‌তে প্রস্তত। আমি ত কোন্ তৃণাদপি তৃণ—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ; বিরিঞ্চি শঙ্করও যে অবনত মস্তকে পালন ক'রে যান্।

গীত।

বিধি বাস্থকি, বাসব শিব, শক্তি আদি দেবগণ।
নত মস্তকে সদা ভক্তিভরে সে আদেশ করে পালন ॥
তিনি যা করান, জীব তাই করে, নিজের বলিতে কিছুই নাই,
তিনি সকল ঘটের চালয়িতা,
সুমতি কুমতি সকলি তাঁর মতি
পতিতের গতি সেই পতিতপাবন পিতা,
কভু দেন শান্তি, কভু মহাভ্রান্তি
কভু পরাণে যাতনা ভীষণ ॥
আমরা সবাই খেলার পুতুল
(তিনি যা খেলান তাই ত খেলি)
(তার ইচ্ছাসুত্রে গাঁথা আছি)
সকল কারণ সকল করণ
সকল শরণ সেই জন।
তিনি যা করান, তাই করি সবে,
তাঁহার ইঙ্গিতে লঙ্ঘিবতে পারে না কোন জন ॥

হিরণ্য। [স্বগত] আর বিভীষণকে কোন কথাই বল্‌ব না, রাক্ষস হ'য়েও যে বিভীষণের দেবচরিত্রের বিকাশ, বিভীষণ যথার্থই রামদাস। ধন্য বিভীষণ এবং তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে এসে আমিও ধন্য। [প্রকাশ্যে] যাই হ'ক, বিভীষণ !

বিভী। অনেকক্ষণ থেকে তুমি "বিভীষণ বিভীষণ" ব'লে সম্বোধন কর্‌ছ ? কিন্তু রাক্ষস, তুমি ত জান—আমি জগদেকবীর সহস্রস্কন্ধের এবং ত্রিলোকবিজয়ী দশস্কন্ধের কনিষ্ঠ, অধিকন্তু লঙ্কারাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছি ; তুমি আমায় এই সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে অমর্য্যাদা কর্‌ছ ? যা হ'ক্, তুমি ত আমাদেরই বংশের অন্নদাস, তবে ?

হিরণ্য। তবে ? তবে কি বল্‌ছ,—আমি তোমায় লঙ্কেশ্বর ব'লে সম্বোধন কর্‌ব ?

বিভী। কর্‌লে বাধা কি ?

হিরণ্য। না তা হ'তে পারে না।

বিভী। কেন পারে না ?

হিরণ্য। [স্বগত] লঙ্কার রাজত্ব পেয়ে বিভীষণ এখন প্রমোদ-নীরে ভাসমান্ হচ্ছে, কিন্তু এ ক্ষণিক আনন্দ ক' দিনের জন্য ? যা হ'ক্, এ ভাব বিভীষণের পক্ষে চিরস্থায়ী হবে না, যে হেতু রামচাঁদের অনুগ্রহলাভ করেছে ; তখন ক্ষণিক সুখের ক্ষণিকত্ব বুঝ্‌তে অধিকক্ষণ যাবে না। [প্রকাশ্যে] বিভীষণ ! আমি তোমায় লঙ্কেশ্বর ব'লে সম্বোধন কর্‌তে পার্‌ব না, তোমায় লঙ্কেশ্বর বল্‌তে কেমন যেন বাধ বাধ হচ্ছে।

বিভী। কেন ?

হিরণ্য। যদি বল কেন ? না তার কারণ আছে। পঙ্কজ শব্দ যেমন পদ্মকে বোঝায়, ক্ষতত্রাণকর্ত্তা হ'লেও ক্ষত্র শব্দ যেমন ক্ষত্রিয় জাতিকে বোঝায়, ত্র্যম্বক শব্দ যেমন শঙ্করকেই বোঝায়, লম্বোদর বল্‌লে যেমন গণেশকেই বোঝায়, চতুরানন বল্‌লেই যেমন ব্রহ্মাকে বুঝায়, ষড়ানন বল্‌লেই যেমন কার্ত্তিককেই বোঝায়, জগদম্বা বল্‌লেই যেমন দুর্গাকে বুঝায়, আর সনাতন শাশ্বত পুরাণপুরুষ বল্‌লেই যেমন তোমার রামচাঁদকেই

বোঝায়, তেমনি লঙ্কেশ্বর বল্‌লেই এক দশস্কন্ধকেই বোঝায়। আর অন্যকে বোঝালেও সেই যৌগিকার্থবাদীর সিদ্ধান্ত আমি পদদলিত করি।

বিভী। যাক্, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

হিরণ্য। কি?

বিভী। তুমি যদি রামচন্দ্রকেই সনাতন শাশ্বত পুরাণপুরুষ ব'লেই জান্‌তে পেরেছ, তবে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করেছ কেন? ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ক'রে রামের চরণে শরণাপন্ন হও, তাহ'লে দয়ার সাগর রাম তোমায় ক্ষমা করবেন; নয় প্রাণ নিয়ে যে আর গৃহে প্রত্যাগত হ'তে পারবে না।

হিরণ্য। চাই না,—বিভীষণ! প্রাণ নিয়ে গৃহে প্রত্যাগত হ'তে। তাহ'লে কি ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে যুদ্ধ কব্‌তে আস্‌তাম?

বিভী। তবে তুমি কি করতে চাও?

হিরণ্য। রাঘবের শ্রীপাদপদ্মে আমার এই মুণ্ড-উৎসর্গ ক'রে মোক্ষ-মার্গে যেতে চাই।

বিভী। কেন, জীবিত থাক্‌তে চাও না?

হিরণ্য। বিভীষণ! জীবিত থাক্‌লে সংসারে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে; জীবিত থাক্‌লে কি একদিনের জন্যও সুখের আশা করা যায়? দিন দিন সংসারের কত নিত্য নূতন বিভীষিকা, বিভীষণ! এই পবিত্র গঙ্গাজলের মত চিত্ত বিশুদ্ধ আছে, আবার ক্ষণমধ্যেই ঘোর কলুষিত, নরকের অন্তর্ভূত দুর্গন্ধ উদ্গীরণ, তাই বড় ভয় হয়। এই সংসারে জ্যোৎস্না-শুভ্র সৌধসেবী রাজা মহারাজ হ'তে পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুক পর্য্যন্ত কেউ সুখী হ'তে পারে না। মহাপরীক্ষার স্থল এই সংসারক্ষেত্র, কেউ উত্তীর্ণ হ'তে পারে না; যারা পারে, তারা বড় বীর-সাধক, আমি পারব না, আমার ক্ষুদ্র দেহে সে শক্তি নাই। তবে আর জীবিত থেকে কি করব? রামচরণে প্রাণ উৎসর্গ ক'রে মোক্ষ লাভ করি।

বিভী। কেন, ভক্তিভাবে আমার রামদেবের উপাসনা কর, মোক্ষ হ'লে কি সুখানুভব হয়? মোক্ষ চাওয়াই অন্যায়। আমি ত বলি, চিনি হওয়া চাইতে চিনি খাওয়াই ভাল।

হিরণ্য। স্বীকার কর্লেম, প্রথমতঃ বাদী নিরস্ত কর্তে হ'লে প্রশ্নটিকে অর্দ্ধেক স্বীকার ক'রে নিতে হয়, কিন্তু তোমার ঐ প্রশ্নের মধ্যে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বল দেখি সকাম ভক্ত ভাল, না নিষ্কাম ভক্ত ভাল?

বিভী। তা হ'লে বল্তে হবে নিষ্কাম ভক্তই ভাল।

হিরণ্য। বল্তে হয় কেন, বল্তেই হবে নিষ্কাম ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তুমি বল্ছ যে, মোক্ষ হ'লে সুখানুভব হয়, যার সুখ দুঃখ ব'লে জ্ঞান আছে, অনুভবের আশা আছে, সে ত নিষ্কাম ভক্ত হ'তে পারে না; সে সকাম ভক্ত।

বিভী। মোক্ষপদ লাভের আকাঙ্ক্ষাও ত সকাম ভক্তের পরিচয়।

হিরণ্য। বটে, মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা না থাক্লেও মোক্ষপদ লাভ হয়। মোক্ষ চাওয়াই অন্যায় বল্ছ? তা নয়, মোক্ষ চাইতে হয় না। পূর্ব্বেই বলেছি, চায় যারা, তারা সকাম ভক্ত। সকামই হ'ক্, আর নিষ্কামই হ'ক্ মোক্ষটা উভয়েরই স্বভাবসিদ্ধ। ভোজনের পর তৃপ্তি যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি সাধকের শেষ ফল মোক্ষ; তবে বল্বে ত ভগবতের শ্রীঅঙ্গে সাধনার মিশ্রিত হওয়া। ওঃ! তাই বুঝি বলেছ, চিনি হওয়ার চাইতে চিনি খাওয়াই ভাল। তা নয়, ওটা তোমার বোঝ্বার ভ্রম বা গোঁড়ামির পরিচয়। বরং বল্তে পার, সাযুজ্য মোক্ষ ভাল নয়, সাযুজ্য মোক্ষেই শ্রীঅঙ্গে মিশ্রিত হওয়া; কিন্তু সামীপ্য মুক্তি ত তা নয়। সামীপ্য মুক্তি কি? না—ভগবৎ সমীপে বাস করা। এটা যদি ভাল, তবে ওটা ভাল নয় কেন? সেই ঐশ্বরিক বিষয়ে তোমার

আমার মীমাংসা স্থানলাভ করতেই পারে না। কেউ বলে মুক্তি চতুর্ব্বিধা, কেউ বলে পঞ্চবিধা এবং অতিরিক্ত সাধকের কিছুই নাই; কিন্তু ভক্তিই মুক্তি লাভের মূল, মনে রাখ্‌বে। যদি কেউ বলে, ভক্তি পেলে মুক্তি চাই না, তা বাস্তবিক; চাইতে হয় না। মুক্তি তখন আপনিই জোটে। তা ব'লে বল্‌তে হবে কি, মুক্তিটা কিছুই নয়।

বিভী। তবে এখন কি করতে চাও?

হিরণ্য। যুদ্ধ, আর কি চাই?

বিভী। আমি বল্‌ছিলাম, যুদ্ধ ক'রে কাজ নাই। চল, তোমাকে আমার দয়াল রামের কাছে নিয়ে যাই।

হিরণ্য। [স্বগত] বিভীষণের হৃদয়ও দয়ায় পরিপূর্ণ হয়েছে। তা যখন দয়াসিন্ধুর কাছে বাস করছে, তখন বিন্দু বিন্দু রূপে এসে যে হৃদয় পূর্ণ করবে, তাতে আর বিচিত্র কি? বিভীষণ হয় ত এর পর যুদ্ধ করব না ব'লেই ব'সে থাক্‌বে। যা হ'ক—বিভীষণকে উত্তেজিত করতে হ'ল। উত্তেজিত ক'রে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ মর্ম্মচ্ছেদী শরে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করতে হবে, তাহ'লেই দাসের মনোবাসনা পূর্ণ করতে রাম আস্‌বেন। ভক্তের পীড়ন হ'লে ভগবান্‌কে বাধ্য হ'য়ে আস্‌তে হবে। [প্রকাশ্যে] বিভীষণ! তুমি যেমন মূর্খ? রামটা আবার ভগবান্ নাকি? আমি বলি, দেখিই না বিভীষণ কি বলে? মূর্খ! যুদ্ধ কর—রামকে পরিত্রাণ কর। রণস্থলে রাঘবের রক্ত ভিন্ন আমি কিছুই চাই না; তুমি পার যদি রামকে পরিত্রাণ কর, নয় প্রাণ নিয়ে লঙ্কায় পালিয়ে যাও। [শর ত্যাগ]

বিভী। রঘুনাথ! রঘুনাথ! মিত্র! মিত্র! সখা! সখা! অন্তিম সখা! এস এস, সখা! কোথায় রইলে, ভাই? এস এস, নীলবরণ! এস এস, নীলকমল! বিভীষণ অমর হ'য়ে আজ মতের বসেছে। উঃ!

হিরণ্যবাহুর বক্ষভেদী তীক্ষ্ণশরে প্রাণ যেন আর অমর ব'লে উপেক্ষা কর্‌তে চায় না, যেন কোন অজ্ঞাত নিবিড় অন্ধকারে মিশে যেতে চাচ্ছে। সখা! সখা! রঘুনাথ! রঘুনাথ! [পতনোদ্যত]

সহসা রাম সহ শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

রাম। [বিভীষণকে পশ্চাৎ হইতে বক্ষে ধরিলেন] ভয় কি, ভয় কি, সখে! এই যে ভাই আমি এসেছি।

বিভী। এসেছ, নীলবরণ! নররূপী নারায়ণ! তবে ঐ পদ্মহস্ত-খানি বিভীষণের এই জ্বালাময় হৃদয়ে দাও; শান্ত হই, শান্তিময়!

রাম। তুমি চিরদিনই শান্ত, ভাই! তাই শান্তিময় তোমাকে সান্ত্বনা কর্‌তে এসেছে। ভয় কি, ভাই! রামনামে কি আর কোন ভয় থাকে? [বিভীষণের বক্ষে হস্ত অর্পণ]

শত্রুঘ্ন। কৈ, কৈ, দুষ্টাত্মা হিরণ্যবাহু কৈ? সাবধান, আজ তোমার এই রঙ্গমঞ্চের শেষ অভিনয়। [শরত্যাগ]

হিরণ্য। কে তুমি, শত্রু? না—এ যে শত্রুঘ্ন! হাঁ হে রাঘবকুলের কুলশশী শিশু শত্রুঘ্ন! তুমি শত্রুঘ্ন নামে অভিহিত কেন? তুমি আমার শত্রু, কোথায় আজ আমি তোমাকে হনন কর্‌ব, তা না হ'য়ে তুমি আমায় হনন কর্‌লে? আমি শত্রুঘ্ন না হ'য়ে তুমি শত্রুঘ্ন হ'লে? হায়! বিশ্বরাজ্যের সবই বিপরীত। [বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া যন্ত্রণা বোধে অস্থির]

শত্রুঘ্ন। দুরাচার রাক্ষস! মরণকালেও বিপরীত বুদ্ধি?

হিরণ্য। না না, শত্রুঘ্ন! তুমিই আমার শত্রু। যে আমার অন্তিম-সখা রামচাঁদকে প্রাণ ভ'রে দেখ্‌তে না দেয়, সেই আমার শত্রু। অতএব তোমাকে বধ কর্‌বার জন্য আমারই শত্রুঘ্ন হওয়া উচিত ছিল, তা না হ'য়ে তুমি শত্রুঘ্ন হ'লে। হাঁ হে বালক! মরণ কালেও বিপরীত

বুদ্ধির কথা বল্‌ছ? তা বল্‌তে হবে কেন? সাধু মুখে শুনেছি, জগতের লোকে সাধারণতঃ যা করে, সাধকের কাছে তার সবই বিপরীত। তবে আমি সাধক বা ভক্তপদবাচ্য হ'তে না পারি; কিন্তু শত্রুঘ্ন, তোমাদিগে জান্‌তে হ'লে যে বিপরীত বুদ্ধিরই প্রয়োজন। তোমরা ত এই সামান্য বুদ্ধির বোদ্ধা নও, তোমাদিগে জান্‌তে হ'লেই সংসারছাড়া বুদ্ধিরই প্রয়োজন, তা হ'লেই বিপরীত বুদ্ধি হ'ল। যদি বল কেন? না, আমি শত্রুঘ্ন না হ'য়ে তুমি শত্রুঘ্ন হ'য়েছ; এর কারণ এই—আমার আমিত্বটুকু তোমাতে লয় হয়েছে, আর তোমার তুমিত্বটুকু আমাতে এসে সংযোজিত হয়েছে। অতএব এই বিপরীত বুদ্ধির বলে আমি শত্রুঘ্ন না হ'য়ে তুমি শত্রুঘ্ন; আর তুমি শত্রু না হ'য়ে আমি শত্রু। বেশ করেছ—আমার খেলা শেষ করেছ। বিভীষণ! দেখ দেখি, আমি রাঘবের রক্ত সংগ্রহ করেছি কি না? দেখ দেখি—তোমাদের নীলমণিকে পদ্মরাগমণি সাজিয়েছি কি না? রঘুনাথ! রঘুনাথ! অন্তিমসখা! তবে যাই, রাম! রাম! রাম! [পতন]

রাম। ভক্ত হিরণ্যবাহো! তুমি মৎসামীপ্য লাভ কর। এস বিষ্ণুদূতগণ তোমরা আমার ভক্তধনকে নিয়ে বৈকুণ্ঠে যাও।

বিষ্ণুদূতগণের প্রবেশ।

বিষ্ণুদূতগণ। রঘুনাথ! আজ্ঞা করুন। [প্রণাম]

রাম। এসেছ, নিত্যপার্ষদগণ! তোমরা হিরণ্যের আত্মাকে নিয়ে বৈকুণ্ঠে যাও এবং সেই মৃতদেহকে নিয়ে তোমরা মানসোক্ত শৈলে রক্ষা ক'রে এস; আমি অসীতা সীতার সনে নীল লোহিতরূপে তথায় অবস্থান করব। তোমরা সেই পুণ্যক্ষেত্রে আমার মহাসিংহাসনের নীচে হিরণ্যের শবদেহ প্রোথিত করবে। নীচে শবাসন, উর্দ্ধে আমার মহাসিংহাসন, তদুপরি আমি নীললোহিতরূপে বিরাজ করব।

শ্রীবিষ্ণুদূতগণ। যে আজ্ঞে!

গীত।

চল না ছেড়ে চল না ছলনাময় সংসার।
হেথায় নাইক শান্তি, কেবল ভ্রান্তি, সদাই দুঃখের হাহাকার।
চল তুমি নিত্য লোকে,
থাক্‌বে সেথা নিত্য সুখে,
তথায় নাইক জরা, নাইক মৃত্যু, নাইক ব্যাধি ভুগিবার॥
প্রীতির প্রসূন ফোটে তথা,
স্নেহের সুরভি ছোটে সদা,
তথায় ক্ষুধার সময় সুধার ধারা ফুলের মধু অনিবার॥
তথায় নিত্য মধুপ গুঞ্জরে,
হংস হংসী বিহরে,
মলয় অনিল ছড়িয়ে পড়ে চাঁদের হাঁসি চারিধার॥

[শবদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

বিভী। রঘুনাথ! মুনিজনমোহন! এ আবার কি বেশ, ভাই? এ যে নবযোগীর বেশ। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বপু ত্যাগ ক'রে বালারুণ আরক্তিম মূর্ত্তিতে উদয় হ'লে কেন, সখা?

রাম। মিত্র! এ আমার যুগাবতারের বেশ, হিরণ্যবাহু আমার যুগাবতারের উপাসক ছিল, তাই এ মূর্ত্তিতে এসে তার মরণকালে মুক্তিদান কর্‌লাম। আমি যুগে যুগে, অসংখ্য অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ধরায় অবতীর্ণ হই। আমি যুগাবতারে—মন্বন্তরান্তরে এবং লীলাবতারে জীবকে পরিত্রাণ কর্‌বার জন্য কায়ব্যূহ ধারণ করি।

শত্রুঘ্ন। দাদা! এ মূর্ত্তি সম্বরণ করুন, আমার বড় ভয় হচ্ছে।

রাম। ভয় কি, ভাই! আমার মূর্ত্তি যে ভবভয়হারিণী, তবে তোমার ভয় কি ভাই শত্রুঘ্ন? এখন ভীতিভাব পরিত্যাগ ক'রে সমরাঙ্গনে ধাবিত

হও। দুষ্ট সহস্রানন এইবার স্বয়ং যুদ্ধ মানসে বহির্গত হয়েছে। চল—সকলকে সাবধান হ'তে বলি।

[সকলের প্রস্থান।

হনুমান্‌, বিভীষণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রী, হনু। সাবধানে কর রণ বানর সেনানী!

বিভী। আসিছে প্রমত্ত রণে সহস্র আনন,
ওই দেখ সর্ব্বনাশ! কুমার অঙ্গদ
বুঝি হারাইল অমূল্য জীবন।
কৈ, কৈ, কৈ, কোথা গেল পাপিষ্ঠ রাক্ষস,
ব্যাঃলাড়িয়া রাঘবের চমূ?
তাই ত তাই ত কোথা গেল বল বীরবর?
দেখি দেখি, কে পারে রাঘবসৈন্য করিতে বিনাশ।

লক্ষ্মণ। কোথা যাও বীর হনুমান্‌!
কোথা যাও, সুগ্রীব ভূপতি!
কোথা যাও, মিত্র বিভীষণ!
সাবধান! মহা ইন্দ্রজাল হয়েছে বিস্তার;
পদক্ষেপ করিও না—থাক স্থির হ'য়ে,
আগত স্বয়ং রণে সহস্র-আনন।

ভরত। দাঁড়াও সমরক্ষেত্রে সমবেত হ'য়ে;
ওই ওই রাঘবকুলের সৈন্য করিছে বিনাশ,
বৃথাই কোদণ্ড ধ'রে ভরত লক্ষ্মণ। [জ্যারোপ]

সীতার প্রবেশ।

সীতা। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, দেবর ভরত!
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, দেবর লক্ষ্মণ!

অন্তরীক্ষে অস্ত্রত্যাগ না করিও আর।
দেবতা তেত্রিশ কোটী দেখিছে সমর,
সর্ব্বনাশ তা সবার হইবে এখনি।
আয়ুধ উৎক্ষেপি নয় বীরত্ব প্রচার।
অকারণে দেবদলে না কর সংহার!

লক্ষ্মণ। বিষম উৎপাত, দেবি! দেখি আজ রণে।

সীতা। কি ভাবনা বল তায়,
উৎপাত নিপাত হবে দেখিবে নয়নে।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। সাবধান, রাঘব সেনানী!
এইবার আসিছে রণে প্রমত্ত রাবণ!

রামের প্রবেশ।

রাম। সাবধান, সাবধান, রাঘবসৈন্য! দুষ্টাত্মা রাবণ রণে অগ্রসর হয়েছে, সাবধান! অতি সতর্ক! আজ পুষ্করের ভীষণ সমরে বিপক্ষ পক্ষ সংহার কর। সাবধান, সাবধান। লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। দাদা!

রাম। সাবধান হও, ভাই! দেখো যেন রাঘববংশের অনন্ত সম্মান অখ্যাতি অতলে নিমজ্জিত না হয়।

লক্ষ্মণ। দাদা! আজ পর্য্যন্ত এমন কোন রাক্ষস আমার নয়ন পথে পতিত হয় নাই যে, রঘুবংশের সুদূরস্পর্শী সম্মান নষ্ট করে।

ভরত। দাদা! আপনার শ্রীপাদপদ্ম সবলে রাঘব সেনানায়ক ভরত ঘোর বীরত্বতৈল পূরিত, রাবণ প্রদীপ্ত দীপের প্রতিকূল প্রভঞ্জন। আপনার আশীর্ব্বাদে এই বজ্র বাঁটুলে তার হৃদয়পঞ্জর চূর্ণ কর্‌বে; দুরাত্মা একবার সম্মুখে অগ্রসর হ'লে হয়।

রাম। ভাই ভরত! রাম একদিনের জন্তও তোমাকে যুদ্ধ কর্‌তে অনুমতি দেয় নাই, আজ তুমি রামের আজ্ঞায় সমররঙ্গে ধাবিত হ'য়ে পাপী কালযবনকে হত্যা করেছ। জানি ভাই, তোমার বীর্য্যবল অসামান্ত, জানি ভাই, তোমার রণনৈপুণ্য রামকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ কর্‌তে পারে; কিন্তু ভাই, যে ত্রিলোকীকণ্টক দেবতাদ্বেষী দুরাচার রাবণের নাম গন্ধে বিধি শঙ্কর পর্য্যন্ত দূরে পলায়ন করেন, আজ যদি তুমি আমি তাকে শাস্তি দিতে না পারি, তবে অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিসমাজে আর মুখ দেখাতে পারব না। বিশেষতঃ জনকাত্মজা সীতাই বা কি মনে কর্‌বে, বল দেখি? কি দেবী মৈথিলী, যদি রাবণের যুদ্ধে আমাদের পরাভব হয়, তবে ত তুমি কিছু মনে কর্‌বে না?

সীতা। কি জানি, রঘুনাথ! মন যদি থাকে, তবে ত মনে কর্‌ব, যদি মনোমোহনের সঙ্গে সঙ্গে মনও প্রমত্ত হ'য়ে ওঠে, তা হ'লে কি চিন্তার অবসর পাব?

রাম। চিন্তামণিপ্রিয়া যদি চিন্তামণিপুরের রহস্য উদঘাটন না করে, তা হ'লে বোধ হয় চিন্তার অবসর পাব না। দেবি! তবে স্থির হ'য়ে এই রাঘবের ভুজবীর্য্য দর্শন কর।

ওই ওই আসিতেছে পুষ্করের পাপ,
সাবধান বীরবৃন্দ! হও এইবার;
নানা মায়া জানে বিশ্রবা-নন্দন।
কোদণ্ড টঙ্কারি ভীতি দাও শত্রু প্রাণে।

[সকলের কোদণ্ড টঙ্কার]

দ্রুতপদে রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। কৈ, কৈ, রাঘবের শিশু,
কোথা দুষ্ট শ্রীরাম লক্ষণ,

কোথা তার দুই ভাই ভরত শত্রুঘ্ন?
সাবধান! লঙ্কা নয়, বিশাল পুষ্কর,
সাবধান! ক্ষুদ্র বীর নয় দশানন,
সে রাবণ নয় এ রাবণ,
স্বয়ং আগত রণে সহস্র-আনন।

য়্যাঁ! একি! [চকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন ও রামের দিকে সোচ্ছ্বাসে] এই কি সেই রঘুকুলধুরন্ধর, দশগ্রীবের প্রাণহন্তা, দশরথসুত রাম? কি মনোমোহন নবদূর্ব্বাদল শ্যাম বপুঃ! কি সুন্দর নীল জীমূত সঙ্কাশ ধীর প্রসন্নমূর্ত্তি! কি সুন্দর ইন্দ্রনীলমণিসমুজ্জ্বল সৌম্য জ্যোতিঃ! আহা হা! মরি মরি রে! কি সুন্দর আকর্ণবিশ্রান্ত পদ্মপলাশনিভ যুগল নয়ন! কি সুন্দর অলকামণ্ডিত মৃগমদামোদিত শ্রীমুখমণ্ডল! কি সুন্দর কুটিল কুন্তলদাম বেষ্টিত ময়ূরচন্দ্রশোভিত মণিময় মহামুকুট! কি সুন্দর আজানুলম্বিত ভুজযুগল! ঐ ভুজযুগলে আবার সুবিশাল কোদণ্ড শোভা পাচ্ছে। কি সুন্দর! কি সুন্দর! তবে কি সত্যসত্যই সত্য সনাতন রঘুকুলে অবতীর্ণ? তাতেই বা বিশ্বাস কি? তা হ'লেও সে ত আমার শত্রু। চিনেছি চিনেছি, রে ছদ্মবেশী কপটী কৃষ্ণ! মায়াবী! তোর মায়াজাল ছিন্ন করতে সহস্রানন সশস্ত্রে সমরাঙ্গণে অগ্রসর। পেয়েছি, পেয়েছি, থাক্ দুষ্ট! চিরদিনের মত ঐরূপ নীরবেই থাক্। [শরত্যাগে উদ্যত] য়্যাঁ! একি! একি ভয়ঙ্কর! তেমন যে শান্ত লাবণ্য ঢলঢলায়মান্ মেঘ মেদুরিত মোহন মুরতি, প্রলয় মেঘ সদৃশ বড়ই ভীষণ—বড়ই ভয়ঙ্কর হ'য়ে দাঁড়াল। ওকি! ওকি! স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই ঐ দেহে উৎপন্ন হচ্ছে, আবার বিনষ্ট হচ্ছে। ঐ যে ঐ যে ভূ, র্ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ সত্য সমস্ত লোকই ঐ দেহে পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট হচ্ছে, পুনঃ পুনঃ উধাও হ'য়ে কোন্ অনন্ত মসীতে মিশে যাচ্ছে।

কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর! দ্বাদশ আদিত্যের একত্র উদয়ও যে, ঐ অনন্ত আলোকের সমান হ'তে পারে না। ওকি ওকি! সহস্র সহস্র বাহু, সহস্র সহস্র শীর্ষ, করাল কবল, ঘোর দংষ্ট্রা, অনন্ত অনন্ত নেত্র, অনন্ত বাহু, বক্ষঃ, পদ, সবই অনন্ত অনন্ত; ত্রিসংসার গ্রাস কর্‌ছে। আমায়ও গ্রাস কর্‌লে। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! চিনেছি, চিনেছি, চিন্ময়দেব! তুমি পরমাত্মা, আত্মারাম রামরূপে অবতীর্ণ। প্রভো! রামদেব! এতদিন অজ্ঞানান্ধকারে প'ড়ে তোমায় চিন্‌তে পারি নাই। এতদিন পাপের প্রলোভনে প'ড়ে তোমার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি নাই। প্রভো! ভবারাধ্য! ভবদেব! রামদেব! বড় অপরাধ করেছি, প্রভো! ক্ষমা করুন। গুণময়, গুণাতীত, নিরঞ্জন! এতদিনে আমার মনের ভ্রম দূরীভূত হয়েছে। দেবদুর্ল্লভ রাম! দুর্ল্লভজীবনে যে অনন্ত অনন্ত পাপের সঞ্চয় হয়েছে। যদি পরিত্রাণ না কর, দেব,—তা হ'লে দাসকে কে আর কল্লোল কোলাহলপূর্ণ ভবসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পার কর্‌বে? দয়াময় দাশরথি! তুমি নাকি জগতপিতা? তবে পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে, বিধি ত্রিলোচন সেবিত, কমলা করলালিত যুগল পাদপদ্মে স্থান দাও, প্রভো! উদ্ধত রাবণ আজ এই শেষের দিনে বিন্দুমাত্র ভক্তি হৃদয়ে ধারণ ক'রে, বাহুযুগল প্রসারণ ক'রে তোমার পাদপদ্মে পতিত হ'তে চাচ্ছে; পতিতপাবন! পতিতের গতি করুন। [রামপদে পতিত]

গীত।

কর গতি পতিত পাবন।
চিনেছি চিন্ময় তুমি,
ধাতার ধাতা হে বিধাতা জগতপিতা সনাতন
আত্মারাম রামরূপী সকল ঘটে অবস্থান,

স্বষ্টি স্থিতি লয়ের মূলে তুমি কেবল বিদ্যমান,
তুমি আদি ভূত নিরঞ্জন,
এ জগৎ কারণ
মহাবিরাট মূরতি হে মহাভীতি বারণ ॥
তুমি প্রণবরূপ, জগতভূপ, রসকূপ হে রঘুরাজ,
এই দশদিক্ লোকপাল সকলি তোমার সাজ,
মায়াতে মানব দেহ ধরাতে বিরাজ ;
পাপের প্রলোভনে প'ড়ে হরি তোমায় ভুলেছিলাম,
ক্ষম মম অপরাধ চরণে শরণ নিলাম,
রঘুবর ক্ষমা কর,
দয়া কর হে দয়া কর,
গুণাকর ! গ্লানিকর হয়েছে মম জীবন ॥

রাম। লক্ষ্মণ ! চল ভাই, অযোধ্যায় ফিরে যাই ; আর যুদ্ধ কাজ নাই রে, চল্, সংগ্রাননকে অমর ক'রে অযোধ্যায় ফিরে যাই। ভয় কি, ভয় কি, সংগ্রানন ! ভয় কি ?

রাবণ। আর ভয় কি ? ভবভয়ভঞ্জন ভগবান্ যখন অভয়দাতা, তখন আর ভয় কি ? সত্য সত্যই রামদেব দয়ার আধার। এত দয়া না হ'লে এমন মহাপাপী চরণে স্থান পায় ? ভাই সব ! আমি যে মহাপাপ করেছি ; আমার পাপের সমষ্টি কর্‌তে গেলে অঙ্কশাস্ত্রের অঙ্কে সঙ্কুলন হয় না। কত শত মহাপ্রাণী হত্যা করে'ছি, কত শত সতীর সর্ব্বনাশ করেছি, কত শত দণ্ডী ব্রহ্মচারী, মুনি ঋষি প্রভৃতির রক্তে এই দগ্ধোদর পরিপূর্ণ করেছি, গোহত্যা করেছি। হায় হায় ! যে গাভীগণের প্রসাদে জীবের হব্য কব্য সম্পাদিত হয়,

যে গাভীগণের ঘৃতে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর সন্তুষ্ট হ'ন, যে গাভীগণের প্রসাদে যজ্ঞ সমাধা হ'লে জল হয়, শস্য উৎপন্ন হয়, কত শত মহাপ্রাণ রক্ষা হয়, আমি সেই গাভীকুলের উচ্ছেদ করেছি। যে গাভীগণের দুগ্ধে দধি, ঘৃত, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, আমি সেই পরম পিতার পরম কল্যাণকর গাভীকুলকে নষ্ট করেছি? যে'দিন মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ট হ'য়ে আর কোন খাদ্যই উদরস্থ করতে পারি নাই, যাঁদের সেই শিশুর একমাত্র আহার দুগ্ধ ধারায় এই জীবন রক্ষা ক'রে এসেছি, আবার যখন মৃত্যুর দিনে কোন খাদ্যই গলধঃকরণ হয় না, সেইদিন শেষের সম্বল দুগ্ধধারা পান ক'রে জীবকে জীবজগত হ'তে চ'লে যেতে হয়, আমি সেই গাভীগণকে বিনষ্ট করেছি। হায়, হায়! গো, বৎস্য যে পরমপদার্থ তা চিনতে পারি নাই। যাদের মল মূত্রেও জীবের অসংখ্য অসংখ্য উপকার হয়, হায় হায়! সেই গাভী-কুল নষ্ট করেছি? প্রভো দাশরথে! আর আমায় কোন পাপ হ'তে পরিত্রাণ কর, চাই না কর, মহাপাপ গোহত্যা হ'তে আমায় পরিত্রাণ কর। পরিণামদাতা! তোমার শ্রীপাদপদ্মই ভরসা!

রাম। বৎস সহস্রানন! যে যতই পাপ করুক্ না কেন, একবার হেলায় শ্রদ্ধায় রাম রাম বল্লেই সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়। এক রাম নামে যত পাপ নষ্ট হয়, পাপী হ'য়ে তত পাপ করতেই পারে না। গয়াক্ষেত্র, গঙ্গাজল আর রাম নাম কেবল জীবতারণ ব'লেই জানবে।

রাবণ। জীবতারণ, শিবতারণ, ভবতারণ, তুমি যে অধমতারণ! বল বল, রঘুনাথ! শ্রীমুখে একবার বল, আর তোর কোন পাপের ভয় নাই।

রাম। না, ভক্ত! আর তোমার কোন পাপের ভয় নাই। তুমি একবার রাম, সীতারাম নাম উচ্চারণ কর।

রাবণ। রাম, সীতারাম! এক রাম নামেই পরিত্রাণ, তার সঙ্গে

আবার সীতারাম। তবে দেখি, তবে প্রাণভ'রে একবার বলি ; রাম, সীতারাম। সত্যই ত আমি নিষ্পাপ হয়েছি, সত্যই ত আমি জাহ্নবী জলের মত পূতঃ বিশুদ্ধ হয়েছি। আয় রে, পাপী তাপী, কে কোথায় আছিস্, একবার এসে এই মহাপাপীর সঙ্গে রাম নাম ব'লে যা, কোন জ্বালাই থাক্‌বে না, কোন পাপই থাক্‌বে না।

গীত।

পাপী তাপীর গতি, রাম রঘুপতি,
তাঁহার চরণ কর সার রে।
মায়ার সংসার সকলি অসার,
শোক দুখের পারাবার রে।
নামে সর্ব্বপাপ ক্ষয়, যায় ভব ভয়,
চির জয় তাহার হয় রে॥
হৃদি মাঝে কর রাম রূপ ধ্যান,
মনোময় তন্ত্রে পূজ অবিরাম,
ভবের ব্যারাম, হয় যে বিরাম,
রাম নাম জিহ্বায় যার রে॥
সে যে হয় ভবসিন্ধু পার, কি ভাবনা তার,
দূরে যায় পাপের আঁধার রে,
রাম নাম নিলে, ত্রাণ পায় সকলে
পুণ্যের প্রবাহ তার অন্তরে ;
কত জ্ঞান দীপ হৃদয় কন্দরে,
রাম ভক্তি যার সার রে॥

রাবণ। সত্য সত্যই রাম দয়াময়, সত্য সত্যই রাম পতিতপাবন, বিরাধ যে একদিন আমায় বলেছিল, যে পিতঃ, রাম মিত্র বই জগতে কারো শত্রু নয়। আজ আমার সেই বিরাধ কোথায়? আমি যে তাকে হত্যা করেছি। হায়, হায়! আমি তেমন কুলপ্রদীপ সন্তানকে নষ্ট করেছি? জগতে কে এমন নির্ম্মম, যে নিজের পুত্রকে বিনষ্ট করে? বিরাধ রে! আয় বাপ্! তোর রামদেব সত্য সত্যই দয়াময়, সত্য সত্যই মিত্র বই জগতে কারো শত্রু নয়। আয় বাপ্, তোর এই ভ্রমান্ধকার-পূর্ণ পিতাকে আর একবার ঐ কথা ব'লে যা, বাপ্! বিরাধ! বিরাধ! তুই বেঁচে থাকলে পিতা-পুত্রে একযোগে রামোৎসবে মত্ত হতেম। কৈ, বাপ্! কোথা রে বিরাধ?

গীতকণ্ঠে বিরাধের প্রবেশ।

বিরাধ।—

গীত।

জপ জপ রে সাদরে, অধরে ধর রে,
সুমধুর রাম নাম।
অজপার সনে, মিশাইয়ে তানে
সাধ সাধ সাধ অবিরাম ॥
জপিতে জপিতে জপ সিদ্ধ হবে,
চৈতন্য সমাধি আসিয়া মিলিবে,
রামময় বিশ্ব বুঝিতে পারিবে,
পুনরাবর্ত্তন হইবে বিরাম ॥
আঁধার ভেদিয়া আলোকেতে চল,
নতুবা গেল রে জীবন বিফল,
কাল সন্ধ্যা হ'ল, তপন ডুবিল,
জ্বাল জ্বাল আলো বল বল রাম ॥

রাবণ। ওকি! বিরাধের কণ্ঠস্বর ব'লে বোধ হচ্ছে না? তবে কি বিরাধ আমার রামচাঁদের অনুগ্রহে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছে? সত্যই ত— সত্যই ত। বিরাধ! বিরাধ! আর বাপ্, কোলে আয়, আর তোকে আমি হত্যা করব না, আর তোর মুখে রাম নাম শুনে বিরক্ত হব না; আমিও তোর সঙ্গে রাম রাম ব'লে প্রেমে মাতোয়ারা হব। বিরাধ! বিরাধ! আয় বাপ্, কোলে আয়। [বিরাধকে ক্রোড়ে ধারণ]।

বিভী। দাদা! দাদা! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। [রাবণকে প্রণাম।]

রাবণ। কে তুমি, কে তুমি, আমায় দাদা ব'লে ডাক্‌ছ? আর যেই হও, জগত প্রণম্য বস্তু যখন সম্মুখে, তখন আমার মত মহাপাপীর পদস্পর্শ ক'রে প্রণাম কর্‌ছ কেন? কে তুমি ভাই? হাঁ ভাই! গঙ্গাতটে দাঁড়িয়ে কাকে প্রণাম কর্‌ছ? নারায়ণ যে স্থানের স্বামী, সেখানে কি কাউকে প্রণাম করা চলে? নারায়ণই এ স্থানের নমস্য, তবে তুমি আমাকে প্রণাম কর্‌ছ কেন, ভাই? কে তুমি?

বিভী। দাদা! আমি আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ বিভীষণ।

রাবণ। কি, বিভীষণ? বিভীষণ, তুমি আমাকে প্রণাম কর্‌ছ? বিভীষণ! তুমি যে রামের নিত্য দাস, তুমি কাকে প্রণাম কর্‌ছ, ভাই! বরং তুমিই আমার প্রণম্য।

বিভী। দাদা! দাদা! অপরাধী হব, ও কথা বল্‌বেন না।

রাবণ। কেন বল্‌ব না, তুমি কি আর বিভীষণ আছ, তুমি যে রাম নাম সাধন ক'রে রামময় হ'য়ে দাঁড়িয়েছ। জীব যতদিন না আত্মতত্ত্ব লাভে চেষ্টিত হয়, ততদিনই পৃথক্ থাকে। আর যখন জীব আত্ম-সাক্ষাৎ ক'রে শিবময় হয়, তখন কি তার ব্রহ্মে ভেদাভেদ থাকে? বিভীষণ! লৌহ যতক্ষণ না অগ্নিবর্ণ হয়, ততক্ষণই না হয় কিছু

দাহন করতে পারে না। কিন্তু যখন অগ্নির সংযোগে অগ্নিময় হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন যে তার দাহিকাশক্তি আরও বিষম হয়, বিভীষণ! এইজন্যই ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তের মাহাত্ম্য অধিক। বিভীষণ রে! আমি কেবল তোর বয়সেই জ্যেষ্ঠ, কাজে নয় ভাই! আমি যে দুরাত্মা, দুরাত্মার পদস্পর্শ করতে আছে কি? আয় ভাই একবার ভাই ভাই ব'লে সস্নেহে আমার এই তাপিত বুকে তোকে ধারণ করি। [তথাকরণ]

বিভী। দাদা! দয়ার সাগর রঘুনাথ যখন আপনাকে ক্ষমা করেছেন, তখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি? পিতা-পুত্রে পুষ্করদ্বীপের রাজত্ব উপভোগ করুন।

রাবণ। না, ভাই! আর রাজত্ব উপভোগ করতে চাই না। বিষয়-লালসা বিষলতায় জড়িত হ'য়ে আর চৈতন্য লোপ করব না। তুমি এখন এই বিরাধকে নাও, পার যদি পুষ্করের রাজা ক'রো, নয় পুষ্কর সিংহাসনে তুমি প্রজানাথ হবে। আমি এক্ষণে—

বিভী। আপনি এক্ষণে কি করতে চান্?

রাবণ। আমি এক্ষণে কি করতে চাই? আমি এক্ষণে রামসীতার রাতুলপদে আত্ম-সমর্পণ করতে চাই, আমি এখন এই জ্বালাময় সংসার হ'তে অবসর নিতে চাই, আর কিছুই চাই নাই, বিভীষণ! রঘুনাথ পরমপাতকের বাসনা পূর্ণ করবেন কি?

রাম। না, রাবণ! আমি ও বাসনা তোমার পূর্ণ করব না।

রাবণ। না করলে যে, পতিতপাবন নামের গৌরব নষ্ট হবে। আর না করলে আমিই বা তোমাকে ছাড়ব কেন? আমি এই বক্ষঃ বিস্তার করলেম, তীক্ষ্ণশর যোজনা ক'রে আমার এই পঞ্চভূতের খেলা লয় কর, প্রভো! আমি হাসতে হাসতে চ'লে যাই।

রাম। রাবণ! তুমি বরং অমরত্ব নিয়ে স্বর্গরাজ্যের রাজা হও,

নয় আমার গোলোক বৈকুণ্ঠের চির অধীশ্বর হও; তথাপি তোমায় বিনাশ করতে পারব না।

রাবণ। পারবে না, হরি? এত কৃপণতা—এত দীনতার উপরে এত কৃপণ? তা হ'লে তুমি দয়াময় নও, নির্দ্দয়। বৈকুণ্ঠনাথও নয়, ব্যয়কুণ্ঠনাথ; নৈলে আমি এত কাতরকণ্ঠে বল্‌ছি, তবুও শুনতে চাও না? তবে কি আমার আত্মার সদ্গতি হবে না? তবে কি আমি সংসার বিভীষিকা হ'তে পরিত্রাণ পাব না? তবে কি পুনরায় মোহগর্ভে পতিত হব? তবে কি রাম দর্শনে এই পূতদেহ ক্ষণকাল পরেই আবার কুঞ্জর শৌচবৎ কলুষিত হবে? নারায়ণ! আজ পুষ্করে এসে পূর্ণরূপে চতুঃর্ব্যূহ শক্তিতে গোলোক বৈকুণ্ঠের একত্র সমাবেশ করেছ; তথাপি আমার এ শুভযোগ শুভতিথি কালবেলা রূপে পরিণত হবে? চতুর্দ্দিকে ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত চতুর্ব্যূহ শক্তির বিস্তার, যুগল মিলনের সমাবেশ, তথাপি আমার ভাগ্যে এ সুসময় ঘট্‌বে না? আমি পরশমণি পেয়েও এই পাপময় লৌহদেহ স্বর্ণ করতে পারলেম না? হা আমার দুরদৃষ্ট! আমি মুক্তির পথে বাধা দিলাম! পেয়ে ধন হারা হলাম! আমার অর্দ্ধজীবিত অর্দ্ধমৃত রূপ এই অর্দ্ধোদয় যোগে শক্তি সম্মিলনরূপ সাগর সঙ্গমে অবগাহন করলাম না? দয়াময়! কূলে নাও, আমি পাপের তরঙ্গে ভেসে ভেসে জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়েছি। গুরুরূপিণ্! ভবনাবিক যার সাধন সম্বলরূপ পারের সম্বল আছে, তাকেই কূলে নিতে হয়? আমার মত সাধন ভজনহীন দরিদ্রকে দয়া করবে না? দয়া কর, কাণ্ডারি! আমি পারে যাই।

বিরাধ। আমি এ সংবাদ মাকে গিয়ে ব'লে আসি যে, মা! বাবা আমাদের রামচরণে শরণ নিয়েছেন; আর আমাদের কোন ভয় নাই।

[প্রস্থান।

রাম। দেবি! দেবি! রাবণকে অমর বর দান করি?

সীতা। ইচ্ছাময়! সবই ত তোমার ইচ্ছা।

দৈববাণী। রঘুনাথ! রঘুনাথ! বিরত হ'ন, রাক্ষসকে অমর ক'রে স্বষ্টিনাশ করবেন না।

মতিচ্ছন্নের প্রবেশ।

মতি। ভয় নাই, ভয় নাই, কর্ত্তাবাবু এতক্ষণ আসে নাই, তাই এত গোলমাল। চুপ্ কর, চুপ্ কর।

রাবণ। এসে কি করতে?

মতি।—

নৃত্যগীত।

এসে আকমাড়া কলে।
নত্র কত্ত তোমার যাদু দিতাম নিংড়ে ফেলে॥
কলের ভিতর এমনি কারখানা,
দেখলে পরে আপন হারা হয় সব জনা,
রং ঢং তায় নূতন রঙের কেউ ত জানে না,
আমি রাধাকুণ্ড দেখাতে এসে নরককুণ্ড দেখাই খুলে॥
প্যাঁচে ফেলতে পাই যারে,
ঘূর্ণীগাড়ে ঘোর আঁধারে ঘুরাই নিয়ে তারে,
বোঁ বোঁ বোঁ বন্ বন্ বন্ দফা রফা করে,
ঘাড়ে চড়া বাতিক আমার জানে সকলে॥

রাবণ। কে তুমি?

মতি।—

নৃত্যগীত।

মতিচ্ছন্ন নামটি আমার।
লোকের কথা শুনলে কানে বড় হই বেজার॥
আমার স্বভাব সংসার ছাড়া,

নরম হ'তে কভু জানি না এমনি মেজাজ কড়া,
আমি দুপুর রোদে আন্‌তে পারি অমাবস্তার অন্ধকার ॥
আমার কিছু ভাল লাগে না,
গর্ভবতী নারীর মত কিছুই রোচে না,
সোজা মাটী পেলে চাটি, তাতেই যা হয় আহার ॥
আমার দয়া হয় যাকে,
আলয় হ'তে আলোয় আলোয় নিয়ে যাই তাকে,
বুড়ো আঙুল দেখাও সবে, তবেই হবে কাবার ॥
[প্রস্থান।

রাবণ। আরে আরে, কুলাঙ্গার রাঘব! মনেও ক'রো না যে, রাবণ প্রাণের ভয়ে তোমার ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস কর্‌ছে? কাপুরুষ হীনবলের নিকট তুমি ঈশ্বর ব'লে পরিচয় দিও, রাবণের নিকট নয়। দুরাচার!
কোদণ্ড টঙ্কারি ভীতি দাও শত্রু প্রাণে,
দেখিব কেমন বীর রাঘব ভিখারী।

লক্ষ্মণ। দুরাচার!
যাও তবে যমালয় লক্ষ্মণের বাণে। [শরত্যাগ]

রাবণ। যমালয়ে যেতে জানে না রাবণ,
যমালয় যাবে সুমিত্রা নন্দন। [শর চ্ছেদ]

হনু। নিশ্চয় মরণ আজি ধরিল—

রাবণ। তোমায়।

হনু। হনুর হস্তেতে আর—

রাবণ। নাহি পরিত্রাণ।

সুগ্রীব। সাবধানে কর রণ—

রাবণ। বানর দুর্মতি!

সুগ্রীব। নিশ্চয় বিনাশ তোর—

রাবণ। হইবে সম্প্রতি।

ভরত। রে রক্ষোকুলাধম রাবণ দুর্ম্মতি!
কোথা তোর রাক্ষস সেনানী?
কোথা বেণী কালদণ্ড সরভ প্রভৃতি,
কোথা গেল তব সে-কালযবন?
সব নষ্ট করিয়াছে একাকী ভরত।
আজি তোরও আয়ুঃশেষ হইল নিশ্চয়
প্রাণাহুতি দাও এবে রণ যজ্ঞ মাঝে।
রাঘবের রণ-যজ্ঞে রাক্ষসের আয়ু-ঘৃতধারা।

লক্ষ্মণ। মনে কর মারিচ মায়াবী,
মনে কর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস,
মনে কর তাড়কা বৃত্তান্ত,
মনে কর লঙ্কার সমর।
তার পর এই পুষ্করের কথা।
রাঘবের মহারণ যজ্ঞে
তা সবার আয়ু নিয়ে,
অঙ্গ-হোম করিয়া সমাধা,
পূর্ণাহুতি করিতে প্রদান
দাঁড়ায় রাঘব বীর ধরিয়া কার্ম্মুক।

শত্রুঘ্ন। রামায়ণ রণবহ্নি উঠুক জ্বলিয়া,
করুক মুহূর্ত্তে ভস্ম পুষ্করের পাপ।

রাবণ। বালকের সনে রণ করিবার তরে
বীর নাহি অগ্রসর হয় ধনুঃ ধরি।
যা রে যা রে শিশু সব দূরে পলাইয়া,
মরিবার তরে কেন এলি এ পুষ্করে?

মাতৃদুগ্ধপানপটু চঞ্চল বালক!
কি জানিস্ তোরা রণের বারতা?
বালকের সনে রণ বীর নাহি চায়।
হইলে সমর জয় না হয় সুখ্যাতি,
পরাজয় হ'লে কিন্তু হইবে কুখ্যাতি।
অতএব যা রে সব দেশে পলাইয়া,
নতুবা এ রক্ষোরণে নাহি অব্যাহতি।

ভরত। মনে কর মৃত্যুকালে পত্নী, পুত্র, সখা,
আর না হইবে দেখা তা সবার সনে।

রাবণ। বটে বটে, রাঘবের শিশু!
নিতান্ত শমনপুরে যাইতে বাসনা?
তা না হ'লে রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষে আসিয়া?
দেবতা তেত্রিশকোটী যার নাম গন্ধে
স্বর্গ ছাড়ি কোথায় পলায়ে
যায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে,
সেই রাবণের সনে রণ—
মরিতে বাসনা নয় রাঘববংশের?
বিধি, ত্রিলোচন যার বীরত্বে অস্থির,
সেই রাবণের সনে রণ—
মরিতে বাসনা নয় রাঘববংশের?
পরম পুরুষ যারে বলে বিশ্ববাসী,
সেই নারায়ণ প্রধান মায়াবী,
প্রাণ নিয়ে পলাইয়া যায় যার রণে,
সেই রাবণের সনে রণ—

মরিতে বাসনা নয় রাঘববংশের?
তবে করি শর কার্ম্মুকে যোজনা,
দেখি কি করিতে পারে রাঘবের শিশু?
[ধনুঃ উত্তোলন]

রামপক্ষীয়। হও তবে সাবধান সহস্রমানন!

রাবণ। হবার পূর্ব্বে
রাঘবের চমূদল হাসাইয়া যাব;
হাস্যবাণ করিনু ক্ষেপণ,
রাঘব সম্মুখে সব নির্লজ্জ হইয়া
কর হাস্য রণরঙ্গে উন্মত্ত অস্থির। [শরত্যাগ]

ভরতাদি সকলে। হোঃ! হোঃ! হোঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ

রাম। কর হাস্য সম্বরণ রাঘব সেনানী!
আস্য হ'তে হাস্য দূর করিবার তরে,
সম্বরণ মহা অস্ত্র করিনু ক্ষেপণ। [শরত্যাগ]

রাবণ। রণবীর রঘুবীর স্থির না থাকিলে
কে দেখিত এই উদ্ধত তাণ্ডব?
তবে এইবার প্রতীকার চিন্ত নিজ মনে,
রোদনাস্ত্র ধনুকেতে করিনু সংযোগ।

ভরতাদি সকলে। [নিজ মস্তকে দুঃখসূচক করাঘাত]
হায় হায়! রঘুনাথ কি হবে?
মা জনকনন্দিনী, কি হবে মা?

সীতা। মাভৈঃ মাভৈঃ সব রাঘব সেনানী!
সীতার আদেশ মাত্র ত্যজিয়া বিলাপ,
এক যোগে আক্রমণ কর এইবার।

ভরতাদি সকলে। দুরাচার! [রাবণকে ঘেরিয়া ঘোর যুদ্ধ]

রাবণ। যাও, দুষ্ট ভরত শত্রুঘ্ন! যাও, দুষ্ট সুগ্রীব লক্ষ্মণ! যাও, দুষ্ট পবন নন্দন! যাও, প্রাণ নিয়ে অযোধ্যায় পালিয়ে যাও। [সকলের ভয়চকিতে কতক দূর পলাইয়া যাওয়া]

রাবণ। [বিভীষণকে পলাইতে দেখিয়া হাত ধরিয়া টানিল] তুমি যাবে কোথা, বিভীষণ! আজ এই তীক্ষ্ণধার তরবারিতে তোমার মস্তক দ্বিখণ্ড করি, তা হ'লে কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারে কি? যে ব্রহ্মা তোমায় অমর বর দান করেছে, সেও তোমায় ত্রাণ করতে পারে কি? রাবণের এই মহা অসি অমরত্ব উচ্ছেদ-পটু। দুরাচার! তুমি ভাই নও, তুমি দস্যু, বংশে বাতি দিতে আর কাউকে রাখ্‌লে না, বিভীষণ? সবই কুমন্ত্রণা ক'রে নাশ করলে? অমন ত্রিভুবন বিজয়ী মহারাজ শক্রের একমাত্র লক্ষ্য দশাননের প্রাণহন্তা কেবল তুমিই, বিভীষণ? তা না হ'লে মৃত্যুশরের সন্ধান, ঐ দুষ্ট বানরকে ব'লে দাও? ওহো হো গৃহভেদী ভ্রাতৃচ্ছেদী দুরাচার বিভীষণ! রাবণকে মেরে তোমার মনের সাধ মেটে নাই, এতই তোমার রাজ্য লালসা বলবতী? আজ আমাকেও নাশ করবার জন্য রামকে সঙ্গে ক'রে পুষ্করে এনেছ? হাঁ, বিভীষণ! আমাদিগে মেরে তুমি সুখী হ'তে পারবে? কখনই না। নির্ব্বোধ! একদিনের জন্যও ভাবলে না যে, দেশে-বিদেশে বন্ধু-বান্ধব মিলতে পারে, কিন্তু দেশে দেশে কি সহোদর ভাই মেলে? বিভীষণ! এমন চির-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নষ্ট ক'রে তোমার পাষাণ হৃদয় কি একদিনের জন্যও বিচলিত হয় নাই? একদিনের জন্যও কি তোমার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দেয় নাই? সেই ভ্রাতৃহন্তা পশু তুমি, তবে ইহ-জগৎ থেকে একেবারে চ'লে যাও। [কাটিতে উদ্যত]

বিভী। দাদা! আমি নিকষা জননীকে কাঁদাতেই কেবল অমর

হ'য়েছিলাম। লঙ্কার অসংখ্য অসংখ্য বীররমণীর অশ্রুজল দেখ্‌বার জন্যই অমর হয়েছিলাম। দাদা! আমি পৌলস্ত্যবংশের শ্রাদ্ধ-তর্পণ লোপ কর্‌বার জন্যই অমর হয়েছিলাম। দাদা! আর আমার জীবনে ইচ্ছা নাই, আপনি আমাকে বধ করুন।

রাবণ। কেঁদো না,—কেঁদো না, বিভীষণ! আর আমি তোমায় বধ কর্‌ব না; যাও, বংশে একমাত্র তুমিই রইলে। [ত্যাগ]

ভরতাদি সকলে। দুরাচার! এইবার আর তোর অব্যাহতি নাই।

[কিয়দ্দূর আসিয়া চকিতভাবে সকলের দণ্ডায়মান]

রাবণ। আর দুরাচার ব'লে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে হবে না। রাঘববংশের বা রাঘবসৈন্যের তেমন কোন সাহস হবে না যে, আর পদমাত্রও অগ্রসর হয়। যাও, এই মহাবায়ব্য অস্ত্র সন্ধান কর্‌লাম, এই অস্ত্রের প্রভাবে তুলারাশির মত ঊর্দ্ধে বায়ুতরঙ্গে নাচ্‌তে নাচ্‌তে অযোধ্যায় গিয়ে রণশ্রান্তি অপনোদন কর্‌বে, যাও। [শরত্যাগ]

[সকলের পলায়ন]

কি রাম! রাঘবকুলের শিশু! এইবার?

রাম। এইবার তোমার সংসার রঙ্গালয়ের শেষ দৃশ্য, অভিনেতার অব্যাহতি, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান।

রাবণ। ঐ সঙ্গে সঙ্গে তোমারও মহাপ্রস্থান।

রাম। তবে সাবধান হও।

রাবণ। বীরকে সাবধান হ'তে বলা রামের নূতন উপদেশ নয়। তুমিই বরং সাবধান হও, নয় স্বদলে গিয়ে অযোধ্যায় অবস্থান কর। [শরত্যাগ]

[উভয়ের যুদ্ধ ও রণবাদ্য]

[কিঞ্চিৎ পরে] এইবার ক্ষুরপ্র বাণ সন্ধান কর্‌লেম। [শরত্যাগ] সাবধান, রক্ষোকুলান্তক ছদ্মবেশিন্! আর তোমার কিছুতেই পরিত্রাণ

নাই। তুমি কৃষ্ণই হও, আর বিষ্ণুই হও, যে কোন নররূপী মায়াবীই হও, আর তোমার কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। চতুরানন, পঞ্চানন বা ষড়ানন যে কেউ রামের সাহায্য করতে চায়, বা তেত্রিশ কোটী দেবতা বা স্বর্গ মর্ত্ত পাতালবাসী যে কেউ রামের সাহায্যে রাক্ষসের বিপক্ষ হ'তে চায়, একবার কাতরকণ্ঠে সকলকে আহ্বান কর। রে মায়াবি! যাদুবিদ্যায় জনসাধারণের নিকট তোমার ঈশ্বর ব'লে পরিচয় দেওয়ার ভ্রম বিদূরিত করি। হ'ল—হ'ল, রাঘব! তোমার এই কপট খেলার শেষ হ'ল। [শরত্যাগ]

[রামচন্দ্রের পতন]

জানকি! রঘুকুলমহিষি! যাও, বিধবা হ'য়ে তোমার পিতা জনক ঋষির গৃহে প্রত্যাগমন কর, এবং বল্‌বে যে পিতঃ! তুমি নাকি যোগ-সিদ্ধ মহাতেজাঁ জনক? তোমার এই যোগলব্ধ কন্যা জানকী আজ বিধবা।

দ্রুতপদে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।

অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ। সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ্ হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

রাবণ। বল যে, যাদুবিদ্যা সাঙ্গ হ'ল, যাদুবিদ্যা সাঙ্গ হ'ল। জগতের উপকার হ'ল, জগতের উপকার হ'ল। বল যে আমাদের কষ্ট দূর হ'ল। আর কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্য, ব্রত হোম, অর্চ্চনা উপবাস প্রভৃতি কিছুই করতে হবে না। বল যে, আমরা বাঁচ্‌লেম, বল যে, ভগবানের মৃত্যু হ'ল; এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে আরও অভ্রভেদী স্বরে বল যে, রাবণই আজ থেকে জগতের নমস্ত হ'ল।

বশিষ্ঠ। মা রামময়জীবিতে! শুন্‌তে পাচ্ছ, মা? হাঁ মা, সত্য-সত্যই কি রাবণ আজ থেকে জগতের নমস্ত হ'ল? মা, জনকনন্দিনি!

দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আজ তোমার রাম রণস্থলে বিলুণ্ঠিত হচ্ছেন? মা! কি সর্ব্বনাশ হ'ল, মা?

অগস্ত্য। হাঁ মা! এ দেখেও এখনও তুমি স্থির হ'য়ে বসে আছ? হাঁ, মা, রামের এই মৃতভাব দর্শন ক'রেও কোন বিলাপসূচক বা করুণ-ব্যঞ্জক বাক্য না ব'লেও তুমি ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে কালক্ষয় করছ? কমলা কি কোমলা নয়? এতই কি কঠিন? ওহো হো! জনকনন্দিনী মা গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল, মা?

বশিষ্ঠ। কৈ, মা! কোন প্রতীকারের চেষ্টা না ক'রে নিরুত্তর ভাবে কেঁবল ব'সে রইলে? তবে কি জনকের বালা পাষাণী, স্বামীভক্তির বিন্দু-মাত্র লেশ নাই। হাঁ মা, রঘুবংশের ললনা কি স্বামী সেবায় শৈথিল্য করে? কৈ মা, এত ক'রে তোমায় বল্‌ছি, তবু তুমি পাষাণময়ী প্রতিমার মত নিশ্চল রয়েছ? বটে বটে সীতে, বশিষ্ঠের বাক্য অবহেলা করছ? স্বামী-ঘাতিনি! হয় প্রতীকার কর, নয় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ কর।

অগস্ত্য। জানি না, মা তোমার পতিভক্তি কেমন? জান্‌তেম, জনকের কন্যা সুশীলা, জান্‌তেম, জনকের কন্যা রঘুকুলশশী রামের উপযুক্ত ভার্য্যা, জান্‌তেম—জনকের কন্যা স্বয়ং কমলা। এখন দেখ্‌ছি তা নয়, মায়াবিনী; এখন দেখ্‌ছি—রঘুকুলের কালভুজঙ্গিনী, কালজিহ্বা কৃতান্ত-রূপিণী! ও হো হো! আমাদের আর্য্যজীবনেও ভ্রম? [সক্রোধে] সীতে! শুনতে পাচ্ছ? তুমিই ত এ অনর্থের মূলকরী। তুমি যদি রামকে পুষ্করের কথা না বলতে, তাহ'লে কি এ সর্ব্বনাশ দেখ্‌তে হ'ত? জানি না তোমার প্রবৃত্তি কেমন? এখনও স্থির হ'য়ে ব'সে আছ? ও হো হো, সর্ব্বনাশী তুমি! স্বামীঘাতিনী তুমি! রঘুকুলের অযোগ্য বধূ তুমি! জনকের কুলে তুমি সর্ব্বনাশিনী, সর্ব্বগ্রাসিনী কালভুজঙ্গিনীরূপে আবির্ভূতা হয়েছ।

সীতা। স্থির হও বশিষ্ঠ, অগস্ত্য !
স্থির হও বিশ্ব চরাচর !
জানকী করিবে নাশ স্বয়ং রাবণে ;
অযোনিসম্ভবা, নয় অযোগ্যা রমণী।
ক্ষুরপ্র শরেতে বিদ্ধ রাঘবের দেহ,
এ দেখেও এখনো স্থিরা রাঘবের বধূ।
এ দেখেও নহে যত্নবতী সীতা রাবণে বধিতে,
এ দেখেও সক্রোধ-গর্জ্জনে সীতা—
নাচে নাই প্রচণ্ড কৃপাণ করে ভয়ঙ্করী বেশে।
আর কেন—আর কেন
বসন ভূষণ, মালা চন্দন প্রভৃতি,
আর কেন সীতাদেহে এই সাজ সাজে ?
স্বামী যার রণস্থলে করিল শয়ন
তার দেহে সাজে কেন এ সুন্দর সাজ ?
যাও—যাও—সব দূর হও,
হবে সীতা উলঙ্গিনী—নির্লজ্জা রমণী,
রাঘব কুলেতে কালী করিবে অর্পণ ;
স্বয়ং হইব কালী কালের প্রবাহে।
হও বিবসনা কটী নব কর বেড়া
[বস্ত্রত্যাগ]
হও কুটিল কুন্তল দাম লুণ্ঠিত ধরণী,
ঘোরা কাদম্বিনী হও এ চম্পক দেহ।
লহ লহ লোলজিহ্বা করিয়া বিস্তার,
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে নাচ ক্রোধভরে।

এস এস, হে ভূত, ভৈরব !
এস—এস বেতাল ভীষণ !
এস, এস, ডাকিনী শাঁকিনী
লাকিনী হাঁকিনী ভৈরবী ভীষণা !
হান্ হান্ কাট্ কাট্
মার্ মার্ কর রণস্থলে।
যায় সীতা অসিতা মূরতি
বিনাশিতে সহস্র-আননে।

[লম্ফপ্রদান]

রাবণ। ওই এল—ওই এল,
ভীষণা ভীষণরাবা দিক্‌নিনাদিনী !
ওই এল—ওই এল ,
ঘোর ঘন ঘটা ছটা রাঘব রমণী !
ওই এল—ওই এল,
লোলজিহ্বা লম্বিত করিয়া।
ওই এল—ওই এল,
ঘর্ঘর ঘোর রবে কম্পিত করিয়া।

[উন্মত্তবৎ চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত ও
পশ্চাতে তাণ্ডবনৃত্যে সীতার আক্রমণ]

হায় রে আসন্নকাল আসিল আমার,
কাল হ'ল রাম রণ,
কাল হ'ল রাঘবের জায়া !

[রাবণের পতন ও তাহার বক্ষ হইতে
সীতা কর্ত্তৃক হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত ও তাণ্ডবনৃত্য]

ডাকিনী যোগিনীগণের প্রবেশ।

সকলে।—[নৃত্যসহ]

মার্ মার্ মার্, মার্ মার্ মার্, মার্ মার্
জয় সীতা, জয় সীতা, জয় সীতা, জয় সীতা।
রাবণ বধিতে পুষ্কর পুরীতে জগজ্জননী অসিতা॥
হান্ হান্ মার্ মার্ কাট্ কাট্ জগদম্বার কোটাল,
যোগিনী সঙ্গে, পরম রঙ্গে, ভূত ভৈরব বেতাল,
ঘোরাও ঘোর চক্ষু লাল ;—
সরযূ ত্যজিয়া, শোণিতে মজিয়া,
কালী করালী মুণ্ডমালী, রাঘবকুল-বনিতা॥

বশিষ্ঠ। ত্রাহি ত্রাহি জগদম্বে!
ত্রাহি ত্রাহি অসিতে সীতে!
সম্বরণ কর মা মূরতি।
আর নৃত্য ক'রো না মা, শ্রীরামবল্লভে!
আর নৃত্য ক'রো না মা, বিশ্ব হয় নাশ।
টলমল করে ধরা তব পদভরে,
অষ্টদিক্ কুলাচল পড়িছে খসিয়া,
ভয়ে দেবগণ স্বর্গে তিষ্ঠিতে না পারে,
কক্ষ হ'তে সূর্য্যদেব ছুটিয়া পলায়,
ব্যাকুল ব্রহ্মাণ্ড জীব সঘনে কাঁপিছে।
মা! মা! মরিয়াছে পাপ সহস্রানন।

অগস্ত্য। তবে কেন দেবী আর নাচ রণরঙ্গে,
তবে কেন বিবস্ত্রা হইয়া ফের যোগিনী যোগিনী।

কর ক্রোধ সম্বরণ, যায় বিশ্ব বিশ্বপ্রসবিনী,
বশিষ্ঠ অগস্ত্য যাচে চরণে শরণ,
পরিত্রাণ—পরিত্রাণ কর গো জননি!

দ্রুতপদে নারদের প্রবেশ।

নারদ। কে রে? কার কামিনী নাচে রণরঙ্গমাঝে
লোহিত শোণিত ধারা রঞ্জিত হইয়া?

গীত।

কে রে, কার কামিনী নাচে রণে।
অধরা অধীরা ধরা ও চরণ ধারণে ॥
আপাদলম্বিত কুন্তল পাশ,
শবশিশু শ্রবণে সুন্দর পাশ,
ডাকিছে, হাঁকিছে, লাগিছে ত্রাস,
করে করে খড়্গ প্রহরণে ॥
জলদ বরণ ছটা ঘটা অতি বিভীষণা
লগ্না নিমগ্না তীক্ষ্ণা অতি লোল রসনা,
বদন ঢল ঢল রণ-ঘর্ম্ম-ভূষণা
মাথার মুকুট ঠেকেছে গগনে ॥

নারদ। জয় কালি! জয় কালি! জয় কালি!
দাও সবে ঘন ঘন করতালি,
বল সবে জয় জয় কালী।
জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী,

হ'লে কালী কাল-নিবারিণী,
হ'লে শ্যামা স্বর্ণদেহ ত্যজি,
কে মা, তুমি বল সত্য করি ?
তুমি কোন্‌রূপা চিনিতে না পারি।
তুমি কি সাকারা ধ্যানেতে না পাই,
তুমি কি মা, ব্রহ্মা বা সাবিত্রী,
তুমি কি মা গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, কমলা,
তুমি কি মা, শিব শিবা কিছুই না জানি ?
কে তুমি মা, তুমি কি মা, হরের বল্লভা ?
তবে কেন রামের বল্লভা হ'য়ে থাক রাম বামে ?
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি তত্ত্বময়ী !
পঞ্চতত্ত্বে তত্ত্ব ধ'রে না পাই তোমায়।
তবে এই মাত্র জানি, তুমি ভকতবৎসলা,
এই মাত্র জানি তুমি রামের বল্লভা।
মা ! মা ! কর ক্রোধ সম্বরণ, বিশ্ব নাশ হয়।
মরিয়াছে রাবণ দুর্ম্মতি,
তবে কেন নৃত্য রঙ্গে শ্রীরাম-রঙ্গিণি ?
পর বস্ত্র, থেকো না মা বিবস্ত্রা হইয়া,
রাঘবের কুলে কালী দিও না, মা কালি !

ব্যাকুল ভাবে ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। পরিত্রাহি পরিত্রাহি, জনকনন্দিনি !
পাহি পাহি পরমা প্রকৃতি পুরাতনী।
মা বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, কল্যাণী, কালিকে ! ক্রোধ সম্বরণ কর, মা ! আর ঘোর তাণ্ডবে ধরা সাগরগর্ভে নিমজ্জিত ক'রো না, মা ! চতুর্দ্দশ

ব্রহ্মাণ্ড যায় যায় হয়েছে, দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রণতঃজনপালিনী—রামরঙ্গিণি! প্রসীদ- প্রসীদ—প্রসীদ, পরমেশ্বরি! সৃষ্টি রক্ষা কর, মা! ভয়ে ভূচর খেচর, নাগ নর, কিন্নর সকলেই সংজ্ঞাশূন্য। মা! মা! মা! সন্তানের কথা শোন, মা! পদ্মযোন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। [পদে পতিত]

সীতা। হ'লেও সীতা লোহিতেক্ষণা, করাল কবল বিস্তার ক'রে সমগ্র জগত গ্রাস কর্‌বে। রঘুনাথের কোমলাঙ্গ শবদেহের মত নিশ্চল নিস্পন্দ হ'য়ে ধরায় পতিত আছেন, রাবণের তীক্ষ্ণশর রামের মর্ম্ম বিদ্ধ ক'রে পাতাল পর্য্যন্ত ভেদ করেছে, আর আমি কি এ দেখেও সৃষ্টি রক্ষা কর্‌ব? যাক্ না সৃষ্টি, হ'ক্ না প্রলয়! দুরাচার ব্রহ্মা! তুমি যদি রাবণকে ধকরে সৃষ্টি না কর্‌তে, তাহ'লে কি এ অনর্থ সাধিত হ'ত? আজ তোমাকেও গ্রাস কর্‌ব।

নাচ-নাচ ভূত, বেতাল ভৈরব!
নাচ-নাচ দানা ডাকিনী যোগিনী,
হাঁক হাঁক সবে হান্ হান্ রবে,
কর গ্রাস সীতা সনে কমল-আসনে।
[নাচিয়া নাচিয়া ব্রহ্মাকে ধরিতে উদ্যত]

ব্রহ্মা। পরিত্রাহি, পরিত্রাহি
হায় হায়, কোথা যাই, কে করে নিস্তার?
রণস্থলে প'ড়ে আছেন রাম রঘুমণি;
কে চাহিবে ক্ষমা আর ক্ষেমঙ্করী পাশে?
নিদয়া মা, এতদিনে চৈতন্য রূপিণী!
নিদয়া মা, এতদিনে সন্তানের প্রতি।
তোমাদের আজ্ঞা শিরে ধরি'

সৃজিয়াছি বিশ্ব চরাচর,
তবে কেন কর ক্রোধ স্বয়ম্ভুর প্রতি ?
মা ! মা ! মা ! ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী,
শুভঙ্করী তুমি।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে।
মা ! মা ! বড় ভীত পদ্মাসন হেরিয়া তোমায়।
শুনিলে না, শুনিলে না,
ক্ষমিলে না, ক্ষমিলে না, অধম সন্তানে ?
করালবদনা কালী জ্ঞানহীনা হ'লে ?
হায় হায়, বিধি আজ পড়িল বিপাকে !
কেউ নাই, কেউ নাই, কে করিবে রক্ষা,
রক্ষাকালী আসে গ্রাসিতে আমায়।
এস, ত্রিলোচন ! এস, পার্ব্বতী-বল্লভ !
তোমা ভিন্ন পরিত্রাতা না দেখি সংসারে।
অসময়ে ভুলে দেব, থেকো না বিধিরে ;
হ'লে অপরাধী বিধি ক্ষমা চায় পদে।
এস—এস, ত্রিলোচন !
দেখে যাও, বিধির দুর্দ্দশা,
দেখে যাও, ত্রিভুবনে ঘটিল প্রলয়।

দ্রুতপদে শিবের প্রবেশ।

শিব। সত্য সত্য বুঝি ঘটিল প্রলয় !
সত্য সত্য বুঝি সনাতনী সীতা
বিধিরে করিল গ্রাস বিকরাল মুখে।

বিপন্ন বিধিরে দেবী, কর পরিত্রাণ,
বিপন্ন ব্রহ্মাণ্ড জীবে কর মা উদ্ধার,
কালী, করালবদনা শ্যামা !
এস মাগো, হৃদয়-সরোজে।
দেবি! দেহি দীন ভবধরে রাতুল চরণ।
ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্! জয় কালী, জয় কালী।

[শয়ন করিলে সীতা নাচিতে নাচিতে শিব বক্ষে দাঁড়াইয়া লজ্জিতভাবে দন্ত দ্বারা দংশন করিয়া জিহ্বা বহিষ্করণ]

সীতা। একি, একি, পদে ত্রিলোচন ত্রিভুবন-নাথ !
একি রঙ্গ শূলপাণি ?
পদে কেন যাও গড়াগড়ি ?
ওঠ—ওঠ ; ত্যজিলাম ক্রোধ,
করিব না অকালে প্রলয়।

শিব। বহু ভাগ্য বলে লভিয়াছি
শ্যামা তোর অভয় চরণ।
বড় ভালবাসি মা গো,
শিব হৃদে তোর শ্যামা সাজ।
শিবই জানে মা, সংসারে শ্যামা পদ সুখ।
ভূতপতি দিগম্বর শ্মশান সাধনে,
চিন্তে শ্যামাপদ সদা থাকি শবাসনে।
শবাসনে! সে বাসনা আজি মিটাইব,
রাখ—রাখ, ও রাঙা চরণ,
ধরায় দিয়ো না পদ, ধরেছি হৃদয়ে।

ব্রহ্মা। ওঠ—ওঠ, রঘুনাথ জগতের নাথ!
ওঠ—ওঠ, রামদেব! রণস্থল ত্যজি
চৈতন্যরূপিণ্! কেন অচৈতন্য ভাব?
চৈতন্যরূপিণী সনে মিল এইবার।
[রামকে উঠাইয়া চৈতন্য করিলেন]

রাম। কে মা তুমি?
তুমি কি মা, হরের বল্লভা,
আসিয়াছ রঘুনাথে বিপন্ন দেখিয়া?
স্বয়ং আসিয়া বধ করিলে রাবণে?
দয়াময়ি! এত দয়া রাঘবের প্রতি?
শুনেছি পুরাণে মুনিজন মুখে
ভক্তভয় নাশিবারে,
ভব ভয় খণ্ডিবারে,
মহারণে আসে মহাকালী।
হও মা, প্রসন্না তবে প্রপন্নার্ত্তিহরে!
রাম, দুর্ল্লভ পদে সদাই ভিখারী। [পদে পতন]

সীতা। রঘুনাথ! আর লজ্জা
দিয়ো না হে সীতারে তোমার।
আমিই অসিতা হ'য়ে নাশিনু রাবণে।
ওঠ ওঠ, জানকী-বল্লভ গুণমণি!
দাঁড়াও অসিতা পাশে ত্রিভঙ্গ হইয়া,
রাবণের রণে ঘোর রক্তাক্ত হইয়া,
রণরঘু হইয়াছ লোহিত বরণ;
আমি হইয়াছি সীতা, অসিতা মুরতি।

এস এস, দুইজনে মিলিত হইয়া,
নীল লোহিত মূর্ত্তি করিব প্রকাশ;
মানস উত্তর শৈলে বিহরিব সদা।
এস এস, গুণময় রাম!
নীল লোহিত মূর্ত্তি কর প্রকটন।
[রাম, সীতার দক্ষিণে দণ্ডায়মান]

শিব। নীল লোহিত মূর্ত্তি হ'ল প্রকটন
নীল লোহিত কেন ত্যজিবে চরণ?
দাঁড়াও মুকুন্দদেব! ত্রিভঙ্গ হইয়া
সীতা সনে দুই পদ হৃদয়ে অর্পিয়া।

ব্রহ্মা। এস, বশিষ্ঠ! অগস্ত্য! এস, নারদ! আজ সকলে এক-যোগে নীল লোহিত মূর্ত্তির পূজা করি।

সকলে। এষ পুষ্পাঞ্জলির্নমো নীল লোহিত মূর্ত্তয়ে নমঃ।
এষ পুষ্পাঞ্জলির্নমো নীল লোহিত মূর্ত্তয়ে নমঃ।
এষ পুষ্পাঞ্জলি র্নমো নীল লোহিত মূর্ত্তয়ে নমঃ।

[যোগিনীগণের চামর ব্যজন]

যোগিনীগণ।—

গীত।

অসিতা সীতার সনে আমার রামদেব বিহরে।
নীল লোহিত, নীল লোহিত নিল মনঃ প্রাণ হ'রে॥
ভবভয় খণ্ডিবারে, ভক্ত ভয় নাশিবারে,
পাতকী সব তারিবারে, তারক ব্রহ্ম সংসারে॥
রাম দুর্ল্লভ রামদুর্ল্লভ, যাচে চরণ দুর্ল্লভ,
দেহি জানকী-বল্লভ, এই ভক্তিহীন দুরাচারে॥

যবনিকা পতন।

Day's Sensational Detective Novels.

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের

সচিত্র উপন্যাস-পর্য্যায়

পরিমল

ভীষণ-কাহিনীর অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ-রহস্য।

বিবাহরাত্রে বিমলার আকস্মিক হত্যা-বিভীষিকা। পরিমলের অপার্থিব সারল্য। তীক্ষবুদ্ধি ডিটেক্‌টিভ সঞ্জীবচন্দ্রের কৌশলে ভীষণতম গুপ্তরহস্য ভেদ ও দস্যুদলপরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব দুঃসাহসিক কৌশলে আত্মরক্ষা—একাকী দস্যুদল-দলন। একদিকে যেমন ভীষণ ভীষণ ব্যাপার—আর একদিকে আবার তেমনি ছত্রে ছত্রে সুধাক্ষরে অনন্ত প্রেমের বিকাশ দেখিবেন! আরও দেখিবেন, রূপতৃষ্ণা ও বিষয়-লালসায় মানব কেমন করিয়া দানব হইয়া উঠে! [সচিত্র] সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৸০ মাত্র।

মনোরমা

কামাখ্যাবাসিনী কোন সুন্দরীর অপূর্ব্ব কাহিনী।

ঐন্দ্রজালিক উপন্যাস। কামরূপবাসিনী রমণীদের প্রণয়-রহস্য অনেকে অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু এ আবার কি ভয়ানক দেখুন—তাহাদের হৃদয় কি নিদারুণ সাহসে পরাক্রমে পরিপূর্ণ! সেই ভয়ানক হৃদয়ে বিকসিত প্রেমও কি ভয়ানক আবেগময়—সর্পী সুবর্ণরূপা! সেই প্রেমের জন্য অতৃপ্ত লালসায় প্রেমোন্মাদিনী হইয়া কামাখ্যা-বাসিনী ষোড়শী সুন্দরীরা না পারে, এমন ভয়াবহ কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই। তাহারই ফলে সেই রমণীর হস্তে একরাত্রে পাঁচটী গুপ্ত নরনারী হত্যা! [সচিত্র] সুরম্য বাঁধান ; মূল্য, ৸৵০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।